মাদ্রাসা বোর্ডের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী আলেম ক্লাসের ফেকাহ্
দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যাংশ হিসাবে লিখিত ।

শরহে সিরাজী

(আরবী-বাংলা)

মূল ঃ মোহাম্মদ বিন আবদুর রশীদ সাজাওয়ান্দী

অনুবাদ ঃ

মাওলানা রুক্‌নুদ্দীন সাহেব

মোদার্‌রেছ আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা
বড় কাটরা, ঢাকা ।

সম্পাদনা ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

দাওরায়ে হাদীস জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা ।
বি. এ (অনার্স) এম. এ (সাংবাদিকতা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
মোহাদ্দেস ও নাজেমে তালিমাত, দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা ।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশক ঃ
গোলাম মারুফ
হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১
দূরালাপনী ঃ ৭৩১৪৪০৮
বাংলাদেশ

হাদিয়া ঃ ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ
গোলাম মারুফ
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা-১২১১
দূরালাপনী ঃ ৮৬১৩১৫৬

পেশ কালাম–

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত শরঈ আহকাম দুই প্রকার। (১) আল্লাহর হক সংক্রান্ত, (২) বান্দার হক সংক্রান্ত। বান্দার হককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, (১) পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান। যথা ঃ বিবাহ, ওয়ারিশী স্বত্ব ইত্যাদি। (২) পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিধি-বিধান। যথা- ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, হেবা ইত্যাদি। (৩) রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত আহকাম। যথা ঃ রাষ্ট্রীয় চুক্তি-পত্র, কর, দন্ডবিধি, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ইত্যাদির মাসআলা-মাসায়েল।

এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে ইলমূল ফারায়েয তথা মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তদুপরি তা সূক্ষ্ম ও জটিল হিসাব-নিকাশ এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্বলিত হওয়ায় এটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম সমাজে সর্বদাই এ বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হত। আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত শরীয়ত মোতাবেক সম্পদ বন্টন কার্য সম্পন্ন করা অসম্ভব। এ কারণে এই বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফারায়েয বিষয়ে সিরাজী গ্রন্থখানা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য এবং সমাদৃত। বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত এই গ্রন্থখানা সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত। মূলগ্রন্থ আরবীতে হওয়ায় বাংলা ভাষা-ভাষীগণের সুবিধার্থে প্রাঞ্জল ভাষায় তার অনুবাদ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হল। তৎসঙ্গে এর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করা হয়েছে। বড় কাটরা আশ্‌রাফুল উলূম মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রবীণ উস্তাদ জনাব মাওলানা মোঃ রুক্‌নুদ্দীন সাহেব অত্যধিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ গ্রন্থখানার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জাযায়ে-খায়ের দান করুন। বর্তমান সংস্করণে মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব গ্রন্থখানা সম্পাদনা করেন। এতে সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহ বিস্তারিত ও সহজ উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আশা করি মূল গ্রন্থের ন্যায় অত্র অনুবাদ খানাও পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন! আমীন!!

প্রকাশক–

সূচী-পত্র

✪ ফারায়েয শাস্ত্রের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য ৫

✪ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬

✪ মূল কিতাবের ভূমিকা ৭

✪ ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক বিষয়সমূহ ১২

✪ অংশ পরিচিত এবং ইহার অধিকারীদের সম্পর্কে আলোচনা ১৪

✪ স্ত্রীলোকের ওয়ারিছ স্বত্বের বিবরণ ২১

✪ সহোদরা বোনের ওয়ারিছ স্বত্ব সংক্রান্ত বর্ণনা ২৯

✪ বৈমাত্রেয় বোনদের ৭ অবস্থার মাসআলাসমূহ ৩২

✪ মাতার হালত ৩৩

✪ দাদীর অবস্থার বিবরণ ৩৫

✪ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বিবরণ ৩৮

✪ যারা অন্যের সঙ্গে আসাবা হয় ৪২

✪ ওয়ারেছী স্বত্বে বাধাদায়ক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত অধ্যায় ৪৫

✪ নির্ধারিত অংশের মূল সংখ্যা (ল. সা. গু.) সংক্রান্ত অধ্যায় ৪৮

✪ আউল সংক্রান্ত অধ্যায় ৫১

✪ দুইটি সংখ্যার মধ্যে সমতূল্য, অন্তর্ভুক্তি, কৃত্রিম ও মৌলিক সম্পর্কের পরিচয়ের বিবরণ ৫৪

✪ বন্টন বিশুদ্ধকরণ অধ্যায় ৫৬

✪ অংশীদার ও পাওনাদারগণের মাঝে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন ৬৪

✪ ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে সরে যাওয়ার বিবরণ ৬৮

✪ বর্ধিত অংশের পুনর্বন্টন ৬৯

✪ দাদার স্বত্ব বন্টনের বিবরণ ৭৫

✪ মুনাসাখা অধ্যায় ৮৫

✪ গর্ভ সম্পর্ক সংক্রান্ত অধ্যায় ৮৯

✪ প্রথম প্রকার ৯৩

✪ দ্বিতীয় প্রকার ১০৪

✪ তৃতীয় প্রকার ১০৬

✪ চতুর্থ প্রকার ১১২

✪ তাদের সন্তানাদি ১১৩

✪ খোজা-এর পরিচ্ছেদ ১১৭

✪ গর্ভ পরিচ্ছেদ ১২০

✪ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির প্রসঙ্গ ১২৯

✪ ধর্মত্যাগী প্রসঙ্গ ১৩০

✪ যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ ১৩১

✪ পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তির বর্ণনা ১৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফারায়েয শাস্ত্রের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ

ফারায়েয শাস্ত্রের সংজ্ঞা ঃ

عِلْمُ الْفَرَائِضِ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ وَجُزْئِيَاتٍ تُعْرَفُ بِهَا كَيْفِيَّةُ صَرْفِ التَّرِكَةِ اِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهٖ -

ফিক্‌হ ও হিসাব (অঙ্ক) সংক্রান্ত যে সূত্র ও আনুষাঙ্গিক সূক্ষ্ম বিষয় জ্ঞাত হলে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে ইসলামী বিধান মোতাবেক বন্টন করা যায়, তাকে ইল্‌মুল ফারায়েয বলে।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ

আলোচ্য বিষয় ঃ

اَلتَّرِكَةُ وَالْوَارِثَةُ

অর্থাৎ– ত্যাজ্য সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারীগণ। কারণ এগুলির বিভিন্ন দিক ও অবস্থা নিয়েই এতে আলোচনা করা হয়।

غَرْضُهٗ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

اَلْاِقْتِدَارُعَلٰى اِيْصَالِ التَّرِكَةِ اِلَى الْوَارِثِيْنَ بِقَدْرِ اِسْتِحْقَاقِهِمْ-

প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে সঠিক প্রাপ্য অংশ প্রদানে সামর্থ্য লাভ করা।

وَجْهُ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ

প্রয়োজনীয়তা ঃ

اَلْوُصُوْلُ اِلٰى اِيْصَالِ كُلِّ وَارِثٍ قَدْرَ اِسْتِحْقَاقِهٖ -

প্রত্যেক ওয়ারিছকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদানের জ্ঞান লাভ করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিরাজী গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মাহমূদ বিন আব্দুর রাশীদ সাজাওয়ান্দী হানাফীর জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে সিরাজী গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারীগণের অনুসন্ধান দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর গ্রন্থ ৩৫৮ হিজরীর পুর্বেই রচিত হয়েছিল। কেননা সিরাজী গ্রন্থের একখানা প্রসিদ্ধ শরাহ্‌র লেখক আবুল হাসান হায়দারাহ্ ইবনে উমর আস-সানআনীর ইন্তেকাল হয় ৩৫৮ হিজরীতে। কিন্তু কেউ কেউ তাঁকে ৭০০ হিজরীর হানাফী ফকীহ্‌গণের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর মুনজিদ গ্রন্থকারের মতে আল্লামা সাজাওয়ান্দীর মৃত্যু ৬০০ হিজরী মোতাবেক ১২০৩ খৃষ্টাব্দে হয়েছে। তাঁর জন্মস্থানের নাম সাজাওয়ান্দ। সাজাওয়ান্দ সম্পর্কে বাহরে আজম গ্রন্থে তিনটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

(১) সাজাওয়ান্দ আফগানিস্তানের অন্তর্গত কাবূলের একটি (قصبه) এলাকার নাম।

(২) সাজাওয়ান্দ খুরাসানের অন্তর্গত নিগারিস্তানের একটি জায়গার নাম।

(৩) সাজাওয়ান্দ ফারসী শব্দ (سگاوند) সাগাওয়ান্দের আরবী রূপ। সাগাওয়ান্দ সীস্তানের এক পর্বতের নাম উক্ত পর্বতাঞ্চলে অত্যধিক কুকুর থাকত বিধায় এর নাম হয়ে পড়ে সাগাওয়ান্দ।

ফারায়েয বিষয়ে লিখিত এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা সকল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ-

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দাগণের ন্যায় আমিও তাঁর প্রশংসা করছি। পরিপূর্ণ রহমত ও সালাম সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যাঁরা অভ্যন্তরীন ও প্রকাশ্য সকল প্রকারের গুনাহ হতে পবিত্র।

ব্যাখ্যা ঃ حمد الشاكرين মূলে ছিল كحمد الشاكرين এতে কাফ হরফে জরকে লুপ্ত করে حمد শব্দের শেষে نصب হয়েছে। যে শব্দে حرف جر উহ্য থাকা সত্ত্বেও অর্থের বেলায় তা গণ্য হয়ে থাকে, সে শব্দে نصب দেওয়া হয় এবং তাকে আরবী ব্যাকরণে منصوب بنزع الخافض বলা হয়ে থাকে। উক্ত নিয়মানুসারেই এ স্থানেও حمد الشاكرين হয়েছে।

شاكرين– দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও অলি-আল্লাহগণকে বুঝানো হয়েছে। গ্রন্থকার স্বীয় কৃত আল্লাহর প্রশংসা তাঁর দরবারে যাতে মকবুল হয় সেই বাসনায় নিজেকে শাকেরীনের অন্তর্ভূক্ত করে প্রশংসা করেছেন, যাতে তা, লেখকের প্রশংসা ও অন্য প্রশংসাকারীগণের হামদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

طيب–অভ্যন্তরীন গুনাহ হতে পবিত্র, طاهر বাহ্যিক গুনাহ হতে পবিত্র, برية সৃষ্টি।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন-তোমরা ফারায়েযের বিদ্যা নিজেও শিক্ষা কর এবং মানুষকেও শিক্ষা দান কর। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধাংশ।

ব্যাখ্যা ঃ ফারায়েযকে نصف العلم আখ্যায়িত করার তাৎপর্য্য ঃ তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও অন্যান্য শাস্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ফারায়েযকে জ্ঞানের অর্ধাংশ বলে আখ্যায়িত করার কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যথা-

১। মানুষ দুটি অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে, একটি জীবন, অপরটি মৃত্যু। অন্য সকল বিদ্যা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, আর ফারায়েয-বিদ্যা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। তাই ফারায়েযকে অর্ধেক ইলম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২। কোন জিনিসের মালিকানা স্বত্ব দুই পন্থায় অর্জন করা যায়। একটি ইচ্ছাকৃতভাবে, (اختیاری) যথা-ক্রয়-বিক্রয়, দান-খয়রাত ইত্যাদি। অপরটি হল অনিচ্ছাকৃতভাবে বা বাধ্যতামূলক (اضطراری) যথা-ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্ব, যা মানুষের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরায়েযের বিদ্যা ২য়টির সাথে সম্পর্কিত তাই ইলমুল ফারায়েযকে نصف العلم বলা হয়েছে।

৩। ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ দুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১ম-নুসূস তথা কুরআন ও হাদীছ এবং ক্বিয়াস দ্বারা। দ্বিতীয়ত ঃ শুধু নুসূস তথা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা। আলোচ্য ইলমুল ফারায়েয যেহেতু শুধু নুসূসের সাথে সম্পর্কিত, কিয়াসের স্থান এতে নেই তাই মৌলিক বিধান অনুসারে এটিকে نصف العلم বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪। ফরায়েয শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে نصف العلم বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫। علم الفرائض-শিক্ষার এত অধিক ফযীলত যে, ফিক্‌হের একটি মাসআলা শিখলে দশগুণ ছওয়াব হয়। আর ফারায়েযের একটি মাসআলা শিখলে একশত গুণ ছাওয়াব পাওয়া যায়। তাই অধিক ছওয়াব লাভের মাধ্যম হিসাবে এটিকে نصف العلم বলা হয়েছে।

৬। ফারায়েয نصف العلم হওয়ার কারণ আমাদের জানা নাই। আর তা জানার আবশ্যকতাও নাই। অতএব সত্য নবীর বাণী হিসাবে ফারায়েযকে অর্ধেক ইলম মেনে নেওয়াই আমাদের জন্য উচিৎ। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত।

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى - تَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ حُقُوْقٌ اَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَةٌ اَلْاَوَّلُ يُبْدَأُ بِتَكْفِيْنِهٖ وَتَجْهِيْزِهٖ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ وَلَا تَقْتِيْرٍ - ثُمَّ تُقْضٰى دُيُوْنُهٗ مِنْ جَمِيْعِ مَا بَقِيَ مِنْ مَّالِهٖ ثُمَّ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ-

অর্থ ঃ- হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃত ব্যক্তির (স্থাবর অস্থাবর) পরিত্যক্ত সম্পদের সহিত যথাক্রমে চারটি দায়িত্ব জড়িত হয়। প্রথমত ঃ অপব্যয় ও কৃপণতা ব্যতীত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। তারপর তার অবশিষ্ট সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ৩। অতঃপর ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন হলে ৪। এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা মৃতের অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ قال علماؤنا-এই বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ কিতাবে ফারায়েয সংক্রান্ত মাসায়েল হানাফী মাযহাব অনুসারে লিখিত।

تركة-এটি مصدر তবে اسم مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ-متروكة পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

تبذير-পরিমাণের অধিক খরচ করা। যথা–পুরুষের তিনটি কাপড়ের স্থলে ৪টি, স্ত্রীলোকের ৫টির চেয়ে বেশী, বা স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অধিক খরচ করা কিংবা যে ধরণের পোশাক পরিধান করে উক্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেত, তার চেয়ে অধিক মূল্যের বস্ত্র ব্যয় করা।

تقتير-পরিমাণের চেয়ে কম ব্যয় করা যথা-তিন কাপড়ের চেয়ে অল্প বা মৃত ব্যক্তির সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাবার সময়ে ব্যবহৃত পোশাকের চেয়ে কম মূল্যের বস্ত্র ব্যয় করা।

تكفين– (তাকফীন) মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যে পোশাক দেওয়া হয় তাকে কাফন বলে। তা দুই প্রকার ঃ(১) সুন্নাত কাফন বা পুরুষের জন্য কুর্তা, ইযার ও লেফাফা। আর স্ত্রীলোকের জন্য উক্ত কাপড় দেওয়ার পরও উড়না এবং সীনাবন্দ, মোট ৫টি।

(২) জরুরী কাফন বা পুরুষের জন্য দুটি, যথা-ইযার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য ৩টি যথা-ইযার, লেফাফা এবং সীনাবন্দ।

تجهيز–গোসলদাতা, কবর খননকারী, বাঁশ, খলফা ইত্যাদির খরচকে تجهيز বলে।

ورثة– শব্দটি وارث এর বহুবচন অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ।

دين–(দাইন) মৃত ব্যক্তি যদি ঋণী হয় তবে কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর যেহেতু মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর হয়ে যায়, তাই তার উত্তরাধিকারীগণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। সুতরাং মৃতের সম্পদ ব্যয় করে তার জন্য খতম পড়া ও মেহমানী করা জায়েয নয়।

وصية– ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট্যের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা মৃতের কোন অসিয়ত থাকলে তা পূরণ করবে। আর যদি এক তৃতীয়াংশ দ্বারা অসীয়ত পূর্ণ না হয়, তা হলে বালেগ ওয়ারিছগণের অনুমতি সাপেক্ষে তাদের সম্পদ দ্বারা অতিরিক্ত অসিয়ত পূরণ করতে পারবে। তবে তাতে নাবালেগের কোন অংশ থাকতে পারবে না। কিন্তু এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ওয়ারিশগণের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ وَرَثَتِهٖ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ –

অর্থ ঃ অতঃপর অবশিষ্টাংশ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে কুরআন-হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্টন করতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ অসীয়ত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পদ, কুরআন-হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত অনুসারে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

এখানে "হাদীছ" দ্বারা হুযুর (সাঃ) -এর মৌখিক বক্তব্য, কাজ ও অনুমোদন বুঝানো হয়েছে। আর "এজমায়ে উম্মত" দ্বারা একই যুগের মুজতাহিদীন ও মুসলিম গবেষকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বুঝানো হয়েছে। কি পরিমাণ অংশ দ্বারা কার কতটুকু উপকার হবে, তার তত্ত্ব বা রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই আল্লাহ তাআ'লা ফারায়েয বন্টনবিধি বান্দার নিজস্ব মতামত ও জ্ঞানের উপর অর্পণ না করে নিজেই তা জানিয়ে দিয়েছেন।

فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِيْنَ لَهُمْ سِهَامٌ مُّقَدَّرَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا اَبْقَتْهُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْاِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيْعَ الْمَالِ-

ثُمَّ بِالْعَصَبَةِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ وَهُوَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ عَلَى التَّرْتِيْبِ ثُمَّ الرَّدُّ عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ النَّسَبِيَّةِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ ثُمَّ ذَوِى الْاَرْحَامِ-

অর্থ ঃ সেমতে যবিল ফুরুযের মাঝে বন্টন আরম্ভ করবে। যবিল ফুরুয বলা হয়, যাদের নির্দ্ধারিত অংশ কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। তারপর বংশীয় আসাবাগণের মাঝে বন্টন করবে। আসাবা বলা হয়, যবিল ফুরুযের নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ করার পর যারা অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হয়। আর যবিল ফুরূযের অবর্তমানে এককভাবে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হয়। অতঃপর (বংশীয় আসাবা না থাকলে) সববী আসাবার মাঝে বন্টন করবে। সববী আসাবা বলা হয় মুক্তি দানকারী মনীবকে। তারপর মনীবের অবর্তমানে তার আসাবাগণের মাঝে ধারাবাহিকভাবে বন্টন করতে হবে। অতঃপর উক্ত দুই প্রকারের আসাবা বর্তমান না থাকলে, বংশের রক্ত সম্পর্কীয় যবিল ফুরুযের মধ্যে তাদের নির্দ্ধারিত অংশ হিসাবে রদ করবে–অর্থাৎ পুনরায় বাদবাকী অংশটুকু বন্টন করবে। তারপর যবিল আরহাম অর্থাৎ নিকটবর্তী আত্মীয়দের মাঝে বন্টন করবে।

ব্যাখ্যা ঃ সর্বপ্রথম যবিল ফুরূযদের মধ্যে বন্টন কার্য আরম্ভ করবে। যে সকল উত্তরাধিকারীর অংশ কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে তাদেরকেই যবিল ফুরূয বলা হয়। তাদের প্রাপ্য অংশ বন্টনের পর বাকি অংশ মৃতের নিজ বংশের আসাবাগণের মধ্যে বন্টন করবে। যবিল ফুরূয তাদের নির্ধারিত অংশ গ্রহণের পর যারা অবশিষ্টাংশের অধিকারী হবে, তারাই অসাবা। আর যেখানে যবিল ফুরূয স্তরের ওয়ারিছগণ না থাকে, সেখানে অবশিষ্ট সাকুল্য সম্পদের অধিকারীও উক্ত আসাবাই হয়ে থাকে।

اصحاب الفرائض-আসহাবুল ফারায়েয বা যবিল ফুরূয ঐ সকল লোককে বলা হয়, যাদের অংশ কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত, যথা-মাতা-পিতা প্রমুখ।

عصبات-আসাবা দুই প্রকার-(১) عصبه نسبى আসাবায়ে নসবী, (২) عصبه سببى আসাবায়ে সববী। এক্ষেত্রে বংশ বা রক্ত সম্পর্কীত আসাবাগণ অগ্রগণ্য হবে। আসাবায়ে সববী বলা হয় মুক্তিদাতা মনীবকে। কেননা দাস বা গোলাম কোন বস্তুর স্বত্বাধিকারী হতে পারে না। বরং সেও অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য থাকে। কিন্তু যখন তাকে মুক্ত বা আযাদ করে দেওয়া হয়, তখন সে নব জীবন লাভ করে মানুষের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়ে থাকে। তাই উক্ত মনীব জন্মদাতার ন্যায় হয়ে যায়। এজন্যই গোলামের মৃত্যুর পর মনীব তার উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচিত হয়, চাই মুক্তিদাতা বা আযাদকারী স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে থাকুক বা অনিচ্ছায়, কিম্বা মুক্তিদাতা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, সর্বাবস্থায়ই মনীব গোলামের ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার হবে।

ذوى الارحام–যবিল ফুরূয ও আসাবাগণ ব্যতীত অন্য নিকটবর্তীগণকে যবিল আরহাম বলে। যবিল আরহামের

তুলনায় যবিল ফুরূযগণ নিকটতম, তাই যবিল ফুরূযের অংশ আগে বর্ণিত হয়েছে। যবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর যদি যবিল আরহাম বিদ্যমান থাকে, তাহলে যবিল আরহামকে অংশ দেওয়া হবে। যবিল আরহাম না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর উপর রদ করতে হবে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বন্টন করতে হবে।

ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالاَةِ ثُمَّ الْمُقَرُّ لَهُ بِالنَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ بِحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ مِنْ ذٰلِكَ الْغَيْرِ إِذَا مَاتَ الْمُقِرُّ عَلَى إِقْرَارِهِ ثُمَّ الْمُوْصٰى لَهُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ-

অর্থ ঃ তারপর মাওলাল মুওয়ালাত্‌কে অংশ প্রদান করবে। তারপর যাকে মৃত ব্যক্তি নিজ বংশের বলে স্বীকার করেছে অথচ স্বীকারকৃত ব্যক্তির বংশ উক্ত স্বীকারের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এটি ঐ সময় যখন, মৃত ব্যক্তি স্বীকারোক্তির উপর দৃঢ় থেকে মারা যায়। তারপর ঐ ব্যক্তি যার জন্য সম্পূর্ণ সম্পদের অসীয়ত করা হয়েছে। অতঃপর (উল্লিখিত সমুদয় ব্যক্তিবর্গ না থাকলে) বাইতুল মাল তথা জাতীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ مولى الموالاة -যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার নিকট হতে এরূপ অঙ্গীকার নেয় যে, "আমি কাউকে হত্যা করলে তুমি তার কেসাস পরিশোধ করবে। যদি কোন অপরাধ করি তাহলে তুমি তার ক্ষতি-পূরণ দিবে। আর আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার সাকুল্য সম্পদের অধিকারী হবে।" অপর ব্যক্তিটি যদি এই অঙ্গীকারে সম্মত হয়, তবে হানাফী মতানুসারে এ ধরণের চুক্তি বা অঙ্গীকার শুদ্ধ হবে এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিছ বলে গণ্য হবে।

المقرله بالنسب–অন্য বংশের কোন ব্যক্তিকে নিজ বংশের বলে স্বীকৃতি দিলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৪টি শর্ত সাপেক্ষে অংশিদায়িত্বের দাবী করতে পারবে।

১। মৃত ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে নিজ বংশের বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, ইসলামী বিধানানুসারে সে ব্যক্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে। নচেৎ অংশপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হবে।

২। প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত ব্যক্তির বংশ ভিন্ন হতে হবে।

৩। মৃত ব্যক্তি যাকে নিজ বংশের বলে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বংশের নয় বলে স্বীকারোক্তি করতে হবে। তা না হলে উক্ত ব্যক্তি যবিল ফুরূয বা আসাবা বলে গণ্য হবে।

৪। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্বীকৃতিদাতাকে স্বীকারোক্তির উপর দৃঢ় থাকতে হবে। তা না হলে প্রাপকের ওয়ারিছ স্বত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

ثم الموصى له - যে মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ নেই এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজ বংশের বলে দাবীও করে নাই, এমন মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কারো জন্য সম্পূর্ণ মালের অসীয়ত করে থাকে, তবে অসীয়তকৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মালের অধিকারী হবে। আর এ ধরণের কেউ না থাকলে তার সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। অবশ্য যদি স্বামী বা স্ত্রী হতে কেউ বিদ্যমান থাকে তা হলে তার প্রাপ্যাংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তাদের মাঝে রদ করতে হবে।

فَصْلٌ فِى الْمَوَانِعِ

ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক বিষয়সমূহ

اَلْمَانِعُ مِنَ الْاِرْثِ اَرْبَعَةٌ اَلرِّقُّ وَافِرًا كَانَ اَوْنَاقِصًا وَالْقَتْلُ الَّذِى يَتَعَلَّقُ بِهٖ وَجُوْبُ الْقِصَاصِ اَوِالْكَفَّارَةِ وَاخْتِلاَفُ الدِّيْنَيْنِ وَاخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ اِمَّا حَقِيْقَةٌ كَالْحَرْبِىِّ وَالذِّمِّىِّ اَوْحُكْمًا كَالْمُسْتَامِنِ وَالذِّمِّىِّ اَوِ الْحَرْبِيَّيْنِ مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالدَّارُ اِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاِخْتِلاَفِ الْمَنْعَةِ وَالْمَلِكِ لِاِنْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ-

অর্থ ঃ - ওয়ারিছ স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধাদানকারী বিষয় চারটি। প্রথম-দাসত্ব, চাই পূর্ণ দাসত্ব হোক বা আংশিক দাসত্ব হোক। দ্বিতীয়-এমন হত্যা যার কারণে কিসাস বা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। তৃতীয়-ধর্ম ভিন্ন হওয়া অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি এক ধর্মের এবং ওয়ারিছ অন্য ধর্মের হওয়া। চতুর্থ- ভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়া, এটি প্রকৃতার্থেও হতে পারে-যথা হরবী ও যিম্মী অথবা حكمى অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক দেশের হলেও হুকুম অনুসারে পৃথক যথা-মুস্তামিন (নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি) ও যিম্মী, অথবা দুই অমুসলিম দেশের দুই হরবী। শাসক ও সেনাবাহিনী পৃথক পৃথক হলে উভয় দেশকে পৃথক রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হবে। কারণ পরস্পরের মধ্যে নিরাপত্তা না থাকার ভয় রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ فصل فى الموانع- ওয়ারিছ স্বত্বাধিকারী হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করার পর গ্রন্থকার এখন স্বত্বাধিকারী না হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

কোন বস্তু অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারণসমূহ পাওয়ার সাথে তার প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহও দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। مانع-এর বহুবচন موانع অর্থ প্রতিবন্ধক, বাধাদানকারী। ফারায়েযের পরিভাষায় موانع-এমন কতকগুলি কারণ, যেগুলি কোন ব্যক্তির মাঝে পাওয়া গেলে তা ঐ ব্যক্তিকে স্বত্বাধিকার হতে বাধাদান করে। বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় চারটি-

প্রথম- ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী-পূর্ণ হোক বা অসম্পূর্ণ। পূর্ণ ক্রীতদাস বা দাসী যেমন-قن-ক্বিন অর্থাৎ শর্তবিহীন দাস-দাসী। অসম্পূর্ণ ক্রীতদাস বা দাসী, যথা-মুকাতাব, (مكاتب)-মুদাব্বার (مدبر) ও উম্মে-ওয়ালাদ (ام ولد)-তারা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিছ বা মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হতে পারে না। যে ক্রীতদাসকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়ার চুক্তি করা হয়, তাকে মুকাতাব বলে। যে দাস-দাসী মনীবের মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করা হয় তাকে মুদাব্বার বলা হয়। যে দাসীর গর্ভে মনীবের ঔরসজাত সন্তান জন্মে, তাকে উম্মে-ওয়ালাদ বলে। উক্ত উম্মে-ওয়ালাদ মনীবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় –যে হত্যার কারণে কেসাস বা কাফ্ফারা ওয়াজেব হয়, সে হত্যাও ওয়ারিছ স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধাদায়ক। কেসাস অর্থ হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা। হত্যা তিন প্রকার, (১) ইচ্ছাকৃত হত্যা। হত্যাকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে

কোন অস্ত্র বা ধারাল পাথর বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করে তবে ঐ হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বা قتل عمد বলে। (২) ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা قتل شبه عمد-যাতে জীবননাশের ইচ্ছা থাকে। কিন্তু এমন বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যা হাতিয়ার বা অস্ত্রও নয় বা শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছিন্নকারীও নয় যথা-লাঠি, ইট ইত্যাদি। এই ধরণের বস্তু দ্বারা হত্যাকে قتل شبه عمد বলা হয়। (৩) ভুলক্রমে হত্যা قتل خطا- এমন ধরণের হত্যা যাতে কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা থাকে না -যেমন কোন শিকারী শিকারের লক্ষ্যে গুলী ছুড়ায় ভুলবশতঃ কোন লোকের গায়ে লেগে সে মারা গেল। ২য় ও ৩য় প্রকারের হত্যার জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে এইরূপ হত্যাকারী নাবালেগ ও পাগল না হওয়া চাই। কেউ অন্যের জায়গায় গর্ত করলে আর সেই গর্তে পড়ে লোক মারা গেলে এইরূপ হত্যার দ্বারা মিরাছ হতে বঞ্চিত হয় না।

কাফ্ফারার নিয়ম ঃ একটি গোলাম আযাদ করে দেয়া। গোলাম আযাদের ক্ষমতা না থাকলে একাধারে ষাটটি রোযা রাখবে, যার মাঝখানে একটিও ভঙ্গ না হয়।

তৃতীয় – মৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিছের মধ্যে একজন মুসলমান আর অপরজন অমুসলমান হলে এ-ও ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক। তবে যদি ইসলামী বিচারালয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়, তবে তাদের পরস্পর ওয়ারিছ স্বত্ব বৈধ বলে গণ্য করা হবে। কারণ الكفر ملة واحدة–খোদাদ্রোহী সকল ধর্ম মূলতঃ এক।

(ক) মুরতাদ, মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না। কিন্তু মুসলমান ব্যক্তি মুরতাদের ঐ মালে ওয়ারিছ হবে যা মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান থাকাবস্থায় অর্জন করেছে। আর মুরতাদ অবস্থায় যা অর্জন করেছে তা মুসলমানদের জন্য فئ–অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ।

(খ) মৃত্যুর সময় জানা না থাকলে পানিতে ডুবন্ত, অগ্নিতে বিদগ্ধ, দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারীদের মধ্যেও একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না, মৃত্যুর সময় (পূর্বে বা পরে) জানা না থাকার কারণে।

(গ) ওয়ারিছ অজ্ঞাত থাকা যথা-কোন মহিলা স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের সাথে অন্য সন্তানকেও দুধপান করিয়ে মারা গেলে, এখন নিজ ছেলে ও অন্য ছেলের পরিচয় সম্ভব না হলে ঐ মহিলার সম্পদ দুই ছেলের কারো মধ্যে বন্টন করা যাবে না।

(ঘ) নবী হওয়াও ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক। নবী যেমন কারো ওয়ারিছ হন না, তেমনি অন্য কেউও নবীর সম্পদের ওয়ারিছ হয় না।

لقوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لانرث ولا نورث

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুরতাদ অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান কিভাবে তার ওয়ারিশ হতে পারে?

উত্তর– মুরতাদ হওয়া মৃত্যুর ন্যায়, কেননা মুরতাদ হলে তাকে কতল করা ওয়াজেব। তবে তিন দিনের সুযোগ দেওয়া মুস্তাহাব। তাই উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ায় সে যেন মারা গেল। মৃতের ওয়ারিছ হওয়া অমুসলমানের ওয়ারিছ হওয়া প্রতিপন্ন (لازم) করে না।

(ঙ) কেউ কেউ لعان কেও ওয়ারিশ স্বত্বে বাধাদায়ক সাব্যস্থ করেছেন।

চতুর্থ– দেশ ভিন্ন হওয়া। মুসলমানের বেলায় মৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিছ ভিন্ন দেশে হওয়া বা দূরত্বে অবস্থান ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক নয়। ভিন্ন দেশ হওয়ার শর্ত শুধু অমুসলমানের বেলায় প্রযোজ্য, তা–ও ঐ সময় যখন দুই দেশের মাঝে পারস্পরিক আপোষ-নিষ্পত্তি বা নিরাপত্তামূলক চুক্তি না থাকে। যদি আপোষ ও নিরাপত্তার চুক্তি থাকে তবে ওয়ারিছ স্বত্বে বাধাদায়ক হবে না।

باب معرفة الفروض ومستحقيها

অংশ পরিচিতি ও তার অধিকারীগণ

اَلْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى سِتَّةٌ اَلنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ عَلَى التَّضْعِيْفِ وَ التَّنْصِيْفِ وَاَصْحَابُ هٰذِهِ السِّهَامِ اِثْنَا عَشَرَ نَفَرًا اَرْبَعَةٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَهُمُ الْاَبُ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ وَهُوَ اَبُ الْاَبِ وَاِنْ عَلَا وَالْاَخُ لِاُمٍّ وَالزَّوْجُ وَثَمَانٍ مِنَ النِّسَاءِ وَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْاِبْنِ وَاِنْ سُفِلَتْ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَالْاُخْتُ لِاُمٍّ وَالْاُمُّ وَالْجَدَّةُ الصَّحِيْحَةُ وَهِىَ الَّتِىْ لَايَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهَا اِلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ-

অংশ পরিচিতি এবং অধিকারীদের সম্পর্কে আলোচনা

কুরআন করীমের মধ্যে উল্লিখিত নির্ধারিত অংশসমূহের সংখ্যা ছয়টি। $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক), $\frac{১}{৪}$ (এক চতুর্থাংশ), $\frac{১}{৮}$ (এক অষ্টমাংশ), $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ), $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ), $\frac{১}{৬}$ (এক ষষ্ঠাংশ)। এই ছয়টি অংশের পরস্পরের মধ্যে দ্বিগুণ ও অর্ধেকের সম্পর্ক। যথা- $\frac{১}{২}$ এর অর্ধেক $\frac{১}{৪}$, তার অর্ধেক $\frac{১}{৮}$। আবার $\frac{১}{৮}$ এর দ্বিগুণ $\frac{১}{৪}$, আর তার দ্বিগুণ $\frac{১}{২}$।

অনুরূপ $\frac{২}{৩}$ এর অর্ধেক $\frac{১}{৩}$, তার অর্ধেক $\frac{১}{৬}$, এর দ্বিগূণ $\frac{১}{৩}$ এর দ্বিগুণ $\frac{২}{৩}$। উক্ত ছয়টি অংশের অধিকারী হয় বারজন। তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ। যথা (১) পিতা (২) দাদা–অর্থাৎ পিতার পিতা ও তদুর্দ্ধতন ব্যক্তিবর্গ। (৩) বৈপিত্রেয় ভাই। (৪) স্বামী।

স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে ৮ জন। (১) স্ত্রী (২) কন্যা (৩) পুত্রের কন্যা-যত নিম্নেই হোক না কেন (৪) সহোদরা ভগ্নি (৫) বৈমাত্রেয় ভগ্নি (৬) বৈপিত্রেয় ভগ্নি (৭) মাতা (৮) প্রকৃত দাদী–অর্থাৎ ঐ দাদী যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে নানা মধ্যস্থ না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

باب معرفة الفروض–মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হতে ৪জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয়। উক্ত বারজনকে যবিল ফুরুয বা নির্দ্ধারিত অংশীদার বলা হয়। যবিল ফুরূযগণ

আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়, যাদের উপর রদ তথা পুনর্বন্টন হয়, আবার কোন কোন সময় আসাবাও হয়। (২) রক্ত সম্পর্কহীন-যাদের উপর রদ হয় না।

جد صحيح–মৃতের দাদা ও তদূর্ধ ব্যক্তিগণকে জাদ্দে সহীহ বলা হয়। তারা যবিল ফুরুযের মধ্যে গণ্য। মৃত ব্যক্তির সাথে যে দাদার সম্পর্ক স্থাপনে কোন মহিলা মধ্যস্থ না হয় তাকে جد صحيح বলে। যথা-পিতার পিতা বা তার পিতা যতই উর্দ্ধে হোক না কেন।

جده صحيحه –মৃত ব্যক্তির সাথে যে দাদীর সম্বন্ধ স্থাপনে নানা মধ্যস্থ না হয়। এ ধরণের দাদীর দুটি ধারা আছে। যথা (ক) পিতার মাতা, দাদার মাতা এভাবে যত উর্দ্ধেই হোক না কেন। (খ) মাতার মাতা, নানীর মাতা যত উর্দ্ধে হোক না কেন। উক্ত উভয় স্তরই যবিল ফুরুযের অন্তর্ভূক্ত। মৃত ব্যক্তির সাথে দাদার সম্পর্ক স্থাপনে যদি কোন নারী মধ্যস্থ হয়, তবে তাকে جد فاسد বলে। যথা-দাদার মাতার পিতা ও তদূর্ধে। মাতার পিতা ও তদূর্ধে। উক্ত ব্যক্তিবর্গ যবিল ফুরূযের অন্তর্ভূক্ত নয়।

সহোদর ভাই-বোনকে আইনী ভাই-বোন বলে, বৈপিত্রেয় ভাই-বোনকে আখয়াফী ভাই-বোন বলে। বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকে আল্লাতী ভাই-বোন বলে। ঔরসজাত মেয়েকে بنات الصلب এবং পুত্রের মেয়েকে بنات الابن বলে।

اَمَّاالْاَبُ فَلَهٗ اَحْوَالٌ ثَلٰثٌ اَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ السُّدُسُ وَذٰلِكَ مَعَ الْاِبْنِ اَوْ اِبْنِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفُلَ وَالْفَرْضُ وَالتَّعْصِيْبُ مَعًا وَذٰلِكَ مَعَ الْاِبْنَةِ اَوْ اِبْنَةِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَتْ وَالتَّعْصِيْبُ الْمَحْضُ وَذٰلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ كَالْاَبِ اِلَّا فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلِ وَسَنَذْكُرُهَا فِىْ مَوَاضِعِهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْاَبِ لِاَنَّ الْاَبَ اَصْلٌ فِىْ قَرَابَةِ الْجَدِّ اِلَى الْمَيِّتِ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ هُوَ الَّذِىْ لَاتَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْمَيِّتِ اُمٌّ-

অর্থ ঃ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে পিতার তিন অবস্থা।

১। সাধারণ অংশ অর্থাৎ $\frac{১}{৬}$ এক ষষ্ঠাংশ। মৃত ব্যক্তির পুত্র-পৌত্র ও তৎনিম্নের লোক থাকা অবস্থায় পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

২। যবিল ফুরূয ও আসাবা উভয় হিসেবে অংশ পাবে, যখন মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যা বা তৎনিম্নের বংশধর থাকে।

৩। শুধু অসাবা হিসেবে অংশ পাবে। যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি বা অধঃস্তনের কেউ না থাকে।

দাদা পিতার ন্যায়। কিন্তু চারটি মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে। উক্ত ৪টি মাসআলা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব ইনশা-আল্লাহ। পিতা বর্তমানে থাকলে দাদা বঞ্চিত হয়। কেননা আত্মীয়তার দিক দিয়ে পিতার সম্পর্ক মৌলিক। জাদ্দে সহীহ ঐ ব্যক্তি যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থাপনে মাতা মধ্যস্থ না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের বংশধর বর্তমান থাকলে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। নিম্নের বংশধর থাকলে শুধু যবিল ফুরূয হয়, আসাবা হয় না। তাই এ অংশকে فرض مطلق অর্থাৎ সাধারণ অংশ বলে।

১। فرض مطلق (সাধারণ অংশ)

মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু) ৬

পিতা	পুত্র বা পৌত্র
$\frac{১}{৬}$	$\frac{৫}{৬}$

২। فرض مع التعصيب (যাবিল ফুরূয ও আসাবা হিসেবে)

মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

পিতা	কন্যা বা পুত্রের কন্যা ১ জন
$\frac{১}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৬}$

এখানে পিতা যবিল ফুরূয হিসেবে পায় $\frac{১}{৬}$ অংশ

আর কন্যা যবিল ফুরূয হিসেবে পায় $\frac{৩}{৬}$

অতএব, মোট সম্পত্তির বন্টন হয় $\frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} = \frac{১ + ৩}{৬} = \frac{৪}{৬}$ অংশ

মোট সম্পত্তি থেকে বাকি থাকে $১ - \frac{৪}{৬} = \frac{৬-৪}{৬} = \frac{২}{৬}$ অংশ

এই $\frac{২}{৬}$ অংশ পিতা আসাবা হিসেবে পাবে।

অতএব পিতার অংশ হবে – $\frac{১}{৬} + \frac{২}{৬} = \frac{১ + ২}{৬} = \frac{৩}{৬}$

পিতা পায় $\frac{৩}{৬} = \frac{১}{২}$, কন্যা পায় $\frac{৩}{৬} = \frac{১}{২}$ ।

৩। عصبة محض শুধু আসাবা হিসাবে

মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু)–৩

পিতা	মাতা
$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু)–৪

পিতা	স্ত্রী
$\frac{৩}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

الجد الصحيح -পিতার অবর্তমানে দাদা জীবিত থাকলে পিতার ন্যায় এখানেও **তিন অবস্থা, কিন্তু** চারটি মাসআলায় পিতার ন্যায় হবে না।

১। মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

দাদা	পুত্র বা পৌত্র
১/৬	৫/৬

২। মৃত ব্যক্তি — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

দাদা	কন্যা বা পুত্রের কন্যা ১ জন
১/৬ + ২/৬ (আসাবা হিসাবে) = ৩/৬	৩/৬ (১/২)

৩। মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৩

দাদা	মাতা
২/৩	১/৩

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

দাদা	দাদী
৫/৬	১/৬

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৪

দাদা	স্ত্রী
৩/৪	১/৪

দাদার বেলায় ৪টি ব্যতিক্রম মাসআলা–

১। মৃতা হিন্দ — মাসআলা (ল.সা. গু)–২

দাদী	পিতা	স্বামী
বঞ্চিতা	১/২	১/২

মৃতা হিন্দ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

দাদী	দাদা	স্বামী
১/৬	২/৬	৩/৬

২। মৃতা হিন্দ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

পিতা	মাতা	স্বামী
২/৬	১/৬	৩/৬ (১/২)

মৃতা হিন্দ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

মাতা	দাদা	স্বামী
২/৬	১/৬	৩/৬

(ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ)–এর মতে) অর্থাৎ পুরো সম্পত্তি পিতা পাবে।

৩। মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

বোন	পিতা
বঞ্চিতা	১

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

বোন	দাদা
বঞ্চিতা	১

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর মতে

অর্থাৎ দাদা তার অংশের পরে আসাবা হিসাবে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হবে।

মৃত হিন্দ — মাসআলা (ল.সা. গু)–২

ভাই	দাদা
১/২	১/২

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর নিকট

৪। মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

ইবনে মু' তাক	আবুল মু 'তাক
৫/৬	১/৬

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

ইবনে মু'তাক	জাদ্দে মু'তাক
১	বঞ্চিত

ইমাম আবু ইউসুফের নিকট

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

ইবনুল মু'তাক	আবুল মু'তাক
১	বঞ্চিত

মৃত রশীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

ইবনুল মু'তাক	জাদ্দে মু'তাক
১	বঞ্চিত

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর নিকট

وَاَمَّا لِاَوْلَادِ الْاُمِّ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ اَلسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَالثُّلُثُ لِلْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا
ذُكُوْرُهُمْ وَاِنَاثُهُمْ فِى الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ وَيَسْقُطُوْنَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ
الْاِبْنِ وَاِنْ سَفَلَ وَبِالْاَبِ وَالْجَدِّ بِالْاِتِّفَاقِ وَاَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ اَلنِّصْفُ عِنْدَ
عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفَلَ وَالرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفَلَ

অর্থ ঃ- বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ৩ অবস্থা ঃ-

১। শুধু একজন থাকলে ১/৬ অংশ পাবে।

২। দুই বা ততোধিক থাকলে ১/৩ অংশ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অংশপ্রাপ্তি ও বন্টনের ব্যাপারে সমান অধিকারী।

৩। মৃতের সন্তানাদি ও তৎনিম্নের সন্তানাদি এবং পিতা ও দাদা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে বাদ পড়ে যাবে।

স্বামীর ২ অবস্থা ঃ-

১। মৃত ব্যক্তির সন্তান বা তৎনিম্নের কেউ বর্তমান না থাকলে স্বামী পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

২। মৃত ব্যক্তির সন্তান বা তৎনিম্নের কেউ বর্তমান থাকলে সমুদয় সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ اولاد ام –শব্দটি দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়, আর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা অংশ প্রাপ্তির দিক দিয়ে উভয়ই সমান হওয়ার কারণে লেখক اخ لام না বলে اولادام -বলেছেন।

বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের তিন অবস্থা ঃ

প্রথম ঃ একজন হলে $\frac{১}{৬}$ অংশ আর দুই বা ততোধিক হলে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পিতা, দাদা ও সন্তানাদি যত নিম্নেই হোক না কেন তাদের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে যায়। ফারায়েযের বিধানানুসারে মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতাকৃত ব্যক্তি ওয়ারিছ হতে পারে না। সেই অনুসারে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মাতার বর্তমানে ওয়ারিশ না হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অংশীদারিত্ব কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই তা উপরোক্ত বিধানের ব্যতিক্রম বলে মনে করতে হবে।

১। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একজন	চাচা
$\frac{১}{৬}$	$\frac{৫}{৬}$

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৬

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একজন	সহোদর ভাই
$\frac{১}{৬}$	$\frac{৫}{৬}$

২। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৩

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ২জন	চাচা
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–৩

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ৪জন	সহোদর ভাই
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

৩। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	পুত্র বা পৌত্র
বঞ্চিত	১

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–২

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	কন্যা	চাচা
বঞ্চিত	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

৪। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	পিতা
বঞ্চিত	১

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা. গু)–১

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	দাদা
বঞ্চিত	১

স্বামীর দুই অবস্থা ঃ

১। স্ত্রীর পুত্র বা কন্যা না থাকলে স্বামী $\frac{১}{২}$ অর্ধেক অংশ পাবে।

২। স্ত্রীর পুত্র বা কন্যা বা পুত্রের পুত্র বা তৎনিম্নে কেউ থাকলে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

১। মৃতা — মাসআলা (ল.সা. গু)–২

পিতা	স্বামী
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

২। মৃতা সালমা — মাসআলা (ল.সা. গু)–৪

পুত্র	স্বামী
$\frac{৩}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

মৃতা সালমা — মাসআলা (ল.সা. গু)–৪

পুত্রের পুত্র	স্বামী
$\frac{৩}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

প্রকাশ থাকে যে, পুত্র কন্যা পূর্ব স্বামীর পক্ষের হোক বা বর্তমান স্বামীর পক্ষের হোক, সকলের জন্য একই বিধান।

فصل فى النساء

স্ত্রীলোকের ওয়ারিছ স্বত্বের বিবরণ

اَمَّا لِلزَّوْجَاتِ فَحَالَتَانِ اَلرُّبُعُ لِلْوَاحِدَةِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَاَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْاِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ-

অর্থ ঃ স্ত্রীদের দুই অবস্থা ঃ

১। স্ত্রী এক বা একাধিক যা-ই হোক মৃতের (স্বামীর) সন্তান বা পুত্রের সন্তান কিংবা তৎনিম্নের কেউ না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

২। মৃতের (স্বামীর) সন্তান বা পুত্রের সন্তান কিংবা তৎ নিম্নের কেউ থাকলে স্ত্রী এক বা একাধিক হোক, সর্বাবস্থায় $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে।

بنات الصلب অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যার ৩ অবস্থা।

১। এক কন্যা হলে সমুদয় সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) অংশ পাবে।

২। কন্যা দুই বা ততোধিক হলে $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ) অংশ পাবে।

৩। কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে, তবে দুই কন্যার সমান এক পুত্র পাবে এবং পুত্র কন্যাকে আসাবা عصبه করে দিবে।

ব্যাখ্যা ঃ الزوجات - একজন পুরুষের জন্য একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী থাকা জায়েয। তাই গ্রন্থকার زوجات শব্দটি বহুবচনাকারে ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছেন যে, স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক, উভয় অবস্থাতে একই অংশ পাবে।

পক্ষান্তরে একজন স্ত্রীলোক একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। তাই زوج শব্দটি একবচনে ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় بنات দ্বারা নিজের কন্যা, পুত্রের কন্যা ও অধঃস্থন সবাইকে বুঝায়। তাই গ্রন্থকার মৃতের ঔরসজাত কন্যা বুঝাবার জন্য উক্ত শব্দের সাথে الصلب। শব্দটি সংযোজন করেছেন, যাতে নিজ কন্যা ও পুত্রের কন্যার মাঝে পার্থক্য হয়।

স্ত্রীর দুই অবস্থা ঃ

১। মৃত ব্যক্তির (স্বামীর) পুত্র বা পৌত্র ও অধঃস্থন সন্তান থাকলে স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবে।

২। মৃতের (স্বামীর) সন্তান, পৌত্র বা অধঃস্থন সন্তান না থাকলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবে, যথা-

১। মৃত রশীদ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৮

পুত্র	স্ত্রী
৭/৮	১/৮

২। মৃত রশীদ — মাসআলা (ল. সা. গু.)-৪

পিতা	স্ত্রী
৩/৪	১/৪

ঔরসজাত কন্যার তিন অবস্থা ঃ-

১। একজন কন্যা হলে সমুদয় সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে।

২। দুই বা ততোধিক কন্যা হলে সমুদয় সম্পত্তির ২/৩ দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩। যদি কন্যার সাথে পুত্র সন্তান থাকে, তবে পুত্রের কারণে কন্যা আসাবা হয়ে যাবে। যথা-

১। মৃত শহীদ — মাসআলা ল. সা. গু -২

পিতা	এক কন্যা
১/২	১/২

২। মৃত শহীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)-৩

পিতা	দুই কন্যা
১/৩	২/৩

৩। মৃত শহীদ — মাসআলা (ল.সা. গু)-৩

পুত্র	কন্যা
২/৩	১/৩

وَبَنَاتُ الْاِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ وَلَهُنَّ اَحْوَالٌ سِتٌّ اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَايَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَتَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِحَذَائِهِنَّ اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِىْ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَيَسْقُطْنَ بِالْاِبْنِ-

অর্থ ঃ পুত্রের কন্যাগণ স্বীয় ঔরসজাত কন্যাগণের মতই, তবে তাদের ৬টি অবস্থা।

১। (মৃত ব্যক্তির কন্যা না থাকাকালীন) পুত্রের কন্যা একজন থাকলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

২। (মৃতের কন্যা না থাকাকালীন) পুত্রের কন্যা দুই বা ততোধিক থাকলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।

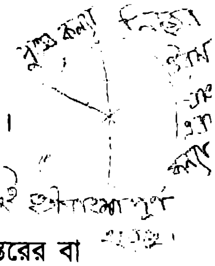

৩। মৃতের এক কন্যা থাকাকালীন পুত্রের কন্যাগণ $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবার জন্য ।

৪। মৃতের দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে পুত্রের কন্যাগণ ওয়ারিশ হবে না।

৫। কিন্তু যদি পুত্রের কন্যার সাথে পুত্রের পুত্র বা পৌত্রের পুত্র থাকে, তবে সেই পুত্র, তার সমস্তরের বা উপরের স্তরের মেয়েদেরকে আসাবা করে দিবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ মৃতের কন্যাদের অংশ নেওয়ার পর ل পুত্রের জন্য মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বন্টন করা হবে।

৬। পুত্র বর্তমানে থাকলে পুত্রের কন্যারা বঞ্চিতা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ بنات الابن- পুত্রের কন্যাদের অবস্থা মৃতের নিজের কন্যাদের মতই অর্থাৎ একজন হলে $\frac{১}{২}$, অংশ। দুই বা ততোধিক হলে $\frac{২}{৩}$, অংশ। আর কন্যার সাথে পুত্র থাকলে এক কন্যার দ্বিগুণ এক পুত্র পাবে। মৃতের এক কন্যার সাথে পুত্রের কন্যারা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। কেননা হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন-কন্যাদের অংশ দুই তৃতীয়াংশের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই মৃতের দুই কন্যা থাকলে পুত্রের কন্যারা বঞ্চিতা হবে। আর মৃতের পুত্র সন্তান থাকলে পুত্রের কন্যারা বঞ্চিতা হবে।

প্রত্যেকের অবস্থা অনুসারে নিম্নে মাসআলা প্রদত্ত হল-

১। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–২	
পুত্রের কন্যা	চাচা
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

২। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৩	
পুত্রের কন্যা ২জন	চাচা
$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

৩। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৬		
পুত্রের কন্যা	কন্যা	চাচা
$\frac{১}{৬}$	$\frac{৩}{৬} = \frac{১}{২}$	$\frac{২}{৬}$

এখানে পুত্রের কন্যাসহ কন্যাদের অংশ ثلثان (দুই সুলুছ) $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ) পূর্ণ করা হয়েছে।

পুত্রের কন্যা–$\frac{১}{৬}$ + কন্যা $\frac{১}{২}$ বা $\frac{৩}{৬}$ ।এ দুটি অংশ যোগ করলে $\frac{১}{৬} + \frac{৩}{৬} = \frac{১+৩}{৬} = \frac{৪}{৬} = \frac{২}{৩}$ (দুই

তৃতীয়াংশ) বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে চাচা $\frac{২}{৬} = \frac{১}{৩}$ অংশ। অতএব পুত্রের কন্যা $\frac{১}{৬}$ কন্যা $\frac{১}{২}$ চাচা $\frac{২}{৬} =$ অংশ।

৪। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

কন্যা ২জন	পুত্রের কন্যা	চাচা
$\frac{২}{৩}$	বঞ্চিতা	$\frac{১}{৩}$

৫। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

কন্যা	পুত্রের কন্যা	পৌত্র
$\frac{৩}{৬} / \frac{১}{২}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৬} / \frac{১}{৩}$

৬। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৬× ৩

কন্যা ২জন	পুত্রের কন্যা	প্রপৌত্র
$\frac{৪×৩}{৬×৩} = \frac{১২}{১৮}$	$\frac{১×৩}{৬×৩} = \frac{৩}{১৮}$	$\frac{১×৩}{৬×৩} = \frac{৩}{১৮}$

৭। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–১

পুত্রের কন্যা	পুত্র
বঞ্চিতা	১

৮। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–১

পুত্র	পৌত্র	প্রপৌত্র
১	বঞ্চিত	বঞ্চিতা

وَلَوْتَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلٰثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنٍ
اٰخَرَ بَعْضُهُنَّ اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلٰثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ اٰخَرَ بَعْضُهُنَّ
اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

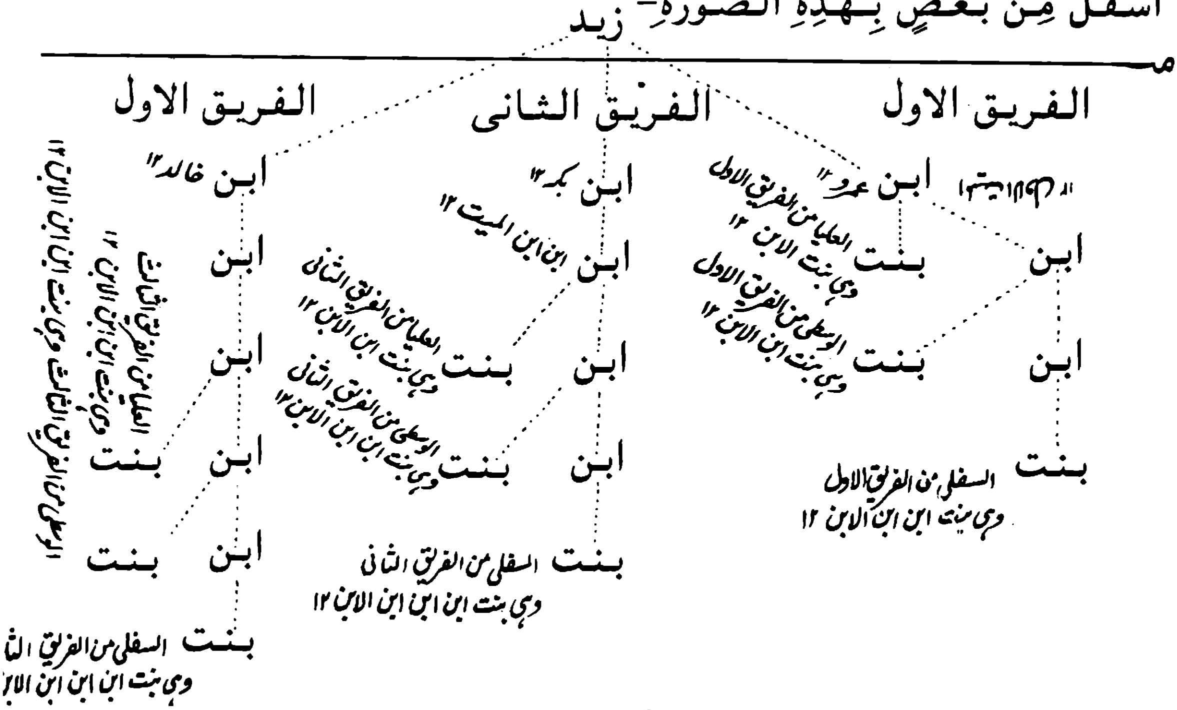

অর্থ ঃ - যদি কোন ব্যক্তি ১ম পুত্রের এমন তিনটি কন্যা রেখে মারা যায় যারা একে অপরের নিম্নস্তরের এবং দ্বিতীয় পুত্রের পুত্রের অর্থাৎ পৌত্রের এমন তিনটি কন্যা রেখে যায় যারা একে অপরের চেয়ে নিম্নস্তরের এবং তৃতীয় পুত্রের পৌত্রেরও এমনিভাবেই তিনটি কন্যা রেখে মারা যায় যারা একে অন্যের নিম্নস্তরের।

এই তিন পুত্রের তিন দল লোকের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

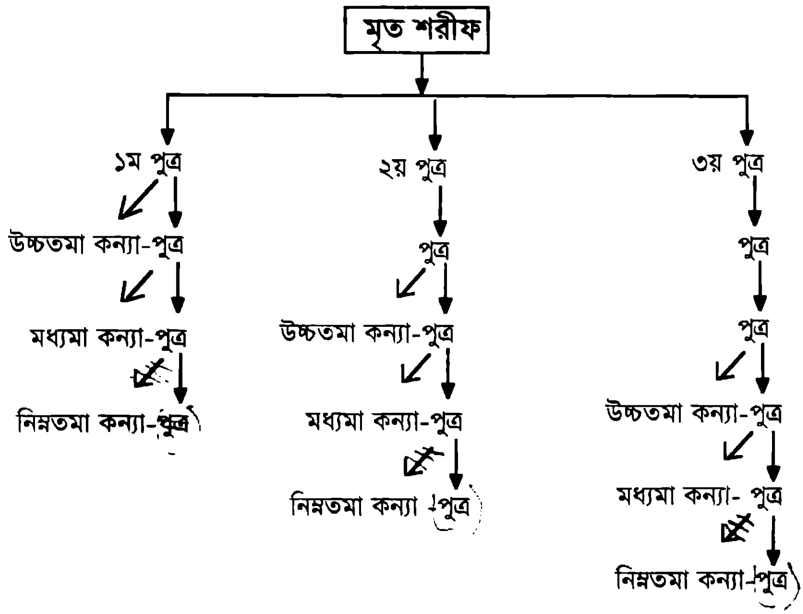

اَلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ لَا يُوَازِيْهَا اَحَدٌ وَالْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ تُوَازِيْهَا
اَلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ تُوَازِيْهَا الْوُسْطٰى مِنَ
الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ وَالْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ
تُوَازِيْهَا الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ - وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ لَا
يُوَازِيْهَا اَحَدٌ اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ لِلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ اَلنِّصْفُ وَلِلْوُسْطٰى
مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ مَعَ مَنْ يُّوَازِيْهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِّلثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَيَاتِ
اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ وَمَنْ كَانَتْ فَوْقَهُ مِمَّنْ
لَّمْ تَكُنْ ذَاتَ سَهْمٍ وَيَسْقُطُ مَنْ دُوْنَهُ-

অর্থ ঃ- প্রথম দলের উচ্চতমা কন্যার (সমান স্তরের) প্রতিদ্বন্দ্বী কেউই নয়। প্রথম দলের মধ্যমা কন্যার সমান স্তরে দ্বিতীয় দলের উচ্চতমা কন্যা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। প্রথম দলের নিম্নতমা কন্যার সমান স্তরে দ্বিতীয় দলের মধ্যমা কন্যা এবং তৃতীয় দলের উচ্চতমা কন্যা-এই দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। দ্বিতীয় দলের নিম্নতমা কন্যার সমান স্তরে তৃতীয় দলের মধ্যমা কন্যা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। তৃতীয় দলের নিম্নতমা কন্যার সমান স্তরে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

যখন তুমি এই নক্সা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হলে তখন আমি বলব ১ম দলের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রৌত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। ২য় দলের ১ম কন্যা, ১ম দলের দ্বিতীয়া কন্যার সাথে সম্মিলিতভাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবার জন্য। নিম্নস্তরের সকলেই বঞ্চিতা। কিন্তু যদি নিম্নস্তরের মেয়েদের সাথে ছেলে থাকে, তবে ছেলে তার সমান স্তরের মেয়েদেরকে আসাবা করে দিবে। অথবা যদি আরও নিম্নস্তরে ছেলে থাকে, তবে ছেলে তার সমান স্তরের মেয়েদেরকে ও তার উপরের স্তরের মেয়েদেরকে আসাবা বানাবে এবং সেই ছেলের নিম্নের স্তরের মেয়েরা বাদ পড়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ কিতাবের নক্সা অনুযায়ী যদি যায়েদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর সময় তার পুত্র পৌত্র কেউই জীবিত না থাকে কেবলমাত্র নাত্নিগণ জীবিত থাকে, তা হলে ১ম দলের প্রথমা নাত্নিকে মেয়েদের ১ম কন্যা ধরা হবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর প্রথম দলের দ্বিতীয়া কন্যা এবং দ্বিতীয়া দলের ১ম কন্যাকে মৃতের পুত্রের কন্যা ধরা হবে এবং তারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে $\frac{১}{২}$ অর্ধেকের সঙ্গে $\frac{১}{৬}$ অংশ যোগ হয়ে মোট $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ যবিল ফুরুয হিসাবে পূর্ণ হয়। যেহেতু যবিল ফুরুয হিসাবে মেয়ের অংশ $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশের বেশী হয় না, এ জন্য নিম্নের অন্যান্য নাত্নিগণ বঞ্চিতা হবে। কিন্তু যদি তাদের সাথে প্রপৌত্রও থাকে, তবে সেই প্রপৌত্রের কারণে তার সমান স্তরের নাত্নিগণও পাবে। আর যদি আরও নিম্নস্তরের পৌত্র থাকে, তবে সেই পৌত্রের কারণেও তার সমান স্তরের নাত্নিগণ এবং তার উপরের স্তরের নাত্নিগণও অংশীদার হবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি নক্সা প্রদত্ত হল।

মৃত যায়েদ	মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ রদ–৪ তাসহীহ–৮			
	নাত্নি	পুত্রের নাত্নি	পুত্রের নাত্নি	নাত্নির নাত্নি
	$\frac{৩}{৬}$	১		বঞ্চিতা
		১	১	

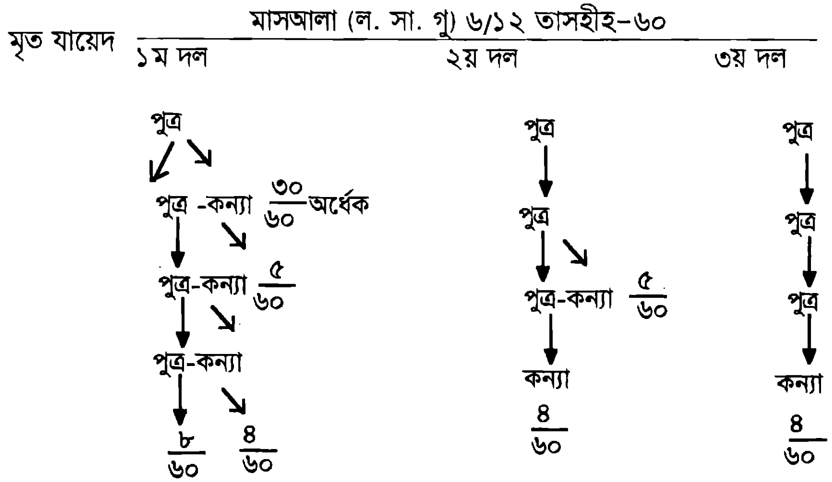

উক্ত নক্সার ১ম দলের প্রথমা নাত্নিকে প্রথমা কন্যা ধরা হবে। অতএব সে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। ১ম দলের দ্বিতীয় প্রপৌত্রী ও দ্বিতীয় দলের প্রথমা প্রপৌত্রীকে ২য় স্তরের পুত্রের কন্যা ধরে যবিল ফুরুয় হিসাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ দেওয়া হবে। তার পরের স্তরের পুত্র ও কন্যাগণ আসাবা হিসাবে-কন্যার দ্বিগুণ পুত্র পাবে বলে সেই হিসেবে ল. সা. গু ৬০ ধরে প্রথমা কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ ৩০ পেল। ২য় স্তরের দুই মেয়ে ৫ করে মোট ১০ পেল। আর ৩য় স্তরের পুত্র ও কন্যাগণ আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট ২০ হতে কন্যাগণ প্রত্যেকে ৪ করে ১২ পেল, আর পুত্র দ্বিগুণ হিসেবে ৮ পেল।

মৃত শরীফ	মাসআলা (ল. সা. গু)–৬× ২		তাসহীহ-১২	তাসহীহ-১২×৩	তাসহীহ-৩৬
	পুত্রের কন্যা	, পৌত্রের কন্যা ২ জন	পৌত্রের পৌত্র	পৌত্রের নাত্নি	পুত্রের পৌত্রের নাত্নি
			৮	৪	
	৩/৬/১৮	১/২/৬			বঞ্চিতা

প্রথম ল. সা. গু ধরা হল ৬। তার অর্ধেক ৩ পেল পুত্রের কন্যা (নাত্নি)। আর $\frac{১}{৬}$ অংশ ১ পেল পৌত্রের কন্যা বা পুত্রের নাত্নি-২জন। দুই জনের মধ্যে ১ বন্টন না হওয়াতে ল. সা. গুকে ২ দিয়ে গুণ করে ১২ করা হল। ঐ ১২ হতে নাত্নি পেল ৬ আর পুত্রের নাত্নিদ্বয় এক এক করে ২ পেল। মোট ৬ + ২ = ৮। যবিল ফুরূয হিসাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ হল। বাকি $\frac{১}{৩}$ অংশ-৪, পৌত্রের পুত্র ও কন্যা পেল। অবশিষ্ট ৪, নাতি ও নাত্নির মধ্যে ভাগ করা যায় না বলে তাদের লোক সংখ্যা (নাতি ২ + নাত্নি ১ = মোট) ৩ দিয়ে ১২ কে গুণ করে তাসহীহ ল. সা. গু ৩৬ করা হল। পরে ১ম অংশ ৬ × ৩ = ১৮। ২য় অংশ ২ × ৩ = ৬ এবং ৩য় অংশ ৪ × ৩ =১২ হল। সেই ১২ হতে পৌত্রের পৌত্র পেল ২ × ৪=৮। আর পৌত্রে নাত্নি ১ × ৪ = ৪ পেল।

وَاَمَّا لِلْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَّاُمٍّ فَاَحْوَالٌ خَمْسٌ اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْاَخِ لِاَبٍ وَّاُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يَصِرْنَ بِهٖ عَصَبَةً لِاِسْتِوَائِهِمْ فِى الْقَرَابَةِ اِلَى الْمَيِّتِ وَلَهُنَّ الْبَاقِىْ مَعَ الْبَنَاتِ اَوْبَنَاتِ الْاِبْنِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِجْعَلُو الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً-

সহোদরা ভগ্নীর ওয়ারিশ স্বত্ব সংক্রান্ত বর্ণনা

অর্থ ঃ সহোদরা ভগ্নীদের পাঁচ অবস্থা ঃ

১। একজন হলে $\frac{১}{২}$ বা অর্ধাংশ পাবে।

২। দুই বা ততোধিক থাকলে $\frac{২}{৩}$ বা দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩। সহোদরা বোনদের সাথে সমান স্তরে আপন ভাই থাকলে ভাইয়ের কারণে তারা আসাবা হয়ে যাবে। অর্থাৎ-এক ভাই দুই বোনের সমান পাবে, মৃতের সাথে সম্বন্ধ হওয়ার দিক দিয়ে সমান হওয়ার কারণে।

৪। মৃতের কন্যা বা মৃতের পুত্রের কন্যার সাথে তারা আসাবা হয়ে যাবে, কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন "তোমরা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও"।

৫। সহোদরা বোন মৃতের পুত্র, পৌত্র বা তার অধঃস্তনদের সাথেও পিতার বর্তমানে বঞ্চিতা হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নিকট দাদার বর্তমানেও বঞ্চিতা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ সহোদরা বোনের ৫ম অবস্থা এই স্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। ৫ম অবস্থা বৈমাত্রেয় ভগ্নীদের ৭ম অবস্থার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল এই ঃ পুত্র বা পুত্রের পুত্র তার অধঃস্তনদের সাথে পিতা ও দাদার বর্তমানে বঞ্চিতা হবে। ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট দাদার বর্তমানে বোন বঞ্চিতা, আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)–এর মতে দাদার বর্তমানে বঞ্চিতা নয়, দাদা এক ভাইয়ের সমান অংশ পাবে। ইমাম আযম (রঃ)-এর মতানুসারেই ফতোয়া।

বোনদের অবস্থাসমূহের মাসআলা ঃ

১। মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–২

চাচা	সহোদরা ভগ্নী ১জন
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

২। মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

চাচা	সহোদরা ভগ্নী ২জন
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

৩। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

সহোদরা ভাই	সহোদরা বোন
$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

সহোদরা বোনের সাথে সহোদর ভাই থাকলে "বোনের দ্বিগুণ পাবে ভাই" এই বিধান অনুসারে বন্টন হবে।

৪। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

কন্যা	পুত্রের কন্যা	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন
৩/৬	১/৬	১/৬	১/৬

সহোদরা বোন মৃতের কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে সহোদরা বোন আসাবা হয়ে যায়। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা বানাও।"

৫। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–১

পুত্র বা পৌত্র	বোন
১	বঞ্চিতা

وَالْاَخَوَاتُ لِاَبٍ كَالْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَلَهُنَّ اَحْوَالٌ سَبْعٌ اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ الْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَايَرِثْنَ مَعَ الْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ اَخٌ لِاَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِىْ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

অর্থ ঃ বৈমাত্রেয় ভগ্নীর ওয়ারিছী স্বত্ব লাভ সংক্রান্ত অবস্থা সহোদরা ভগ্নীর ন্যায়। তাদের ৭ অবস্থা ঃ

১। একজনের জন্য অর্ধেক $\frac{১}{২}$

২। দুই বা ততোধিকের জন্য $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ, তবে তা সহোদরা ভগ্নী না থাকা অবস্থায়।

৩। সহোদরা ভগ্নী একজন থাকলে বৈমাত্রেয় ভগ্নী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে, $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য।

৪। সহোদরা ভগ্নী দুইজন থাকলে বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ ওয়ারিছ হবে না।

৫। বৈমাত্রেয় ভগ্নীর সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তবে ভাই তাদেরকে আসাবা বানিয়ে দিবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ তাদের মধ্যে মেয়ের দ্বিগুণ পুরুষ পাবে এই বিধানানুসারে বণ্টন হবে।

وَالسَّادِسَةُ اَنْ يَّصِرْنَ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ اَوْبَنَاتِ الْاِبْنِ لِمَاذَكَرْنَا وَبَنُو الْاَعْيَانِ وَالْعُلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُوْنَ بِالْاِ بْنِ وَابْنِ الْاِ بْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَبِالْاَبِ بِالْاِتِّفَاقِ وَبِا لْجَدِّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ اَيْضًابِالْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍ وَبِالْاُ خْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً-

৬। মৃতের কন্যার সাথে বা তার পুত্রের কন্যার সাথে আসাবা হয়ে যাবে। যেরূপ আমরা ইতিপুর্বে আলোচনা করেছি। (কন্যাদের সাথে ভগ্নীদেরকে আসাবা বানাও।)

৭। সহোদরা ভাই, বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই বোন মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্র এবং পিতার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে দাদার দ্বারাও সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ভাই বোন বঞ্চিত হয়। সহোদর ভাইয়ের দ্বারা বৈমাত্রেয় ভাই বোন বাদ পড়ে যায় অর্থাৎ বঞ্চিত হয় এবং সহোদরা ভগ্নীর দ্বারাও (বৈমাত্রেয় ভগ্নী) বাদ পড়ে যায়– যখন সহোদরা ভগ্নী-কন্যার সাথে আসাবা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার- বৈমাত্রেয় বোনেরা অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে সহোদরা বোনদের মতই। এ জন্য পাঁচ অবস্থায় একই ধরণের, আর দুটি অবস্থায় সহোদরা ভগ্নীদের চেয়ে বেশী রয়েছে। মোট কথা, মৃত ব্যক্তির কন্যা ও নাত্নীদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক, সহোদরা বোন ও বৈমাত্রেয় বোনদের মধ্যেও সেরূপ সম্পর্ক। অতএব মৃত ব্যক্তির কন্যা না থাকাকালীন মৃতের এক নাতী থাকলে $\frac{১}{২}$ অংশ আর দুই বা ততোধিক নাত্নী থাকলে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হবে। যেভাবে কন্যার সাথে নাত্নী $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবার জন্য $\frac{১}{৬}$ অংশ পায় তেমনি বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ সহোদরা ভগ্নীর সাথে $\frac{১}{৬}$ অংশ পেয়ে থাকে। আর যেভাবে দুই কন্যার সাথে নাত্নীগণ যবিল ফুরূয হিসাবে অংশ পেতে পারে না, সেভাবে দুই সহোদরা বোনের সাথেও বৈমাত্রেয় বোনগণ যবিল ফুরূয হিসাবে অংশ লাভ করতে পারে না। আবার যেরূপ মৃতের দুই কন্যার সাথে নাত্নীগণ অংশ লাভ করতে পারে না, কিন্তু তাদের সাথে পৌত্র থাকলে নাত্নীগণ আসাবা হয়ে যায়, ঠিক সেরূপ দুই সহোদরা ভগ্নীর সাথে বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ বাদ পড়ে যায়। কিন্তু যদি তাদের সাথে ভাই থাকে, তবে ভাই-এর কারণে বোনগণ আসাবাব হয়ে যায়। যেভাবে মৃত ব্যক্তির কন্যা ও পৌত্রীদের দ্বারা সহোদরা ভগ্নী আসাবা হয়ে যায়, এভাবে বৈমাত্রেয় বোনগণও সহোদরা বোনদের অবর্তমানে আসাবা হয়ে যায। আবার যেভাবে মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পিতার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং দাদার দ্বারাও ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে সহোদরা ভাই-বোন বঞ্চিত হয়, এভাবে বৈমাত্রেয় ভাই- বোনও বঞ্চিত হয়।

বৈমাত্রেয় বোনদের ৭ অবস্থার মাসআলাসমূহ

১। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-২

বৈমাত্রেয় বোন	চাচা
১/২	১/২

২। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৩

বৈমাত্রেয় দুই বোন	চাচা
২/৩	১/৩

৩। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬

সহোদরা বোন ১জন	বৈমাত্রেয় বোন	চাচা
৩/৬	১/৬	২/৬

৪। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৩

সহোদরা বোন ২জন	বৈমাত্রেয় বোন	চাচা
২/৩	বঞ্চিতা	১/৩

৫। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৩ তাসহীহ-৯

সহোদর বোন ২জন	বৈমাত্রের ভাই	বৈমাত্রেয় বোন
২/৩ = ৬/৯	২/৯	১/৯

৬। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬

কন্যা.	পৌত্রী	বৈমাত্রেয় বোন ২ জন
৩/৬	১/৬	২/৬

৭। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-১

বৈমাত্রেয় বোন	পিতা বা পুত্র
বঞ্চিতা	১

৮। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা.গু)-১

দাদা	বৈমাত্রেয় বোন
১	বঞ্চিতা

وَاَمَّالِلْاُمِّ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ- اَلسُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ اَوْوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ اَوْمَعَ
الْاِثْنَيْنِ مِنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِّنْ اَيِّ جِهَةٍ كَانَا وَثُلُثُ الْكُلِّ
عِنْدَ عَدَمِ هٰؤُلَآءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَثُلُثُ مَابَقِىَ بَعْدَ فَرْضِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
وَذٰلِكَ فِىْ مَسْئَلَتَيْنِ زَوْجٌ وَاَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ وَ اَبَوَيْنِ وَلَوْكَانَ مَكَانَ الْاَبِ جَدٌّ
فَلِلْاُمِّ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمَالِ اِلَّا عِنْدَاَبِىْ يُوْسُفَ فَاِنَّ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِىْ-

অথ ঃ- ওয়ারছ স্বত্বপ্রাপ্ত অনুসারে মায়ের অবস্থা ঃ

মায়ের ৩ অবস্থা ঃ-১ম $\frac{১}{৬}$ ষষ্টাংশ, মৃতের সন্তান বা তার পুত্রের সন্তান এবং তথনিম্নের সন্তান কিংবা দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন যে কোন সম্পর্কের হোক না কেন (অর্থাৎ সহোদরা, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) তাদের বর্তমানে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

২য়- উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ না থাকলে মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

৩য়- স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ পাবে। এই অংশটি দুই অবস্থার সাথে সম্পর্কিত-

১। যদি স্বামীর সাথে মাতা ও পিতা জীবিত থাকে।

২। যদি স্ত্রীর সাথে মাতা ও পিতা জীবিত থাকে। যদি পিতার স্থলে দাদা থাকে, তবে মৃতের সম্পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতা পাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতানুসারে এই অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি বা তার পুত্রের সন্তানাদি কিংবা আরও অধঃস্থ সন্তান, অথবা মৃতের দুই বা ততোধিক ভাই-বোন বা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন এক সাথে বিদ্যমান থাকে, তবে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। ভাই-বোনগণ চাই সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় হোক কিংবা একজন সহোদর, অপরজন বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয়, সকলের একই হুকুম। যদি সন্তানাদি বা ভাই-বোন দুজন না থাকে, তবে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। স্ত্রীর সাথে পিতা-মাতা থাকলে বা স্বামীর সাথে মাতা-পিতা থাকলে স্বামী ও স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর মাতা $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ পাবে।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি মাসআলার ব্যাখ্যা ঃ

১। মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	পুত্র
১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	পুত্র	পুত্র	কন্যা
১/৬	২/৬	২/৬	১/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	সহোদর বোন ২জন	চাচা
১/৬	৪/৬	১/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	দুই ভাই এক বোন
১/৬	৫/৬

২। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

মাতা	ভাই
১/৩	২/৩

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	বোন	চাচা
২/৬	৩/৬	১/৬

৩। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	পিতা	স্বামী
১/৬	২/৬	৩/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪

মাতা	পিতা	স্ত্রী
১/৪	২/৪	১/৪

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	দাদা	স্বামী
২/৬	১/৬	৩/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২

মাতা	দাদা	স্ত্রী
৪/১২	৫/১২	৩/১২

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	দাদা	স্বামী
১/৬	২/৬	৩/৬

আবু ইউসূফ (রহঃ) এর নিকট

وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِاُمٍّ كَانَتْ اَوْلِاَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ اَوْ اَكْثَرَ اِذَا كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُّتَحَاذِيَاتٍ فِى الدَّرَجَةِ وَيَسْقُطْنَ كُلُّ هُنَّ بِالْاُمِّ وَالْاَبَوِيَاتُ اَيْضًا بِالْاَبِ وَكَذٰلِكَ بِالْجَدِّ اِلَّا اُمُّ الْاَبِ وَاِنْ عَلَتْ فَاِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهٖ وَالْقُرْبٰى مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدٰى مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَارِثَةً كَانَتِ الْقُرْبٰى اَوْمَحْجُوْبَةً-

দাদীর অবস্থার বিবরণ

অর্থ ঃ جده পিতা সম্পর্কীয় হোক (যথা দাদী) বা মাতা সম্পর্কীয় হোক (যথা নানী) একজন বা ততোধিক হোক; মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে। তবে শর্ত হল সকলেই সমস্তরের ও সহীহ্ জাদ্দা হতে হবে। মাতার বর্তমানে সকল দাদী বাদ পড়ে যাবে, আর পিতার দ্বারা পিতার সম্পর্কীয় দাদী বঞ্চিতা হবে। আপন দাদী এবং নানী ব্যতীত অন্যান্য দাদী দাদার দ্বারা বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু দাদী দাদার সাথে ওয়ারিছ হবে। কেননা দাদীর সম্পর্ক দাদার মাধ্যমে নয়। নিকটতম দাদীর দ্বারা সর্বপ্রকারের দূরবর্তী দাদী বাদ পড়ে যায় -চাই নিকটবর্তী দাদী ওয়ারিছ হোক বা মাহজুবা অর্থাৎ অন্যের দ্বারা বঞ্চিতা হোক।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী পরিভাষায় দাদী ও নানী উভয়কেই جده বলে। جده দুই প্রকার-১ম জাদ্দায়ে সহীহা। ২য় জাদ্দায়ে ফাসেদাহ্। জাদ্দায়ে সহীহা ঐ জাদ্দাহকে বলা হয় যার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে নানা মাধ্যম নয়। যথা- পিতার মাতা, দাদার মাতা, মাতার মাতা (নানী), নানীর মাতা, পিতার দাদী, নানীর মাতা ও নানী, পিতা ও দাদার দাদী বা নানী।

জাদ্দায়ে ফাসেদাহ্- جده فاسده -ঐ জাদ্দাহকে বলা হয় যার সাথে সম্পর্ক নানার মাধ্যমে স্থাপিত, যথা- নানার মাতা ও তার ঊর্ধতন ব্যক্তিবর্গ। পিতা ও দাদার নানার মাতা এবং তৎঊর্ধের ব্যক্তিবর্গ।

জাদ্দায়ে সহীহা যবিল ফুরূযের মধ্যে গণ্য, আর জাদ্দায়ে ফাসেদাহ যবিল আরহামের অন্তর্ভূক্ত। স্ত্রীর মত দাদীর সংখ্যা যতই অধিক হোক, সকলেই একত্রে $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে। স্ত্রীগণের সংখ্যা যত অধিকই হোক না কেন একজনে যতটুকু পাবে, অধিক হলেও তাই পাবে। একাধিক দাদীর অংশপ্রাপ্তির জন্য দুটি শর্ত আছে। ১ম-সকলই جده صحيحه হতে হবে। ২য়-সকল جده এর স্তর সমান হতে হবে। পিতার দাদী, পিতার নানী ও মাতার নানী এই ৩ জনের স্তর সমান। তারা সকলেই জাদ্দায়ে সহীহা। যদি মৃতের মাতা জীবিত থাকেন তবে উক্ত তিন প্রকারের جده -ই ত্যাজ্য সম্পদ হতে বঞ্চিতা হবেন। আর যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকেন, তবে পিতার মাতা, পিতার দাদী, পিতার নানী সকলেই বঞ্চিতা হবে। অবশ্য মৃতের নানী, মৃতের মাতার নানী বঞ্চিতা হবে না।

পিতার দ্বারা যারা বঞ্চিত হয়, তারা দাদার দ্বারাও বঞ্চিত হবে, কিন্তু মৃতের দাদার দ্বারা দাদী বঞ্চিতা হবে না। কেননা এই দাদার সম্পর্ক পিতার মাধ্যমে স্থাপিত, দাদার মাধ্যমে নয়। ফারায়েযের বিধান মতে মধ্যস্থ্যতা দ্বারা মধ্যস্থতাকারী বঞ্চিত হয় যদি কোন ব্যক্তির পিতা, দাদী (পিতার মাতা) ও মাতার নানী বিদ্যমান থাকে, তবে মাতার নানী বঞ্চিতা হবে, দাদী হতে দূরবর্তী হওয়ার কারণে। আর দাদী বঞ্চিতা হবে পিতার কারণে।

দাদীর মাসআলাসমূহ

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

দাদী	চাচা
১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

নানী	চাচা
১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

দাদী ৩জন	চাচা
১/৬	৫/৬

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

নানার মাতা	নানীর মাতা	চাচা
বঞ্চিতা	১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

মাতা	দাদী	চাচা
১/৩	বঞ্চিতা	২/৩

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

নানী	মাতা	চাচা
বঞ্চিতা	১/৩	২/৩

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১

দাদী	পিতা
বঞ্চিতা	১

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

নানী	পিতা
১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

দাদী	দাদা
১/৬	৫/৬

শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু.)–৬

দাদীর মাতা	নানীর মাতা	নানার মাতা	দাদা
১		বঞ্চিতা	৫

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১

পিতা	দাদী	নানীর মাতা
১	বঞ্চিতা	বঞ্চিতা

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

নানার মাতা	দাদী	চাচা
বঞ্চিতা	১/৬	৫/৬

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

নানীর মাতা	নানী	চাচা
বঞ্চিতা	১/৬	৫/৬

اِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَّاحِدَةٍ كَاُمِّ اُمِّ الْاَبِ وَالْاُخْرٰى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ كَاُمِّ اُمِّ الْاُمِّ وَهِيَ اَيْضًا اُمُّ اَبِ الْاَبِ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنْصَافًا بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَثْلَاثًا بِاِعْتِبَارِ الْجِهَاتِ-

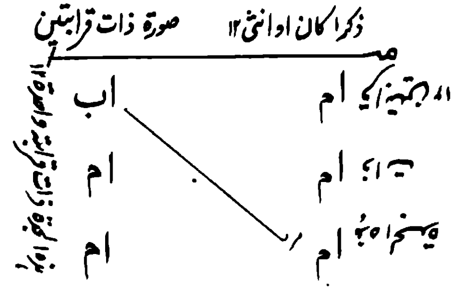

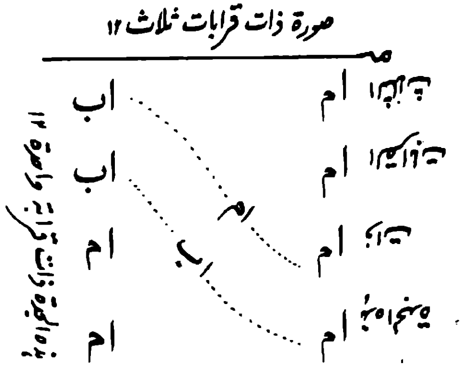

অর্থ ঃ আর যদি এক দাদী এক সূত্রে আত্মীয় হয় যথা-মৃতের পিতার নানী আর অপর দাদী দুই বা ততোধিক সূত্রে আত্মীয় হয় যথা- একই মহিলা মাতার নানী ও পিতার দাদী হয়। এমতাবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে ত্যাজ্য সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অর্ধেক করে উভয় দাদীর মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে বন্টন করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর মতে আত্মীয়তার সূত্র হিসাবে $\frac{১}{৬}$ অংশকে তিন ভাগ করে দুই সূত্রের অধিকারীনিকে দুই ভাগ, আর এক সূত্রের অধিকারীনিকে এক ভাগ দিতে হবে।

এক বা একাধিক সূত্রানুসার দাদীর বিবরণ

এক সূত্রে আত্মীয়, দুই সূত্রে আত্মীয়। এক সূত্রে আত্মীয়, তিন সূত্রে আত্মীয়।

প্রথম নকশায় মৃত ব্যক্তির নানীর মাতা ও দাদীর মাতা একই মহিলা। আর অপরজন শুধুমাত্র দাদীর মাতা। ২য় নকশায় মৃত ব্যক্তির মাতার নানী এবং পিতার নানী একই মহিলা। তাই এই নানী দুই সূত্রে সম্পর্কযুক্ত হল।

আর অপরজন হল নানার নানী ও দাদার দাদী একই মহিলা। উক্ত মহিলা তিন সূত্রে সম্পর্ক যুক্ত হল। উক্ত নকশার সম স্তরের দুই দাদী জীবিত থাকলে উভয়েই ১/৬ অংশ পাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতানুসারে উভয় দাদী ১/৬ অংশ তাদের সংখ্যানুপাতে পাবে। সম্পর্কের সূত্রসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতানুসারে যার সম্পর্ক যে পরিমাণ হবে সে পরিমাণ অনুসারে ১/৬ অংশ হতে স্বীয় অংশ পাবে। যথা-১ম নকশায় ল. সা. গু ৬ হয়ে ১২ দ্বারা তাসহীহ হবে। পরে ইমাম আবু, ইউসুফ (রঃ)-এর মতানুসারে উভয় জীবিত جده ১/১২ করে পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ--এর মতানুসারে ল. সা. গু ৬ হয়ে ১৮ দ্বারা তাসহীহ হবে। তারপর দুই সূত্রে সম্পর্ক যুক্ত আত্মীয়া দুই অংশ পাবে। আর এক সূত্রে সম্পর্ক যুক্ত আত্মীয়া এক অংশ পাবে।

এরূপে ২য় নকশায় ল. সা. গু ৬ হয়ে ২৪ দ্বারা তাসহীহ হবে। তারপর তিন সুত্রে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়া তিন অংশ পাবে এবং এক সূত্রে সম্পর্ক যুক্ত আত্মীয়া এক অংশ পাবে।

بَابُ الْعَصَبَاتِ

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বিবরণ

اَلْعَصَبَاتُ النَّسَبِيَّةُ ثَلٰثَةٌ - عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهٖ وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهٖ اَمَّا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْمَيِّتِ اُنْثٰى وَهُمْ اَرْبَعَةُ اَصْنَافٍ - جُزْءُ الْمَيِّتِ وَاَصْلُهٗ وَجُزْءُ اَبِيْهِ وَجُزْءُ جَدِّهٖ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ يُرَجَّحُوْنَ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ جُزْءُ الْمَيِّتِ اَىِ الْبَنُوْنَ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ اَصْلُهٗ اَىِ الْاَبُ ثُمَّ الْجَدُّ اَىْ اَبُ الْاَبِ وَاِنْ عَلَا-

অর্থ ঃ নসবী আসাবা তিন প্রকার ঃ (১) আসাবা বিনাফসিহি, অর্থাৎ-সরাসরি আসাবা, (২) আসাবা বিগাইরিহি, অর্থাৎ-অন্যের মধ্যস্থায় তথা অন্যের কারণে আসাবা। (৩) আসাবা মাআ' গাইরিহি, অর্থাৎ স্বয়ং আসাবা নয় বরং অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আসাবা হয়। সরাসরি আসাবা عصبه بنفسه বলা হয়– যে সকল পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কোন নারীর মধ্যস্থতা হয় না।

عصبه بنفسه চার প্রকার-

(১) মৃতের বংশধরদের মধ্যে পুরুষ সন্তানগণ। (যথা-পুত্র, পৌত্র, পুত্রের পৌত্র যত নিম্নের হোক না কেন)।

(২) মৃতের পূর্ব-পূরুষগণ-(যথা-পিতা, দাদা-যত উর্ধের হোক না কেন)।

(৩) মৃতের পিতার পুত্র-যত নিম্নেরই হোক না কেন।) যথা-ভাই, ভাইয়ের ছেলে-আরও যত নিম্নের হোক না কেন।

(৪) মৃতের দাদার পুত্র যথা- চাচা এবং চাচার পুত্র যত নিম্নের হোক না কেন।

তারপর যে আত্মীয় সম্পর্কনুপাতে যত নিকটতম সে ততই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ ত্যাজ্য সম্পত্তির সর্বাপেক্ষা হকদার-মৃতের পুত্রগণ, তারপর পৌত্রগণ যত নিম্নেই হোক না কেন। তারপর মৃতের পিতা, তারপর মৃতের দাদা-যত উপরের দিকের হোক না কেন।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু যবিল ফুরূযের পর আসাবাগণের স্থান, তাই গ্রন্থকার যবিল ফুরূযের পর আসাবাগণের আ-লোচনা আরম্ভ করেছেন। রক্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে আসাবা বলে। عصبه শব্দটি عاصبه এর বহুবচন। সন্তানাদি যেহেতু পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাই তারা আসাবা বলে গণ্য। স্ত্রীর বংশের সন্তানগণ আসাবা হয় না, কেননা সন্তানের সম্পর্ক তার স্বামীর সাথে। আসাবা দুই প্রকার ঃ

(১) আসাবায়ে সববী অর্থাৎ মনিব ও গোলামের সম্পর্ক যুক্ত আসাবা।

(২) আসাবায়ে নসবী অর্থাৎ রক্ত সম্পর্ক যুক্ত আসাবা। আসাবায়ে নসবী আবার তিন প্রকার ঃ-

১ম ঃ আসাবা বিনাফসিহি (সরাসরি) যাদেরকে মৃতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করতে স্ত্রীলোক মাধ্যম হয় না।

২য় ঃ আসাবা বিগাইরিহি। অর্থাৎ যে স্বয়ং আসাবা নয় অন্যের মাধ্যমে (কারণে) আসাবা হয় এবং তাদের অংশ যবিল ফুরুয হিসাবে $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$ হয় ও ভাইয়ের কারণে আসাবা হয়।

৩য় ঃ আসাবা মাআ' গাইরিহি। ঐ স্ত্রীলোক যে অন্য স্ত্রীলোকের সাথে আসাবা হয় যথা-সহোদর বোন, কন্যা বা নাত্নীর সাথে আসাবা হয়। এইরূপ বৈমাত্রেয় বোন, কন্যা বা নাত্নীর সাথে আসাবা হয়।

الاقرب فالاقرب -আত্মীয়তা অনুসারে যে যত অধিক নিকটবর্তী, ওয়ারিছ স্বত্বপ্রাপ্তির বেলায়ও সে ততই অগ্রগামী। মৃতের সন্তানাদির নৈকট্য পিতার চেয়েও বেশী হওয়ার কারণে সন্তানকে মৃতের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাই ওয়ারিছ স্বত্ব প্রাপ্তি ও আসাবা হওয়ার বেলায়ও সন্তানাদি অগ্রগণ্য। পুত্রের বর্তমানে পিতার অংশ $\frac{১}{৬}$। অবশিষ্ট অংশ পুত্রের আসাবা হিসাবে প্রাপ্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতার চেয়ে পুত্রই অধিক নিকটবর্তী।

اولهم با لميراث – অর্থাৎ যে অধিক নিকটবর্তী সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিকারী।

البنون – এটি এ জন্য বলা হয়েছে যে, কন্যাগণ আসাবা হয় না, যদিও বা হয়, তবে ভাইয়ের সাথে আসাবা হয়।

الاب –পুত্র, পৌত্র না থাকলে পিতাই সর্বাপেক্ষা নিকটতম। আর পিতা না থাকলে দাদা, দাদা না থাকলে দাদার পিতা, এরূপে তদুর্ধে। অতঃপর তাদের (দাদা) অবর্তমানে ভাই। ভাইয়ের তুলনায় দাদা অগ্রাধিকারী বলে দাদাকে ভাইয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর অভিমত। এর উপরই ফতোয়া। ভাইয়ের ছেলেদের এবং তৎনিম্নের তুলনায় ভাই অগ্রগণ্য। এইরূপ চাচার ছেলেদের এবং তৎনিম্নের তুলনায় চাচা অগ্রগণ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, আসাবা-বিনাফসিহির চারটি স্তর আছে। ১ম স্তরের অবর্তমানে ২য় স্তর আসাবা হবে। তারপর ২য় স্তরের অবর্তমানে ৩য় স্তর। অতঃপর ৩য় স্তরের অবর্তমানে ৪র্থ স্তর আসাবা হতে পারবে। অংশ বন্টনের বেলায় উপরোক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। উক্ত স্তরগুলি হল এই-

১ম ঃ মৃতের অংশ, অর্থাৎ মৃতের বংশধর, যথা-পুত্র, পৌত্র ও তৎনিম্নের সন্তানগণ।

২য় ঃ মৃতের পূর্ব-পুরুষগণ যথা-পিতা, দাদা ও তদুর্ধে।

৩য় ঃ পিতার অংশ, অর্থাৎ পিতার বংশধর যথা-ভাই, ভাইয়ের ছেলে এবং তৎনিম্নের সন্তানগণ।

৪র্থ ঃ দাদার অংশ অর্থাৎ দাদার পুত্র ও তৎনিম্নের সন্তানগণ। তাদের মধ্যে ১ম স্তরের আসাবা না থাকলে ২য় স্তর আসাবা হবে। অতঃপর ২য় স্তরের আসাবা বর্তমান না থাকলে ৩য় স্তর অংশীদার হবে। এরপর ৩য় স্তরের আসাবা না থাকলে ৪র্থ স্তরের আসাবাগণ স্বত্বাধিকার লাভ করবে। অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে উক্ত ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম করা যাবে না। আসাবা বিনাফসিহি হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। সহোদরা ভগ্নীর নৈকট্য পিতা ও মাতার সাথে দুই দিক দিয়ে সম্পর্ক হওয়ার কারণে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের চেয়েও শক্তিশালী। তাই সহোদরা ভগ্নী আসাবা হওয়ার বেলায় বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর অগ্রগণ্য।

كذلك الحكم اعمام الميت –এভাবে মৃত ব্যক্তির প্রকৃত চাচাগণ বৈমাত্রেয় চাচাদের উপর অগ্রাধিকারী হবে। আর মৃতের পিতার প্রকৃত চাচাগণও বৈমাত্রেয় চাচাদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।এরূপ মৃতের দাদার চাচাদের ক্ষেত্রেও প্রকৃত চাচাগণ বৈমাত্রেয় চাচাদের উপর অগ্রগামী হবে।

ثُمَّ جُزْءُ اَبِيْهِ اَيِ الْاِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ اَيِ الْاَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ يُرَجَّحُوْنَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ اَعْنِىْ بِهِ اَنَّ ذَا الْقَرَابَتَيْنِ اَوْلٰى مِنْ ذِىْ قَرَابَةٍ وَّاحِدَةٍ ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى-

অর্থ ঃ তারপর অর্থাৎ মৃতের পুত্র ও পূর্ব-পুরুষদের পরে তার পিতার বংশধর অর্থাৎ মৃতের ভাইগণ। তারপর তাদের পুত্র সন্তানগণ যত নিম্নের হোক না কেন। তারপর মৃতের দাদার বংশধর অর্থাৎ চাচাগণ। অতঃপর তাদের পুত্র সন্তানগণ যত নিম্নের হোক না কেন। এরপর আত্মীয়তা সূত্রের দৃঢ়তার ভিত্তিতে আসাবাগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ-যে ব্যক্তি দুই সূত্রে আত্মীয়, সে এক সূত্রের আত্মীয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য। দুই সুত্রে আত্মীয়, চাই পুরুষ হোক বা মহিলা, সে-ই অগ্রগণ্য হবে।

لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَّاتِ كَالْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوِالْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ اَوْلٰى مِنَ الْاَخِ لِاَبٍ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلٰى مِنْ اِبْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَكَذٰلِكَ الْحُكْمُ فِىْ اَعْمَامِ الْمَيِّتِ ثُمَّ فِى اَعْمَامِ اَبِيْهِ ثُمَّ فِىْ اَعْمَامِ جَدِّهٖ-

অর্থ ঃ কেননা হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন- নিশ্চয় সহোদর ভাই-বোনেরা ওয়ারিছ হবে। সহোদর ভাই-বোনগণ বর্তমান থাকতে বৈমাত্রেয় ভাই বোনগণ ওয়ারিছ হবে না। যথা-মৃতের কন্যার সাথে সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন আসাবা হলে সহোদর ভাই-বোনগণ অগ্রাধিকারী হবে। আর সহোদর ভাইয়ের পুত্রগণ বৈমাত্রেয় ভাইগণের পুত্রগণ হতে অগ্রাধিকারী হবে। এইরূপ বিধান মৃতের চাচা ও মৃতের পিতার চাচা এবং মৃতের দাদার চাচাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

اَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهٖ فَاَرْبَعٌ مِنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِىْ فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِاِخْوَتِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَافِىْ حَالَاتِهِنَّ وَمَنْ لَّافَرْضَ لَهَامِنَ الْاِنَاثِ وَاَخُوْهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيْرُ عَصَبَةً بِاَخِيْهَاكَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِلْعَمِّ دُوْنَ الْعَمَّةِ-

অর্থ ঃ অন্যের কারণে বা মধ্যস্থতায় যারা আসাবা হয়, তারা চার প্রকারের স্ত্রীলোক এবং তারা ঐ সমস্ত মহিলা, যাদের নির্ধারিত অংশ ১/২ অর্ধাংশ এবং ২/৩ দুই তৃতীয়াংশ, তারা তাদের ভাইয়ের সাথে আসাবা হয়। যেরূপ তাদের অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর যে সকল মহিলার অংশ নির্ধারিত নয় এবং তাদের ভাই আসাবা, তারা তাদের ভাইয়ের দ্বারা আসাবা হবে না। সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তি চাচার জন্য, ফুফুর জন্য নয়।

واما العصبة مع غيره

যারা অন্যের সঙ্গে আসাবা হয়

فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُنْثَى أُخْرَى كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لِمَا ذَكَرْنَا وَاٰخِرُ الْعَصَبَاتِ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرْنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُعْتِقِ- لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ اِلَّا مَا اَعْتَقْنَ اَوْاَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقْنَ اَوْكَاتَبْنَ اَوْكَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ اَوْدَبَّرْنَ اَوْدَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ اَوْجَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقُهُنَّ اَوْمُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ-

অর্থ ঃ ঐ সকল মহিলা, যারা অন্য মহিলার সঙ্গে থাকার কারণে আসাবা হয়, যথা-ভগ্নী মৃতের কন্যার সাথে আসাবা হয়–যার কারণ আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর সর্বশেষ আসাবা হল মাওলাল আতাক্বাহ- অর্থাৎ ক্রীতদাসের দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্তকারী মনিব। তারপর মৃত ব্যক্তির আসাবাগণ উপরে বর্ণিত ধারাবাহিক পদ্ধতি মুতাবেক পাবে। কেননা হুযুর (সঃ) এরশাদ করেন-ওয়ালা একটি আত্মীয়তা সম্পর্ক, যা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ন্যায়। মুক্তিদাতার অংশীদারদের মধ্যে মহিলাদের জন্য (গোলামের ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে) কোন অংশ নাই। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-মহিলাদের জন্য মৃত গোলামের সম্পত্তি হতে কোন অংশ নেই। কিন্তু যদি মহিলারা গোলাম আযাদ করে থাকে, অথবা তারা যে গোলাম আযাদ করেছে, সেই আযাদ গোলাম অন্য কোন গোলামকে আযাদ করে থাকে, অথবা- মহিলাগণ কাউকে মুকাতাব করে থাকে, অথবা তাদের মুকাতাব গোলাম অন্য কাউকে মুকাতাব করে থাকে। কিংবা তারা মুদাব্বার করে থাকে, বা উক্ত মুদাব্বার গোলাম অন্য কাউকে মুদাব্বার করে থাকে। অথবা তাদের আযাদকৃত গোলাম অপর কোন ব্যক্তির ওয়ালা গ্রহণ করে থাকে, কিংবা তাদের আযাদকৃত গোলাম কর্তৃক আযাদকৃত গোলাম কারও ওয়ালা গ্রহণ করে থাকে। উল্লিখিত অবস্থাসমূহে মহিলাগণ মৃত গোলামের অংশ পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ اخر العصبات -আখিরুল আসাবাত দ্বারা বুঝা গেল যে, রক্ত সম্পর্কযুক্ত অন্যের দ্বারা আসাবা হোক কিংবা অন্যের সাথে আসাবা হোক, এই সকল আত্মীয়ের শেষে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে, সববী আসাবা হওয়ার কারণে। আরও জানা গেল যে, তারা যবিল আরহামের উপর অগ্রগণ্য এবং যবিল ফুরূযের উপর রদ করারও পূর্বে অগ্রাধিকারী হবে।

الولاء - আযাদকৃত গোলামের ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে আযাদকারী মনিবের যে অধিকার রয়েছে তাকে ولاء বলে। ওয়ালা এমন একটি হুকমী আত্মীয়তা যা ত্যাজ্য সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের কারণ হয়, বংশীয় আত্মীয়তার

ন্যায়। কারণ, পিতা যেরূপ পুত্রের হায়াতের কারণ হয় ঠিক তেমনি আযাদকারী মনিব গোলামের জন্য হুক্মী হায়াতের কারণ হয়। কেননা মনিব গোলামকে আযাদ করে গোলামী (যদ্দরুন মৃতের ন্যায় কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না) মউত হতে মুক্ত করে আযাদীর হায়াত দান করেছেন। আর যেহেতু তা রক্তের সম্পর্ক হতে অত্যন্ত দুর্বল, তাই এতে পুরুষদের অধিকার রয়েছে, মহিলাদের কোন অধিকার নেই। তবে কোন কোন স্থানে মহিলাদেরও অধিকার আছে, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَوْتَرَكَ اَبَا الْمُعْتِقِ وَابْنَهٗ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ سُدُسُ الْوَلَاءِ لِلْاَبِ وَالْبَاقِىْ لِلْاِبْنِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍرَحِمَهُمَا اللّٰهُ اَلْوَلَاءُ كُلُّهٗ لِلْاِبْنِ وَلَاشَىْءَ لِلْاَبِ وَلَوْتَرَكَ اِبْنَ الْمُعْتَقِ وَجَدَّهٗ فَالْوَلَاءُ كُلُّهٗ لِلْاِ بْنِ بِالْاِتِّفَاقِ-

অর্থ ঃ যদি কোন গোলাম মনিবের (মুক্তিদাতা) পিতা ও পুত্র রেখে মারা যায়, তা হলে ولاء –এর $\frac{১}{৬}$ অংশ পিতার জন্য ও অবশিষ্ট অংশ পুত্রের জন্য। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট সমস্ত ولاء পুত্রের জন্য। এতে পিতার কোন অংশ নেই। আর যদি (আযাদ গোলাম) তার মনিবের পুত্র ও দাদাকে রেখে মারা যায়, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে সমস্ত ولاء পুত্রের জন্যই হবে।

وَمَنْ مَّلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ وَيَكُوْنُ وَلَاءُهٗ لَهٗ بِقَدْرِ الْمِلْكِ كَثَلٰثِ بَنَاتٍ لِلْكُبْرٰى ثَلٰثُوْنَ دِيْنَارًا وَلِلصُّغْرٰى عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاشْتَرَتَا اَبَاهُمَا بِالْخَمْسِيْنَ ثُمَّ مَاتَ الْاَبُ وَتَرَكَ شَيْئًا فَالثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ اَثْلَاثًا بِا لْفَرْضِ وَالْبَاقِىْ بَيْنَ مُشْتَرِيَتِى الْاَبِ اَخْمَاسًا بِالْوَلَاءِ ثَلٰثَةُ اَخْمَاسِهٖ لِلْكُبْرٰى وَخُمُسَاهُ لِلصُّغْرٰى وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ-

অর্থ ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামের মালিক হয় তবে সে তার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে। এই প্রভু তার মালিকানা স্বত্বের পরিমাণে উক্ত আযাদ গোলামের ولاء এর অধিকারী হবে। যেমন- কোন

ব্যক্তির তিনটি কন্যা আছে। বড় কন্যার নিকট ৩০টি দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে, আর ছোট কন্যার নিকট ২০টি দীনার আছে। অতঃপর তারা উভয়ে ৫০টি দীনার দিয়া তাদের পিতাকে খরিদ করল। অতঃপর পিতা মারা গেল এবং কিছু সম্পত্তি রেখে গেল, এমতাবস্থায় তিন মেয়ে $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ কে তিন ভাগ করে প্রত্যেকে সমভাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ করে পাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি পিতার ক্রেতা দুই কন্যার মধ্যে পাঁচ ভাগ করে বড় কন্যাকে $\frac{৩}{৫}$ তিন পশ্চমাংশ এবং ছোট কন্যাকে $\frac{২}{৫}$ দুই পঞ্চমাংশ দিতে হবে। এই অবস্থায় মাসআলাটির ল. সা. গু হবে ৪৫।

ব্যাখ্যা ঃ উদাহরণ ঃ জনৈক গোলামের তিনটি কন্যা। বড় কন্যার নিকট ৩০টি দীনার আছে, আর ছোট কন্যার নিকট ২০টি দীনার আছে। ছোট ও বড় কন্যা তাদের উক্ত ৫০ দীনার দিয়ে তাদের পিতাকে খরিদ করল। এমতাবস্থায় তাদের মালিকানায় আসবার পরে আযাদ হয়ে যাবে। তারপর তার মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ কে তিন ভাগ করে প্রত্যেক কন্যা উক্ত $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৩}$ অংশ করে পাবে। তারপর অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশকে ৫ ভাগ করে ৩ ভাগ বড় কন্যা এবং ২ ভাগ ছোট কন্যা স্বীয় মুদ্রার অংশ হারে পাবে। মাসআলা এই-

মৃত শরীফ	মাসআলা (ল. সা. গু)–৩ তাসহীহ–৯ তাসহীহ–৪৫		
	ছোট কন্যা	বড় কন্যা	মধ্যমা কন্যা
	২		১০
	১০ + ৯	১০ + ৬	
	১৯	১৬	

যদি কেউ স্বীয় যু'রাহেমে মাহরামের (ذو رحم محرم) মালিক হয় তা হলে ঐ ব্যক্তি নিজের ক্রেতার জন্য আযাদ হয়ে যাবে। আযাদ হওয়ার জন্য উল্লিখিত উভয় শর্তই অপরিহার্য। যদি ১ম শর্ত অর্থাৎ যুরাহেম না হয় কিন্তু মাহরাম হয়, তা হলে আযাদ হবে না, যথা- রেযাঈ ভাই। অনুরূপ, মাহরাম না হয় কিন্তু যুরেহেম হয়, তা হলেও আযাব হইবে না। যথা-চাচাত ভাই। সেও আযাদ হবে না।

باب الحجب

ওয়ারেশী স্বত্বে বাধাদায়ক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত অধ্যায়

اَلْحَجْبُ عَلٰى نَوْعَيْنِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَهُوَحَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ اِلٰى سَهْمٍ وَذٰلِكَ لِخَمْسَةِ نَفَرٍ لِلزَّوْجَيْنِ وَالْاُمِّ وَبِنْتِ الْاِبْنِ وَالْاُخْتِ لِاَبٍ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهٗ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ وَالْوَرَثَةُ فِيْهِ فَرِيْقَانِ فَرِيْقٌ لَا يُحْجَبُوْنَ بِحَالٍ اَلْبَتَّةَ وَهُمْ سِتَّةُ اَلْاِبْنُ وَالْاَبُ وَالزَّوْجُ وَالْبِنْتُ وَالْاُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَفَرِيْقٌ يَرِثُوْنَ بِحَالٍ وَيُحْجَبُوْنَ بِحَالٍ وَهٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى اَصْلَيْنِ اَحَدُهُمَاهُوَ اَنَّ كُلَّ مَنْ يُّدْلِىْ اِلَى الْمَيِّتِ بِشَخْصٍ لَايَرِثُ مَعَ وُجُوْدِذٰلِكَ الشَّخْصِ سِوٰى اَوْلَادِ الْاُمِّ فَاِنَّهُمْ يَرِثُوْنَ مَعَهَا لِاِنْعِدَامِ اِسْتِحْقَاقِهَا جَمِيْعَ التَّرِكَةِوَالثَّانِىْ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ كَمَا ذَكَرْنَا فِى الْعَصَبَاتِ-

অর্থ ঃ ওয়ারেছী স্বত্ব লাভে বাধাদায়ক বিষয় বস্তু দুই প্রকারঃ

১ম ঃ হাজবে নুক্বসান। কোন ওয়ারিছকে বড় অংশ হতে ছোট অংশের দিকে পরিবর্তন করাকে হাজবে নুক্বসান বলে। এটি (যবিল ফুরূযদের মধ্যকার) পাঁচ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। ১। স্বামী ২। স্ত্রী, ৩। মাতা, ৪। পৌত্রী, ৫। বৈমাত্রেয় ভগ্নী। উক্ত ব্যক্তিগণের বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

২য় ঃ হাজবে হেরমান অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ওয়ারিছ স্বত্ব হতে বঞ্চিত হওয়া। উক্ত শ্রেণীর ওয়ারিশগণ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম দলের লোকেরা কোন অবস্থাতেই মীরাস হতে বঞ্চিত হয় না। এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা ৬জন। ১। পুত্র, ২। পিতা, ৩। স্বামী ৪। কন্যা, ৫। মাতা ও ৬। স্ত্রী। ২য় দলের ব্যক্তিগণ কোন সময় ওয়ারিশ হয়, আবার কোন সময় বাধাপ্রাপ্ত বা বঞ্চিত হয়। এটি দুটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১ম মূলনীতি-ওয়ারিছ এমন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মৃতের সাথে সম্পর্কিত, যার বর্তমানে সে ওয়ারিছ হয় না, তবে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এটির বিপরীত। কেননা তারা মাতার বর্তমানেও ওয়ারিছ হবে। কারণ, তাদের মাতা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হয় না।

২য় মুলনীতি– নিকটবর্তী আত্মীয় দুরবর্তী আত্মীয় হতে অধিক যোগ্য, যেমন পূর্বে আমরা আসাবার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ الحجب – শব্দের আভিধানিক অর্থ-বাধা প্রদান করা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ফারায়েযের

পরিভাষায় কোন ওয়ারিছকে বাধাপ্রদান করা বা আংশিক বিরত রাখা। হাজব, দুইপ্রকার-প্রথম হাজবে নুকসান অর্থাৎ বাধাদায়ক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অংশ কমে যাওয়া, যথা-সন্তানাদি না থাকলে স্বামী $\frac{১}{২}$ ও স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পেত। সন্তানের বর্তমানে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ ও স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পায়। সুতরাং এখানে সন্তান বাধাদায়ক আর স্বামী ও স্ত্রী বাধাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত। সন্তানের কারণে স্বামী ও স্ত্রীর অংশ কম হয়ে গেল। অনুরূপ সন্তান বা ভাই-বোন দুজন না থাকলে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়। আর সন্তান ও ভাই বোন দুজন ও ততোধিক থাকলে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। অতএব সন্তান ও দুই ভাই-বোন মাতার জন্য প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক।

হাজবে নূকুসানের অংশীদার পাঁচজন। যথা-১। স্বামী, ২। স্ত্রী, ৩। মাতা, ৪। পৌত্রী, ৫। বৈমাত্রেয় বোন। আর হাজবে হেরমানের ওয়ারিছগণ দুই প্রকার -১ম দলের ওয়ারিছগণ কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না। এই ধরণের লোক সংখ্যা ৬জন, যথা-পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা, মাতা ও স্ত্রী। ২য় দলের ওয়ারিশগণ কোন কোন সময় বঞ্চিত হয়। আবার কোন কোন সময় আংশিক বঞ্চিত হয়। যেমন দুই ভাই-বোন যে প্রকারেরই হোক না কেন পিতার সাথে ওয়ারিশ হয় না, কিন্তু মাকে $\frac{১}{৩}$ অংশ হতে $\frac{১}{৬}$ অংশের দিকে নিয়ে যায়। এটি দুটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। ১ম–যে ওয়ারিশ এমন ব্যক্তির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার বর্তমানে সে ওয়ারিছ হয় না। কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই-বেনগণ তাদের মাতার বর্তমানেও ওয়ারিছ হবে। কেননা, তাদের মাতা সকল ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী নয়। ২য় মূলনীতি এই যে, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হতে নিকটতম আত্মীয় অধিকতর যোগ্য। তাই নিকটতম আত্মীয়ের বর্তমানে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়। এ স্থানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যে দল বা যারা কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না, তারা হাজবে হেরমানের অন্তর্ভূক্ত কি করে হতে পারে? এর উত্তর এই যে, "হাজব" শব্দের অর্থ হল বাধাপ্রদান করা, আর হাজবে হেরমান শব্দের অর্থ হল বাধাপ্রদান করা হতে বঞ্চিত হওয়া। অতএব বাধা হতে বঞ্চিত হলে নিশ্চয়ই অধিকারী হবে।

وَالْمَحْرُوْمُ لَايَحْجُبُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَحْجُبُ حَجْبَ النُّقْصَانِ كَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَالرَّقِيْقِ وَالْمَحْجُوْبُ يَحْجُبُ بِالْاِتِّفَاقِ كَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِّنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَا فَاِنَّهُمَا لَايَرِثَانِ مَعَ الْاَبِ وَلٰكِنْ يَحْجُبَانِ الْاُمَّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ-

অর্থ ঃ হানাফী আলেমগণের মতানুসারে বঞ্চিত ব্যক্তি বাধাদানকারী হতে পারে না। আর ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর নিকট বঞ্চিত ব্যক্তি হাজবে নুকুসানের সাথে বাধাদায়ক হয়। অর্থাৎ আংশিকভাবে অন্যকে বঞ্চিত করতে পারে। যথা-কাফের, হত্যাকারী ও ক্রীতদাস। আর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরকে সর্ব-সম্মতিক্রমে বাধা দিতে পারে।

যথা-দুই বা ততোধিক ভাই-বোন যে সম্পর্কেরই' হোক না কেন, পিতার সাথে তারা ওয়ারিছ হবে না। কিন্তু উক্ত ভাই-বোনগণ বাধাদায়ক হয়ে মাতাকে $\frac{১}{৩}$ অংশ হতে $\frac{১}{৬}$ অংশের দিকে নিয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ মৃতের পুত্র বিধর্মী বা ক্রীতদাস হওয়ার কারণে, অথবা পিতাকে হত্যা করার কারণে মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হতে যদি বঞ্চিত হয় তবে উক্ত পুত্র কাউকে বাধাদায়ক হবে না। যেমন-যদি মৃতের ভাই ও পুত্র জীবিত থাকে তবে হত্যাকারী পুত্র ভাইয়ের জন্য বাধাদায়ক হবে না বরং সমুদয় সম্পত্তির অংশিদার ভাই-ই হয়ে যাবে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর মতে যদিও বঞ্চিত ওয়ারিছ অন্যান্য ওয়ারিছকে বঞ্চিত করতে পারে না, কিন্তু ওয়ারিছদের অংশ কমিয়ে দিতে পারে।

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–২ (আমাদের মাযহাব)

স্বামী	সহোদর ভাই	কাফের পুত্র
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	বঞ্চিত

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪ (ইবনে মাসউদের মতে)

স্বামী	সহোদর ভাই	কাফের পুত্র
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$	বঞ্চিত

محروم (বঞ্চিত) ও محجوب (বাধাপ্রাপ্ত) এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির অংশিদার, কিন্তু বাধাদানাকারীর বর্তমানে তার অংশিদার হওয়া প্রকাশ পায় না। বাধাদানকারী না থাকলে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অংশিদার হওয়া প্রকাশ পায়। আর বঞ্চিত ব্যক্তি প্রথম হতেই অংশিদার নয়। তাই গোলাম, হত্যাকারী পুত্র মৃতের অংশিদার নয়।

যদি মৃত ব্যক্তির দুই ভাই-বোন অর্থাৎ দুই ভাই অথবা দুই বোন কিংবা এক ভাই ও এক বোন থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে তারা অংশিদার। কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কেননা ভাই-বোনের সহিত মৃতের সম্পর্কের মাধ্যম হলেন পিতা। আর বিধান হল আত্মীয়তার মাধ্যম ব্যক্তিটি জীবিত থাকলে, মধ্যস্থতাকৃত আত্মীয়রা অংশিদার হয় না محجوب হয়। তারপর বাধাপ্রাপ্ত ভাই-বোন যদি দুই বা ততোধিক হয়, তবে মাতার অংশ $\frac{১}{৩}$ হতে কমে $\frac{১}{৬}$ অংশ হয়ে যায়।

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

পিতা	মাতা	ভাই ও বোন
$\frac{৫}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	বঞ্চিত

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২

স্বামী	মাতার নানী	পুত্র
$\frac{৩}{১২}$	$\frac{২}{১২}$	$\frac{৭}{১২}$

باب مخارج الفروض

নির্ধারিত অংশের মূল সংখ্যা (ল. সা. গু) সংক্রান্ত অধ্যায়

اِعْلَمْ اَنَّ الْفُرُوْضَ الْمَذْكُوْرَةَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَوْعَانِ اَلْاَوَّلُ اَلنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثَّانِىْ الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ عَلَى التَّضْعِيْفِ وَ التَّنْصِيْفِ فَاِذَا جَاءَ فِى الْمَسَائِلِ مِنْ هٰذِهِ الْفُرُوْضِ اُحَادُ اُحَادُ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهٗ اِلَّا النِّصْفُ وَهُوَمِنْ اِثْنَيْنِ كَالرُّبُعِ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلٰثَةٍ-

অর্থ ঃ জেনে রাখবে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত অংশগুলি দুই প্রকার ঃ

১ম- $\frac{১}{২}$ অর্ধেক, $\frac{১}{৪}$ এক চতুর্থাংশ ও $\frac{১}{৮}$ এক অষ্টমাংশ।

২য়- $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ, $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীংাংশ ও $\frac{১}{৬}$ এক ষষ্টমাংশ, উক্ত অংশগুলি একটি অপরটির অর্ধেক ও দ্বিগুণ সম্পর্ক যুক্ত। অতঃপর যদি কোন মাসআলায় এই সমস্ত অংশ হতে এক সংখ্যা বোধক অংশ আসে, তবে প্রত্যেক অংশের অনুরূপ সংখ্যা ল. সা. গু হবে। কিন্তু نصف (অর্ধেক) প্রাপক আসলে দুই ল. সা. গু হবে।

(কারণ এই নামের কোন সংখ্যা নাই) যেমন ربع আসলে ৪ ثمن আসলে ৮ ثلث আসলে ৩ (ল. সা. গু) হবে।

ব্যাখ্যা ঃ مخارج الفروض-যে সংখ্যা দ্বারা কুরআনে করীমের নির্ধারিত অংশ নির্ণয় করা যায় তাকে মাখারেজ বা ল. সা. গু বলে। কুরআনের নির্ধরিত অংশ ৬টি, এগুলি আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা-১ম প্রকার ঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$। ২য় প্রকার ঃ $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৬}$। উক্ত সংখ্যাগুলি এক দিক হতে একটি অপরটির অর্ধেক, আবার অপরদিক দিক হতে দ্বিগুণ। যদি কোন মাসআলায় যবিল ফুরুয একজন থাকে, তবে তার অংশের হরই, ল. সা. গু, হবে। যথা - $\frac{১}{৪}$ ربع থাকলে ৪, আর ثمن $\frac{১}{৮}$ থাকলে ৮। ثلثان বা ثلث $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ থাকলে ৩ سدس $\frac{১}{৬}$ থাকলে ৬। তবে نصف $\frac{১}{২}$ থাকলে ২ ল. সা. গু হবে। কারণ এই অংশের কোন সংখ্যা নেই। আর যদি একই ধরণের কয়েকটি সংখ্যা একত্রিত হয়। যথা- $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$। তবে সবচেয়ে ছোট অংশ অনুযায়ী ল.

সা. গু হবে। যথা-এগুলোর সবচেয়ে ছোট অংশ $\frac{১}{৮}$, তাই ৮ হবে ল. সা. গু।

وَاِذَا جَاءَ مَثْنٰى اَوْثُلٰثُ وَهُمَامِنْ نَّوْعٍ وَّاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُوْنُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذٰلِكَ الْعَدَدُاَيْضًا يَكُوْنُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهٖ كَالسِّتَّةِ هِىَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَلِضِعْفِهٖ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهٖ وَاِذَا اِخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْاَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ اِذَااِخْلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَ مِنْ اِثْنٰى عَشَرَ وَ اِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَمِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ-

অর্থ ঃ আর যদি উল্লিখিত দুই ধরণের অংশ হতে দুই কিংবা তিন অংশের প্রাপক আসে এবং এই অংশগুলি একই প্রকারের হয়, তবে যে সংখ্যা এক অংশের ল. সা. গু. সেই সংখ্যাই তার দ্বিগুণ ও দ্বিগুণের দ্বিগুণের জন্য ল. সা. গু হবে। যথা-৬, এটি $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং তার দ্বিগুণ $\frac{১}{৩}$ এর আবার তারও দ্বিগুণ $\frac{২}{৩}$ এর ল. সা. গু হবে। আর যখন প্রথম প্রকারের نصف $\frac{১}{২}$, দ্বিতীয় প্রকারের সমুদয় অংশ বা কোন এক বা দুই অংশের সাথে মিলে, তখন প্রথম ল. সা. গু হবে ৬। আর যদি প্রথম প্রকারের $\frac{১}{৪}$ অংশ ২য় প্রকারের সমুদয় বা কতক অংশের সাথে মিলিত হয়, তবে ১২ হবে প্রথম ল. সা. গু। আর যখন প্রথম প্রকারের $\frac{১}{৮}$ অংশ ২য় প্রকারের সমুদয় বা কতক অংশের সাথে যুক্ত হয়, তখন ল. সা. গু হবে ২৪।

ব্যাখ্যা ঃ আর যদি মাসআলার মধ্যে ১ম প্রকারের $\frac{১}{২}$ অংশের সাথে ২য় প্রকারের কোন একটি বা সবগুলি একত্রিত হয়, তবে ৬, আর যদি ১ম প্রকারের $\frac{১}{৪}$ অংশ, ২য় প্রকারের কোন একটি বা সবগুলির সাথে একত্রিত হয় তবে ল. সা. গু হবে-১২। আর যদি $\frac{১}{৮}$ অংশের সাথে ২য় প্রকারের কোন সংখ্যা একত্রিত হয়, তবে ল. সা. গু হবে ২৪। উক্ত নিয়ম যবিল ফুরূযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আসাবার ক্ষেত্রে লোক সংখ্যা অনুসারে বন্টন হবে। তাতে পুত্রগণ কন্যাগণের দ্বিগুণ পাবে। তবে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের মধ্যে এই নিয়ম চলবে না বরং ভাই-বোন প্রত্যেকেই সমান অংশ পাবে। এ বিষয়টি তাদের অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল-২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪ এই সাতটি সংখ্যা প্রথমত ল. সা. গু হবে, পরবর্তিতে আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাসআলা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। মূল সংখ্যা দুই এর মাসআলা –

মৃত যয়নব — মাসআলা (ল. সা. গু)–২

স্বামী	পিতা
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

২। মূল সংখ্যা তিন–

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৩

পিতা	মাতা
$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

৩। মূল সংখ্যা চার–

মৃত যয়নব — মাসআলা (ল: সা. গু)–৪

স্বামী	পুত্র
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪

স্ত্রী	চাচা
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$

৪। মূল সংখ্যা ছয়–

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

মাতা	ভাই	ভাই	বোন
$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৬}$	$\frac{১}{৬}$

৫। মূল সংখ্যা আট–

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৮

স্ত্রী	পুত্র
$\frac{১}{৮}$	$\frac{৭}{৮}$

৬। মূল সংখ্যা বার–

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২

স্ত্রী	দুই বোন	চাচা
$\frac{৩}{১২}$	$\frac{৮}{১২}$	$\frac{১}{১২}$

৭। মূল সংখ্যা চব্বিশ –

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা.গু)–১২

স্ত্রী	দুই বোন	চাচা
$\frac{৩}{১২}$	$\frac{৮}{১২}$	$\frac{১}{১২}$

بَابُ الْعَوْلِ

আউল সংক্রান্ত অধ্যায়

اَلْعَوْلُ اَنْ يُّزَادَ عَلَے الْمَخْرَجِ شَئٌ مِّنْ اَجْزَائِهٖ اِذَا ضَاقَ عَنْ فَرْضٍ اِعْلَمْ اَنَّ مَجْمُوْعَ الْمَخَارِجِ سَبْعَةٌ اَرْبَعَةٌ مِّنْهَا لَا تَعُوْلُ وَهِىَ الْاِثْنَانِ وَالثَّلٰثَةُ وَالْاَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ- وَثَلٰثَةٌ مِّنْهَا قَدْتَعُوْلُ اَمَّا السِّتَّةُ فَاِنَّهَا تَعُوْلُ اِلٰى عَشَرَةٍ وِّتْرًا وَشَفْعًا-

وَاَمَّا اِثْنَا عَشَرَ فَهِىَ تَعُوْلُ اِلٰى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَاشُفْعًا وَاَمَّا اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَاِنَّهَا تَعُوْلُ اِلٰى سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَوْلًا وَّاحِدًا كَمَافِى الْمَسْئَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِىَ اِمْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَاَبَوَانِ وَلَايُزَادُ عَلٰى هٰذَا اِلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاِنَّ عِنْدَهٗ تَعُوْلُ اِلٰى اَحَدٍ وَّثَلٰثِيْنَ-

অর্থ ঃ যবিল ফুরূযদের অংশ দেওয়ার পর ল. সা. গু হতে অংশ বেড়ে যাওয়াকে عول বলে। প্রকাশ থাকে যে, ল. সা. গু বা مخارج ৭টি। তন্মধ্যে ৪টিতে আউলের বিধান প্রযোজ্য হয় না। উক্ত চারটি সংখ্যা হল দুই, তিন, চার ও আট। অপর তিনটিতে কোন কোন সময় عول হয়। এই সংখ্যাগুলির বিবরণ এই। ৬ সংখ্যাটিতে দশ পর্যন্ত জোড় ও বে-জোড় সংখ্যায় عول হয়, আর ১২ সংখ্যাটি সতের পর্যন্ত বে-জোড় আউল হয়; জোড় সংখ্যায় নয়। আর চব্বিশ সংখ্যাটিতে শুধু ২৭ সংখ্যায় আউল হয়, যেমন মাসআলায়ে মিম্বরিয়্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল এই এক স্ত্রী দুই কন্যা ও মাতা-পিতা। ২৪ সংখ্যাটির আউল ২৭ এর চেয়ে অধিক হয় না, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট ২৪ সংখ্যার আউল ৩১ পর্যন্ত হতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ العول – **শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ** জুলুম করা, কমে যাওয়া, উচুঁ করা, কোন এক দিকে ঝুঁকে যাওয়া। কোন কোন সময় এমন হয় যে, সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকে যবিল-ফুরূয ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশসমূহ যোগ করলে হর অপেক্ষা লব বড় হয়ে যায়। উদাহরণতঃ একজন মহিলা মৃত্যুকালে স্বামী, দুই কন্যা ও মা রেখে গেল। এখানে স্বামীর $\frac{১}{২}$, দুই কন্যার $\frac{২}{৩}$ ও মায়ের $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য। এই ভগ্নাংশগুলোর ল. সা. গু হবে ৬। সুতরাং উক্ত মহিলার পরিত্যাজ্য সম্পূর্ণ সম্পত্তি ৬ ভাগ করে ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু এখানে জটিলতা দেখা দেয়। কেননা $\frac{১}{২}$, $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ এর যোগফল হয় $\frac{৩ + ৪ + ১}{৬} = \frac{৮}{৬}$ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্পত্তি ৬ ভাগ যোগ্য। অথচ প্রাপকদের মোট অংশ হয় ৮। এমতাবস্থায় ল, সাা গু, সংখ্যায় সম্পত্তি ভাগ করা হলে সকলকে তাদের

প্রাপ্য অংশ দেওয়া যাবে না। এই জটিলতা নিরসনের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) একটি নিয়ম বলে গিয়েছেন। এই নিয়মটিকে ফরায়েযের পরিভাষায় 'আউল' বলা হয়। নিয়মটি হল -ল. সা. গু সংখ্যা সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভাগ না করে বরং যবিল ফুরূয ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশসমূহে যোগ করলে যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (হর অপেক্ষা লব বড়) পাওয়া যাবে, তার লব সংখ্যায় সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভাগ করে অতঃপর প্রাপকদের অংশসমূহ বন্টন করতে হবে। যেমন এখানে উল্লিখিত উদাহরণ মোট সম্পত্তি ৬ ভাগ নয়, ৮ ভাগ করতে হবে। তাহলে প্রাপকদের অংশসমূহ বন্টনের জটিলতা নিরসন হয়ে যাবে। ল. সা. গু অপেক্ষা ভাজ্য সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি নামই 'আউল'। কোন কোন ল. সা. গু আউল কত হতে পারে, এ সম্বন্ধে এখানে একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়া গেল।

মোট ল. সা. গু ৭টি। যথা-দুই, তিন, চার, আট, বার ও চব্বিশ। দুই, তিন, চার ও আট এই চারটি সংখ্যাতে আউল হয় না। ছয়, বার ও চব্বিশ এই তিনটিতে আউল হয়। প্রকৃত পক্ষে সংখ্যা নয়টি হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু যেহেতু ১/৩ ও ২/৩ বা এক তৃতীয়াংশ ও দুই তৃতীয়াংশের একই সংখ্যা। আবার ছয় সংখ্যাটি এককভাবেও ব্যবহার করা হয়, আবার মিশ্রিতভাবেও। এই হিসাবে ২টি সংখ্যা কমে যাওয়াতে সর্বমোট ল. সা. গু. হল সাতটি।

ছয় সংখ্যাটির আউল ১০ পর্যন্ত জোড় ও বে-জোড় হওয়ার উদাহরণ ঃ

১। মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৭

স্বামী	বোন ২ জন	
৩/৬	৪/৬	= ৭/৬

২। মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৮

স্বামী	মাতা	দুই বোন	
৩/৬	১/৬	৪/৬	= ৮/৬

৩। মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৯

স্বামী	সহোদরা বোন ২ জন	বৈপিত্রেয় বোন ২ জন	
৩/৬	৪/৬	২/৬	= ৯/৬

৪। মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল –১০

স্বামী	সহোদরা বোন ২ জন	মাতা	বৈপিত্রেয় বোন ২জন	
৩/৬	৪/৬	১/৬	২/৬	= ১০/৬

বার সংখ্যাটির ১৭ পর্যন্ত বে-জোড় সংখ্যায় আউল হয় ঃ

১। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ আউল –১৩

স্ত্রী	দুই সহোদরা বোন	বৈপিত্রেয় বোন ১জন	
৩/১২	৮/১২	২/১২	= ১৩/১২

২। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-১২ আউল -১৫

স্ত্রী	দুই সহোদরা ভগ্নী	দুই বৈপিত্রেয় ভাই-বোন	
৩/১২	৮/১২	৪/১২	= ১৫/১২

৩। মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-১২ আউল -১৭

স্ত্রী	দুই সহোদরা ভগ্নী	মাতা	দুই বৈপিত্রেয় ভগ্নী	
৩/১২	৮/১২	২/১২	৪/১২	= ১৭/১২

হানাফী মাযহাব অনুসারে ২৪ এর আউল শুধু ২৭ হতে পারে। এর অধিক হতে পারে না। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট ২৪ সংখ্যার আউল ৩১ পর্যন্ত হতে পারে, যথা-মাসআলায়ে মিম্বারিয়্যাহ। একদা হযরত আলী (রাঃ) কে কুফার জামে মসজিদে ভাষণ দান কালে তাকে ফারায়েয সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেই জন্য এটিকে মাসআলায়ে মিম্বারিয়্যাহ বলা হয়। তার বিবরণ এই-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-২৪ আউল -২৭

স্ত্রী	দুই কন্যা	পিতা	মাতা	
৩/২৪	১৬/২৪	৪/২৪	৪/২৪	= ২৭/২৪

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মতানুসারে ২৪ সংখ্যার আউল ৩১ সংখ্যা পর্যন্ত হতে পারে, তার উদাহরণ এই-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-২৪ আউল -৩১

স্ত্রী	দুই সহোদরা ভগ্নী	মাতা	দুই বৈপিত্রেয় ভগ্নী	কাফের পুত্র	
৩/২৪	১৬/২৪	৪/২৪	৮/২৪	বঞ্চিত	= ৩১/২৪

কাফের পুত্র আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে বাধাদানকারী হয় না, আর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতানুসারে হাজবে নুকসান প্রকারের বাধাদায়ক হয়। তাই স্ত্রীকে ১/৪ অংশের স্থলে ১/৮ অংশ দেওয়া হয়েছে। আর মাতাকে ১/৬ অংশ এবং সহোদরা ভগ্নীকে ২/৩ দুই তৃতীয়াংশ এবং বৈপিত্রেয় দুই বোনকে ১/৩ এক তৃতীয়াংশ দেয়া হয়েছে। আর কাফের পুত্র বাধাপ্রাপ্ত রয়ে গেল।

فصل فی معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين

দুইটি সংখ্যার মধ্যে সমতুল, অন্তর্ভুক্তি, কৃত্রিম ও মৌলিক সম্পর্কের পরিচয়ের বিবরণ

تَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ اَحَدِ هِمَا مُسَاوِيًا لِّلْاٰخَرِ وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يُّعِدَّ اَقَلُّهُمَا الْاَكْثَرَ اَیْ يُّفْنِيْهِ اَوْ نَقُوْلَ هُوَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْاَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيْحَةً اَوْنَقُوْلَ هُوَ اَنْ يُّزِيْدَ عَلَى الْاَقَلِّ مِثْلَهٗ اَوْ اَمْثَالُهٗ فَيُسَاوِیَ الْاَكْثَرَ اَوْنَقُوْلَ هُوَ اَنْ يَّكُوْنَ الْاَقَلُّ جُزْءً لِّلْاَكْثَرِ مِثْلُ ثَلٰثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ اَنْ لَّا يُعِدَّ اَقَلُّهُمَا الْاَكْثَرَ وَلٰكِنْ يُّعِدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِيْنَ تُعِدُّهُمَا اَرْبَعَةٌ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبْعِ لِاَنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مَخْرَجٌ لِّجُزْءِ الْوَفْقِ-

অর্থ – দুটি সংখ্যা সমতুল বললে একটি অপরটির সমান হওয়া বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন দুটি সংখ্যার মধ্যে তাদাখুলের সম্পর্ক বলতে একটি অপরটির অন্তর্ভূক্ত বা ছোট সংখ্যাটি দ্বারা বড় সংখ্যাটি বিভাজ্য বুঝায়। অথবা আমরা বলতে পারি যে, বড়টিকে ছোটটির সমান করে ভাগ করলে ভাগ ফল মিলে যায়। এরূপও বলা যেতে পারে যে, ছোট সংখ্যাটিকে এক গুণ বা কয়েক গুণ করে বাড়ালে অবশেষে ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যাটির সমান হয়ে যায়। অথবা বলা যেতে পারে, ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যাটির একটা অংশ, যথা-তিন ও নয়। দুই সংখ্যার মধ্যে تـوافـق -এর অর্থ এই যে ছোট সংখ্যা দ্বারা বড় সংখ্যাটি সমানভাবে ভাগ করা যায় না; বরং তৃতীয় একটি সংখ্যা উভয়টিকে ভাগ করে। এটিকে تـوافـق বা কৃত্রিম বলে। যথা-৮ ও ২০। চার সংখ্যাটি উভয়কে ভাগ করতে পারে। সুতরাং আট ও কুড়ি সংখ্যা দুটিকে চতুর্থাংশে تـوافـق বা কৃত্রিম বলা যাবে। কেননা উভয় সংখ্যা দুটির হর সেই গুণনিয়ক বা উৎপাদক হবে।

وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ اَنْ لَّايُعِدَّ الْعَدَدَيْنِ مَعًاعَدَدٌ ثَالِثٌ كَالتِّسْعَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ وَطَرِيْقُ مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يَّنْقُصَّ مِنَ الْاَكْثَرِ بِمِقْدَارِ الْاَقَلِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا حَتّٰى اتَّفِقَا فِىْ دَرَجَةٍ وَّاحِدَةٍ فَانِ اتَّفَقَا فِىْ وَاحِدٍ فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمَا وَاِنِ اتَّفَقَافِىْ عَدَدٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِذٰلِكَ الْعَدَدِ فَفِى الْاِثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ وَفِى الثَّلٰثَةِ بِالثُّلُثِ وَفِى الْاَرْبَعَةِ بِالرُّبُعِ هٰكَذَا اِلَى الْعَشَرَةِ وَفِىْ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ يَتَوَافَقَانِ بِجُزْءٍ مِّنْهُ اَعْنِىْ فِىْ اَحَدَ عَشَرَ بِجُزْءٍ مِّنْ اَحَدَ عَشَرَ وَفِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ بِجُزْءٍ مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَاعْتَبِرْ هٰذَا-

অর্থ ঃ যে দুটি সংখ্যার সাধারণ তৃতীয় কোন উৎপাদক (ভাজক বা বন্টনকারী) নাই, তাকে তাবায়ুন বা মৌলিক বলে, যথা-৯ ও ১০।

ভিন্ন ভিন্ন দুটি সংখ্যার মধ্যে কৃত্রিম (توافق) না মৌলিক (تبائن) সম্পর্ক রয়েছে তা চিনবার পদ্ধতি হল বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি একবার বা কয়েকবার উভয় পক্ষ থেকে বিয়োগ করবে, যাতে সংখ্যা দুটি কোন এক স্তরে গিয়ে সমান হয়। যদি এক- এ গিয়ে সমান হয়, তবে বুঝতে হবে, তাদের কোন সাধারণ উৎপাদক (وفق) নাই, তারা পরস্পর মৌলিক। আর যদি কোন স্তরে গিয়ে সমান হয়, তা হলে তারা সেই সংখ্যা দ্বারাই কৃত্রিম। সেই স্তরের সংখ্যাটিই তাদের উৎপাদক (উফুক)। কাজেই উৎপাদক দুই হলে অর্ধেকে মিল। আর তিন হলে এক তৃতীয়াংশে মিল, চার হলে এক চতুর্থাংশে মিল। এরূপ ১০ পর্যন্ত চলবে। আর দশের পর (যে কোন সংখ্যা হলে) সেই সংখ্যার অংশের মিল বলা যাবে। এগার এর মধ্যে এগার ভাগের এক অংশের (ভাগের) মিল। আর পনর এর মধ্যে পনর ভাগের এক অংশের মিল বলা যাবে, অতঃপর এভাবেই বাকীগুলি বুঝে নিতে হবে।

بَابُ التَّصْحِيْحِ

বন্টন বিশুদ্ধকরণ অধ্যায়

يَحْتَاجُ فِىْ تَصْحِيْحِ الْمَسَائِلِ اِلٰى سَبْعَةِ اُصُوْلٍ ثَلٰثَةٌ بَيْنَ السِّهَامِ
وَالرُّؤُسِ وَاَرْبَعَةٌ بَيْنَ الرُّؤُسِ وَالرُّؤُسِ اَمَّا الثَّلٰثَةُ فَاَحَدُهُمَا اِنْ كَانَتْ
سِهَامُ كُلِّ فَرِيْقٍ مُّنْقَسِمَةً عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ فَلَا حَاجَةَ اِلَى الضَّرْبِ
كَاَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ- وَالثَّانِىْ اِنِ انْكَسَرَ عَلٰى طَائِفَةٍ وَّاحِدَةٍ وَلٰكِنْ بَيْنَ
سِهَامِهِمْ وَرُؤُسِهِمْ مُوَافَقَةٌ فَيُضْرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُؤُسِ مَنِ انْكَسَرَتْ
عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَعَوْلِهَا اِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَاَبَوَيْنِ
وَعَشَرِبَنَاتٍ اَوْ زَوْجٍ وَاَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ-

অর্থ ঃ মাসআলা সমূহকে তাসহীহ অর্থাৎ (সম্পত্তি বন্টন কালে) মূল ল. সা. গু. কে বিশুদ্ধ করতে হলে সাতটি নিয়মের প্রয়োজন। তিনটি নিয়ম, প্রাপ্ত অংশ ও ওয়ারিছগণের সংখ্যা হিসাবে, আর চারটি ওয়ারিছগণের সংখ্যা হিসাবে। ১ম তিনটির একটি হল, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ যদি তাদের লোক সংখ্যা অনুসারে ভগ্নাংশ ছাড়া ভাগ মিলে যায়; তা হলে গুণ করার (অর্থাৎ গুণ করে ভাঙ্গবার) দরকার হয় না। যথা-পিতা, মাতা ও ২কন্যার বেলায়। দ্বিতীয় নিয়ম এই- যদি এক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ হয় এবং অংশিদারদের সংখ্যা ও প্রাপ্য অংশের মধ্যে তাওয়াফুক বা কৃত্রিম সম্পর্ক থাকে তা-হলে ভগ্নাংশ সংঘটিত ও ওয়ারিছদের সংখ্যার وفق (উৎপাদক) দিয়ে মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। আর যদি আউল হয় তবে আউলকে গুণ করতে হবে। যথা-পিতা, মাতা ও দশ কন্যা অথবা স্বামী, পিতা, মাতা ও ছয় কন্যা।

মৃত শরীফ	মাসআলা (ল. সা. গু)-৬		
	পিতা	মাতা	দুই কন্যা
	১/৬	১/৬	৪/৬

ব্যাখ্যা ঃ তাসহীহ শব্দের আভিধানিক অর্থ-বিশুদ্ধ করা। আর ফারায়েযের পরিভাষায় তাসহীহ অর্থ একাধিক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশের প্রয়োজন দেখা দিলে এমন ছোট সংখ্যা দ্বারা অংশ বের করা, যা দ্বারা অংশিদারদের প্রাপ্যাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। سهم এর বহুবচন سهام অর্থ- অংশ। এখানে ওয়ারিছের প্রাপ্যাংশ বুঝানো হয়েছে। رأس এর বহুবচন رؤس অর্থ-লোক সংখ্যা। এখানে অংশিদারদের অংশ নির্ণয়ের ৭টি নিয়ম বলা হয়েছে। তম্মধ্যে তিনটি নিয়ম অংশ ও অংশিদারদের সাথে সম্পর্কিত।

১ম নিয়ম প্রত্যেক ওয়ারিছের অংশ ও সংখ্যার যদি কোন ভগ্নাংশের প্রয়োজন না হয়, তবে গুণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন হয় না যেমন–

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬

পিতা	মাতা	দুই কন্যা
$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{৪}{৬}$

উক্ত মাসআলাতে পিতা $\frac{১}{৬}$ মাতা $\frac{১}{৬}$ আর প্রত্যেক কন্যা $\frac{১}{৬}$ করে অংশ পাবে। এখানে অংশগুলি ভগ্নাংশ ছাড়াই বন্টন হয়েছে। শুধুমাত্র কন্যার অংশের মধ্যে তাদাখুল অর্থাৎ অন্তর্ভূক্তি সম্পর্ক হয়েছে। আর পিতা ও মাতার অংশের মধ্যে تماثل অর্থাৎ সমতুল সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের মধ্যে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয় না বলে ضرب তথা গুণেরও প্রয়োজন হয় না, অতএব উক্ত মাসআলায় তাসহীহ এরও প্রয়োজন নাই।

২য় নিয়ম (ক)

মৃত শরীফ — মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)-৬×৫তাসহীহ-৩০

কন্যা দশ জন	মাতা	পিতা
$\frac{৪\times৫}{৬\times৫}$ / $\frac{২০}{৩০}$	$\frac{১\times৫}{৬\times৫}$ / $\frac{৫}{৩০}$	$\frac{১\times৫}{৬\times৫}$ / $\frac{৫}{৩০}$

এস্থানে ৪ কে দশজনের মধ্যে ভাগ করা যায় না। ৪ ও ১০ পরস্পর কৃত্রিম সংখ্যা এবং তাদের গ. সা. গু হল ২। এই দুই দ্বারা অংশিদারদের ১০ সংখ্যাকে ভাগ করায় ভাগফল ৫ হল। এই ৫ দিয়ে গ, সা, গু, কে গুণ করায় তাসহীহ হল ৩০। এখন আবার প্রত্যেকের অংশকে ৫ দিয়া গুণ করাতে ভাগ মিলে গেল।

(খ) আউলের উদাহরণ (সাধারণ বর্দ্ধিত হর)

মৃত শাহেদা — মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)-১২/আউল-১৫/ তাসহীহ-৪৫

স্বামী	পিতা	মাতা	৬কন্যা
$\frac{১}{৪}$ / $\frac{৩}{১২}$ / $\frac{৯}{৪৫}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$ / $\frac{৬}{৪৫}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$ / $\frac{৬}{৪৫}$	$\frac{২}{৩}$ / $\frac{৮}{১২}$ / $\frac{২৪}{৪৫}$

এখানে স্বামী $\frac{১}{৪}$ পিতা $\frac{১}{৬}$ মাতা $\frac{১}{৬}$ এবং কন্যাগণ $\frac{২}{৩}$ পাবে। এই নিয়মে ল. সা. গু. ১২ ধরে অতঃপর ১৫ দ্বারা আউল হল। কন্যাগণ $\frac{২}{৩}$ অংশ হিসেবে জনে ৮ পেল। ৬ জনের মধ্যে ৮ বন্টন না হওয়াতে লোক সংখ্যা ৬ ও অংশ ৮ এর মধ্যে তওয়াফুক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় লোক সংখ্যা ৬-এর وفق তিন হল। সেই وفق দিয়ে আউল ল. সা. গু ১৫ কে তিন দিয়ে গুণ করায় ৪৫ দিয়া ল. সা. গু তাসহীহ হল। অতঃপর অংশিদারদের সকলের অংশ সঠিকভাবে বন্টন হল।

وَالثَّالِثُ اَنْ لَّا تَكُوْنَ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُؤُسِهِمْ مُوَافَقَةٌ فَيُضْرَبُ كُلُّ عَدَدِ رُؤُسٍ مَنِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِى اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَعَوْلِهَا اِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَاَبٍ وَاُمٍّ وَخَمْسِ بَنَاتٍ اَوْزَوْجٍ وَخَمْسِ اَخَوَاتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ

অর্থ ঃ তৃতীয় নিয়ম এই যে, যদি লোক সংখ্যা ও অংশের মধ্যে (توافق) না থাকে, তবে ~~ভগ্নাংশ সংঘটিত~~ সম্পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা মূল ল. সা. গু কে গুণ করতে হবে। কিংবা আউল হলে আউলকে গুণ করতে হবে। যথা-পিতা, মাতা ও ৫কন্যা অথবা স্বামী ও সহোদরা ৫ ভগ্নি।

ব্যাখ্যা ঃ যদি একই শ্রেণীর মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ বন্টন না হয় এবং অংশ ও অংশিদারদের মধ্যে توافق বা কৃত্রিম সম্পর্ক না হয়, বরং تبايق তথা মৌলিক সম্পর্ক হয়, তা হলে তাদের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা মূল ল. সা. গু কে গুণ করতে হয়। আর যদি ল. সা. গু আউল হয়, তবে লোকসংখ্যা দ্বারা আউলকে গুণ করতে হয়। যথা-

(ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬×৫তাসহীহ-৩০

~~২কন্যা দশ~~ জন	মাতা	৫কন্যা
১×৫/৬×৫ / ৫/৩০	১×৫/৬×৫ / ৫/৩০	২/৩ / ৪×৫/৬×৫ / ২০/৩০

(খ) মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)-১২/আউল-১৫/ তাসহীহ-৩৫

স্বামী	৫ সহোদরা ভগ্নী
১/২ / ৩×৫/৬×৫ / ১৫/৩০	২/৩ / ৪×৫/৬×৫ / ২০/৩০

১মটিতে কন্যাদের সংখ্যা-৫ আর প্রাপ্ত অংশ ৪, অতএব পরস্পরের মধ্যে تبايق (মৌলিক) সম্পর্ক। তাই ৫-লোকসংখ্যা দিয়ে মূল সংখ্যা ও অন্যদের অংশকে গুণ করে ল. সা. গু تصحيح করা হয়েছে। ২য় মাসআলাতে বোনের সংখ্যা-৫, আর প্রাপ্য অংশ-৪, অতএব ৪ ও ৫-এর মধ্যে تبايق (মৌলিক) সম্পর্ক হওয়ায় লোকসংখ্যা-৫ দ্বারা আউল-৭ কে গুণ করে ল. সা. গু ৩৫ দিয়ে تصحيح করা হয়েছে। এখন লোক সংখ্যা ও অংশ অনুসারে সঠিক বন্টন হয়েছে।

وَاَمَّا الْاَرْبَعَةُ فَاَحَدُهَا اَنْ يَّكُوْنَ الْكَسْرُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ وَلٰكِنْ بَيْنَ اَعْدَادِ رُءُوْسِهِمْ مُمَاثَلَةٌ فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُّضْرَبَ اَحَدُ الْاَعْدَادِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ مِثْلُ سِتِّ بَنَاتٍ وَّثَلٰثِ جَدَّاتٍ وَّثَلٰثَةِ اَعْمَامٍ وَالثَّانِىْ اَنْ يَّكُوْنَ بَعْضُ الْاَعْدَادِ مُتَدَاخِلًا فِى الْبَعْضِ فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُّضْرَبَ اَكْثَرُ الْاَعْدَادِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ مِثْلُ اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَّثَلٰثِ جَدَّاتٍ وَاِثْنَا عَشَرَ عَمًّا-

অর্থ ঃ অবশিষ্ট চার পদ্ধতির প্রথমটি এই যে, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে ভগ্নাংশ সংঘটিত হয়, অর্থাৎ লোকসংখ্যা অনুসারে অংশ না থাকে, কিন্তু লোকসংখ্যা ও অংশের মধ্যে مماثلت বা সমতুল সম্পর্ক হয়, তাহলে মূল সংখ্যাকে যে কোন এক শ্রেণীর অংশিদারের সংখ্যা দিয়ে গুণ করবে। যথা-মৃতের ৬-কন্যা, ৩-দাদী বা নানী ও ৩-চাচা।

২য় নিয়ম এই যে, যদি কোন শ্রেণীর অংশিদারের সংখ্যা অন্য দলের অংশিদারের অন্তর্ভুক্ত বা تداخل হয় তবে তার হুকুম এই যে, অংশিদারের বড় সংখ্যা দ্বারা মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যথা- মৃতের ৪-স্ত্রী, ৩-দাদী বা নানী, ১২-চাচা।

ব্যাখ্যা ঃ যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে ভাগ না মিলে, কিন্তু অংশিদারদের পরস্পরের মধ্যে হ্ন্হ্ব্জঞ্জ مماثلت সমপর্যায়ের সম্পর্ক হয়, তবে যে কোন অংশিদারের লোক সংখ্যা দিয়ে মূল সংখ্যাকে অথবা আউল হলে আউলকে গুণ করতে হবে।

মাসআলা (ল. সা. গু)-১২ তাসহীহ-১৪৪/ তাদাখুল

মৃত শরীফ

৬কন্যা	৩ দাদী বা নানী	৩ চাচা
$\frac{২}{৩}$/$\frac{৪}{৬}$/$\frac{৮}{১২}$	$\frac{১}{৬}$/$\frac{৩}{১৮}$	$\frac{১}{৬}$/$\frac{৩}{১৮}$

এখানে ৬-কন্যা সংখ্যা-৬ এবং প্রাপ্যাংশ-৪। ৬ ও ৪এর মধ্যে ২-দ্বারা توافق (কৃত্রিম)-এর সম্পর্ক। অতএব তার وفق তিন। দাদী বা নানী ও চাচার সংখ্যাও তিন তিন করে। কাজেই যে কোন এক সংখ্যা ৩-দ্বারা মূল ল. সা. গু গুণ করলেই ল. সা. গু ১৮ দ্বারা তাসহীহ হয়ে যাবে।

যদি কোন অংশীদারের সংখ্যা অপর অংশিদারের অন্তর্ভূক্ত বা উৎপাদক تداخل হয়, তবে অংশিদারদের বড় সংখ্যা দিয়ে মূল ল. সা. গুকে গুণ করতে হবে। যথা-

মাসআলা (ল. সা. গু)-১২ তাসহীহ-১৪৪/ তাদাখুল

মৃত শরীফ

৪স্ত্রী	৩ দাদী বা নানী	১২ চাচা
$\frac{১}{৪}$/$\frac{৩ \times ১২}{১২ \times ১২}$/$\frac{৩৬}{১৪৪}$	$\frac{১}{৬}$/$\frac{২ \times ১২}{১২ \times ১২}$/$\frac{২৪}{১৪৪}$	$\frac{১}{৬}$/$\frac{৭ \times ১২}{১২ \times ১২}$/$\frac{৮৪}{১৪৪}$

এখানে অংশিদারদের সংখ্যা যথাক্রমে-৪, ৩, ১২। এই সংখ্যাগুলির সম্পর্ক হল تداخل (অন্তর্ভুক্তি) তাই সকলের বড় সংখ্যা দিয়ে মূল ল. সা. গু গুণ করে ল. সা. গু তাসহীহ (সঠিক) করে অংশ মিলিয়ে দিয়ে বন্টন ঠিক করা হয়েছে।

وَالثَّالِثُ اَنْ يُّوَافِقَ بَعْضُ الْاَعْدَادِ بَعْضًا فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُّضْرَبَ وَفْقُ
اَحَدِ الْاَعْدَادِ فِيْ جَمِيْعِ الثَّانِيْ ثُمَّ مَابَلَغَ فِيْ وَفْقِ الثَّالِثِ اِنْ وَافَقَ
الْمَبْلَغُ الثَّالِثَ وَاِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِيْ جَمِيْعِ الثَّالِثِ ثُمَّ ~~المبلغ فى الرابع كذ~~
لك ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَمَانِيْ عَشَرَ بِنْتًا
وَخَمْسَ عَشَرَةَ جَدَّةً وَسِتَّةَ اَعْمَامٍ-

অর্থ ঃ তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, যদি অংশিদারদের শ্রেণীসমূহের লোকসংখ্যা পরস্পর وفق موافق অর্থাৎ কৃত্রিম হয়, তবে তার হুকুম এই যে, এক সংখ্যার وفق উৎপাদক দ্বারা দ্বিতীয় সংখ্যাকে গুণ করবে। তারপর গুণফল ও তৃতীয় সংখ্যার মধ্যে মুয়াফাকাত موافقت হলে তার وفق (উৎপাদক) দ্বারা গুণ করবে। তারপর সেই গুণ ফল দ্বারা ল. সা. গু গুণ করবে। সেই গুণ ফলই তাসহীহ হবে। যথা-৪ স্ত্রী, ১৮-কন্যা, ১৫-দাদী বা নানী ও ৬-চাচা।

ব্যাখ্যা ঃ যদি ওয়ারিশগণের মধ্যে কোন কোন ওয়ারিশের সংখ্যা অপর সংখ্যার مو افق (কৃত্রিম) হয়, তবে এক সংখ্যার وفق (উৎপাদক) দ্বারা অন্য পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। তারপর উক্ত গুণফল ও তৃতীয় সংখ্যা যদি পরস্পর فق موافق হয়, তবে তৃতীয় সংখ্যার وفق (উৎপাদক) দ্বারা গুণফলকে গুণ করতে হবে। আর যদি তৃতীয় সংখ্যাটি موافق না হয়ে مُتَبَايِن (মৌলিক) হয়, তবে পূর্ণ সংখ্যাকে তৃতীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে। তারপর এই গুণফলের সঙ্গে ৪র্থ সংখ্যার সম্পর্ক দেখতে হবে। ৪র্থ সংখ্যার وفق বা পূর্ণ সংখ্যার গুণফল দ্বারা মূল ল. সা. গু গুণ করতে হবে। সর্বশেষ গুণ ফলই তাসহীহ হবে। যথা–

মাসআলা (ল. সা. গু)-৬ তাসহীহ-১৮/ মুমাসালাত

মৃত শরীফ

৪ স্ত্রী	১৮ কন্যা	১৫ দাদী বা নানী	৬ চাচা
$\frac{১}{৮}$ / $\frac{৩ \times ১৮০}{২৪ \times ১৩০}$ / $\frac{৫৪০}{৪৩২০}$	$\frac{২}{৩}$ / $\frac{১৬ \times ১৮০}{২৪ \times ১৮০}$ / $\frac{২৮৮০}{৪৩২০}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৪ \times ১৮০}{২৪ \times ১৮০}$ / $\frac{৭২০}{৪৩২০}$	$\frac{১ \times ১৮০}{২৪ \times ১৮০}$ / $\frac{১৮০}{৪৩২০}$

উপরোল্লিখিত মাসআলাটির বিবরণ এইরূপ। অংশিদারদের সংখ্যা হল-৪, ১৮, ১৫, ৬। এ চারটি সংখ্যার যে কোন দুটির পরস্পর সম্পর্ক দেখতে হবে। প্রথমতঃ ৪ ও ১৮ নেওয়া হল। এ দুটি সংখ্যার মধ্যে توافق (কৃত্রিম) সম্পর্ক বিদ্যমান। অতএব একটির وفق ও অপরটি গুণ করতে হবে। যথা- ২ × ১৮ =৩৬ অথবা-৪ × ৯=৩৬। তারপর ৩৬-এর সঙ্গে পরবর্তি সংখ্যা ১৫-এর সম্পর্কও তাওয়াফুক। এই একটার وفق অন্য সংখ্যার সাথে গুণ করতে হবে। যথা-৩৬ × ৫=১৮০ হল। (১৫ এর উফুক-৫)

অথবা–১৫×১২=১৮০ হল। (৩৬-এর উফুক–১২)।

এখন ১৮০ এর সঙ্গে ৬-এর تداخل সম্পর্ক হওয়াতে গুণের প্রয়োজন নেই। সুতরাং মাযরূব-১৮০ দ্বারা ল. সা. গু-২৪ কে গুণ করলে ল. সা. গু তাসহীহ হল ৪৩২০। এখন ৪৩২০ থেকে ৪ স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ ৪৩২০ ÷ ৮ = ৫৪০ পেল। ১৮ কন্যা $\frac{২}{৩}$ অংশ ৪৩২০ ÷ ৩ = ১৪৪০ × ২ = ২৮৮০ পেল।

১৫ দাদী বা নানী $\frac{১}{৬}$ অংশ ৪৩২০ ÷ ৬ = ৭২০ পেল। ৬ চাচা আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট (৫৪০ + ২৮৮ + ৭২০ = ৪১৪০। ৪৩২০ –৪১৪০ =১৮০) ১৮০ পেল।

وَالرَّابِعُ اَنْ تَكُوْنَ الْاَعْدَادُ مُتَبَائِنَةً لَايُوَافِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُّضْرَبَ اَحَدُ الْاَعْدَادِ فِىْ جَمِيْعِ الثَّانِىْ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِىْ جَمِيْعِ الثَّالِثِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِىْ جَمِيْعِ الرَّابِعِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَامْرَأَتَيْنِ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرِ بَنَاتٍ وَسَبْعَةِ اَعْمَامٍ-

অর্থ ঃ ৪র্থ পদ্ধতি এই যে, যদি সংখ্যাসমূহ মৌলিক হয়, কোনটাই মুয়াফিক (কৃত্রিম) না হয়, তবে তার হুকুম এই যে, কোন একটি সংখ্যা দ্বারা অপরটা গুণ করবে। তারপর গুণফল দ্বারা তৃতীয় অন্য একটি সংখা গুণ করবে। তারপর তার গুণফল দ্বারা ৪র্থ সংখ্যা গুণ করবে। এইভাবে গুণ করে যাবে। অতঃপর মূল সংখ্যাকে গুণ করবে। যথা-২স্ত্রী, ৬- দাদা না নানী, ১০ কন্যা, ৭ চাচা।

ব্যাখ্যা ঃ অংশিদারদের সব সংখ্যাগুলো যদি تباين বা মৌলিক হয়, তবে একটাকে অপরটা দিয়া ক্রমান্বয়ে সবগুলিই গুণ করলে পরে মূল সংখ্যা গুণ করবে। অতঃপর অংশ অনুসারে বন্টন করবে। যথা-

মৃত শরীফ	মাসআলা (ল. সা. গু) ২৪ তাসহীহ–৫০৪০/ মাযরূব–২১০			
	২স্ত্রী	৬ দাদী বা নানী	১০–কন্যা	৭–চাচা
	$\frac{১}{৮}$ / $\frac{৩}{২৪}$ / $\frac{৬৩০}{৫০৪০}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৪}{২৪}$ / $\frac{৮৪০}{৫০৪০}$	$\frac{২}{৩}$ / $\frac{১৬}{২৪}$ / $\frac{৩৩৬০}{৫০৪০}$	$\frac{১}{২৪}$ / $\frac{২১০}{৫০৪০}$

উক্ত মাসআলাতে ছয় দাদীও অংশ ৪-এর মধ্যে توافق বা কৃত্রিম সম্পর্ক, আর وفق হলে -৩। আর দশ কন্যা ও অংশ ১৬-এর মধ্যে توافق এর সম্পর্ক এবং وفق ৫। এই হিসাবে অংশিদারদের সংখ্যা হল ২, ৩, ৫,৭। এরা পরস্পরের মধ্যে تباين সম্পর্কধারী। অতএব ২ × ৩ × ৫ × ৭ =২১০ হল মাযরূব। একে মুল ল. সা. গুতে গুণ করলে ২৪ × ২১০ = ৫০৪০ তাসহীহ হবে। এখন স্ত্রীর অংশ হবে ৫০৪০ ÷ ৮ = ৬৩০, আর দাদীর অংশ হল ৫০৪০ ÷ ৬ = ৮৪০। আর কন্যাদের অংশ হল $\frac{২}{৩}$ = ৫০৪০ ÷ ৩ = ১৬৮০ × ২ = ৩৩৬০। আর চাচার অবশিষ্ট অংশ হল। (৬৩০ + ৮৪০ + ৩৩৬০ = ৪৮৩০। ৫০৪০ – ৪৮৩০) = ২১০।

فصل وَإِذَا أَرَدْتَّ اَنْ تَعْرِفَ نَصِيْبَ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنَ التَّصْحِيْحِ فَاضْرِبْ مَاكَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فِى مَاضَرَبْتَهُ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَمَا حَصَلَ كَانَ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ وَإِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَعْرِفَ نَصِيْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ فَاقْسِمْ مَاكَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ عَلٰى عَدَدِ رُءُوْسِهِمْ ثُمَّ اضْرِبِ الْخَارِجَ فِى الْمَضْرُوْبِ فَالْحَاصِلُ نَصِيْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ-

অর্থ ঃ আর যদি তুমি তাসহীহ থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর অংশিদারদের অংশ জানতে চাও, তবে তা কয়েকটি পদ্ধতিতে জানা যায়)।

১। প্রত্যেক শ্রেণীর আসল মাসআলা থেকে যা পেয়েছে, তাকে ঐ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে, যা দ্বারা মূল মাসআলাটি গুণ করা হয়েছে। সেই গুণ ফলই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ হবে।

২। যখন তুমি প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ স্বতন্ত্রভাবে জানতে চাও, তখন মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক শ্রেণীর যে যা পাবে, তাকে প্রত্যেক শ্রেণীর অংশিদারদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে। তার সেই ভাগ ফলকে মূল মাসআলার ল. সা. গু (المضروب।) দিয়ে গুণ করবে। উক্ত গুন ফলই সেই শ্রেণীর প্রত্যেকের পৃথক অংশ হবে।

ব্যাখ্যা ঃ فصل واذا اردت ان تعرف গ্রন্থকার তাসহীহ এর নিয়মাবলীর বর্ণনা দিবার পর এখন তাসহীহ দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক অংশিদারদের অংশ দেওয়ার নিয়মাবলী আলোচনা করছেন। এই বিষয় আলোচনা করার পর সর্বমোট চারটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, যা অনুবাদের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তবুও অধিক পরিষ্কারভাবে বুঝাবার জন্য মাসআলাটি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু) ২৪ তাসহীহ–৫০৪০/ মাযরূব–২১০

২স্ত্রী	৬ দাদী বা নানী	১০ কন্যা	৭ চাচা
$\frac{১}{৮}$ / $\frac{৩}{২৪}$ / $\frac{৬৩০}{৫০৪০}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৪}{২৪}$ / $\frac{৮৪০}{৫০৪০}$	$\frac{২}{৩}$ / $\frac{১৬}{২৪}$ / $\frac{৩৩৬০}{৫০৪০}$	$\frac{১}{২৪}$ / $\frac{২১০}{৫০৪০}$

এখানে স্ত্রী, কন্যা, দাদী ও চাচা প্রত্যেক দলের লোককে শ্রেণী বলা হয়েছে। ত্যাজ্য সম্পত্তিকে প্রথমতঃ যত অংশে ভাগ করা হয়েছে, (যথা ২৪) তাকে মুল ল. সা. গু বলা হয়েছে। আর অংশিদাররের অংশগুলিকে (যথা ৩, ৪, ১৬ ও ১-কে) প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ বলা হয়েছে। ফারায়েযের মাসআলা অনুসারে (কয়েক শ্রেনীতে অংশ ভগ্নাংশ হলে অর্থাৎ অংশ ভাঙ্গা পড়লে যে নিয়ম অবলম্বন করতে হয়, সেই নিয়মানুসারে লোকসংখ্যার অংকের গুণ ফলকে মাযরূব বা গুণিতক বলে) মাযরূব হল ২১০। এই মাযরূবকে মূল ল. সা. গু. ২৪ দ্বারা গুণ করার পর যা হয়েছে, যথা-৫০৪০, তাকে তাসহীহ বলা হয়েছে।

نصيب كل فري-ইহা দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশের বর্ণনা হয়েছে-

نصيب كل واحد -এখান থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অংশিদারের প্রাপ্ত অংশের বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ৪টি নিয়ম বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উপরে একটি মাসআলার উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই স্ত্রী মূল ল. সা. গু থেকে ৩ পেল। তিনকে দুই ভাগ করায় প্রত্যেকের অংশ $১\frac{১}{২}$ হল। তারপর তাকে মাযরূব দ্বারা গুণ করা ৩১৫ হল। এটি প্রত্যেক স্ত্রীর অংশ। কন্যাগণ মূল ল. সা. গু হতে ১৬ পেয়েছিল। তাদের দশ জনের মধ্যে ১৬ কে ভাগ করলে প্রত্যেকে $১\frac{৬}{১০}$ অংশ পায়। অতএব এই $১\frac{৬}{১০}$ ভগ্নাংশকে ২১০ দিয়ে গুণ করলে গুণ ফল ৩৩৬ প্রত্যেক কন্যার অংশ হবে। অনুরূপ দাদীগণ মূল সংখ্যা হতে ৪ পেল। তাদের ৬ জনের মধ্যে ৪-কে ভাগ করলে প্রত্যেকে $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়। তাকে ২১০ মযরূব দিয়ে গুণ করলে প্রত্যেকে ১৪০ করে পায়। তারপর ৭ চাচা মূল ল. সা. গু হতে ১ পেল। এই এক, ৭ জনের মধ্যে ভাগ করলে প্রত্যেকে $\frac{১}{৭}$ অংশ পায়। একে মাযরূব ২১০ দিয়ে গুণ করলে ($\frac{১}{৭} \times ২১০ = \frac{২১০}{৭} = ৩০$) প্রত্যেকে ৩০ করে পায়, এরূপে প্রত্যেকের অংশ নির্ণয় করা যাবে।

وَوَجْهٌ اٰخَرُوَهُوَ اَنْ تُقَسِّمَ الْمَضْرُوْبَ عَلٰى اَيِّ فَرِيْقٍ شِئْتَ ثُمَّ اضْرِبِ الْخَارِجَ فِىْ نَصِيْبِ الْفَرِيْقِ الَّذِىْ قَسَّمْتَ عَلَيْهِمُ الْمَضْرُوْبَ فَالْحَاصِلُ نَصِيْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ وَوَجْهٌ اٰخَرُ وَهُوَطَرِيْقُ النِّسْبَةِ وَهُوَ الْاَوْضَحُ وَهُوَ اَنْ تَنْسِبَ سِهَامَ كُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ اِلٰى عَدَدِ رُءُوْسِهِمْ مُفْرَدًا ثُمَّ تُعْطِىْ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْمَضْرُوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ-

অর্থ ঃ ৩। আরেকটি পদ্ধতি এই যে, তুমি যে শ্রেণীতেই মূল সংখ্যা ল, সা, গু-কে ভাগ করতে চাইবে, তার প্রত্যেকের মধ্যে মাযরূবকে হার অনুসারে ভাগ করে দিবে। তারপর উক্ত শ্রেণীর প্রত্যেক অংশকে সেই ভাগ ফল দ্বারা গুণ করবে। এ গুণ ফলই সেই শ্রেণীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ হবে।

৪। আরেকটি পন্থা, যা অধিক স্পষ্ট, তা এই যে, মূল ল. সা. গু থেকে প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক দলের অংশিদারদের সংখ্যার সাথে তার সম্বন্ধ ঠিক করবে। তারপর সেই সম্বন্ধের হারে মাযরূব (গুণিতক) থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে অংশ দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা ঃ وجه اخر -এখান থেকে গ্রন্থকার আর একটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন। মাযরূবকে লোকসংখ্যা হিসাবে ভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ দিয়ে গুণ করলেও প্রত্যেক অংশিদারের অংশ নির্ণীত হয়। যথা-

মাযরূব ২১০ দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করলে ১০৫ হয়, একে মূল ল. সা. গু থেকে প্রাপ্ত অংশ ৩ দিয়ে গুণ করলে ১০৫ × ৩ = ৩১৫ প্রত্যেকের অংশ হল। এরূপে ২১০ মাযরকে ৬ দাদীর মধ্যে ভাগ করলে ৩৫ হয় সেটিকে মুল ল. সা. গুর প্রাপ্ত অংশ ৪ দিয়ে গুণ করলে ৩৫ × ৪=১৪০ প্রত্যেক দাদীর অংশ হল। তদ্রূপ মাযরুব ২১০ কে ৭-চাচার মধ্যে ভাগ কররে ২১০ ÷৭ = ৩০ হয়, তাকে প্রাপ্ত অংশ ১ দিয়ে গুণ করলে ৩০ × ১ = ৩০ প্রত্যেক চাচার অংশ হবে।

আরেকটি নিয়ম এই যে, প্রত্যেক শ্রেণী মুল ল. সা. গু. থেকে যত পাবে সেই সংখ্যাকে সেই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত গুণ হয়, মাযরূব থেকে তত গুণ প্রত্যেক অংশিদারের অংশ হবে, যথা-২ স্ত্রীর প্রাপ্ত অংশ ৩। একে ২ দিয়ে ভাগ করলে $\frac{১}{২}$ হয়। অতএব মাযরূবের ১ $\frac{১}{২}$ দেড় অংশ (২১০ × ১ $\frac{১}{২}$ = ৩১৫) প্রত্যেক অংশীদারের অংশ হবে। এইরূপ ছয় দাদীর অংশ ৪ কে ভাগ করলে ৪ ÷ ৬.= $\frac{২}{৩}$ হল। অতএব, মাযরূব ২১০-এর $\frac{২}{৩}$ অংশ (২১০ ÷ ৩ = ৭০ × ২ = ১৪০) ১৪০ প্রত্যেকের অংশ হল। আর দশ কন্যার অংশ হল ১৬ ÷১০ =১$\frac{৩}{৫}$ অংশ অতএব মাযরূব ২১০ এবং ১$\frac{৩}{৫}$ অংশ (২১০ পূর্ণ $\frac{৩}{৫}$ হল ২১০ ÷ ৫ = ৪২ × ৩ = ১২৬ + ২১০ = ৩৩৬) ৩৩৬ হল প্রত্যেক দাদীর অংশ। এইরূপ চাচাদের অংশ হল মূল ল. সা. গু. হতে-১। তাকে মাযরূব ১ দ্বারা গুণ করে $\frac{১}{৭}$ অংশ (২১০ × ১ = ২১০ ÷৭ = ৩০) নিলে ৩০ প্রত্যেকের অংশ হবে।

فَصْلٌ فِىْ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ

অংশীদার ও পাওনাদারগণের মাঝে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন

اِذَاكَانَ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَالتَّرِكَةِ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيْحِ فِىْ جَمِيْعِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيْحِ مِثَالُهٗ بِنْتَانِ وَاَبَوَانِ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ-

وَاِذَاكَانَ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيْحِ فِىْ وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلٰى وَفْقِ التَّصْحِيْحِ فَالْخَارِجُ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْوَارِثِ فِى الْوَجْهَيْنِ هٰذَالْمَعْرِفَةِنَصِيْبِ كُلِّ فَرْدٍ-

অর্থ ঃ তাসহীহ এবং ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ যদি পরস্পর মুবায়িন (মৌলিক) হয়, তবে তাসহীহ (বিশুদ্ধ ল,

সা, গু) থেকে প্রত্যেক অংশিদার যে অংশ পেয়েছে তা দ্বারা ত্যাজ্য সম্পত্তিকে গুণ করবে। তারপর সেই গুণ ফলকে তাসহীহ দ্বারা ভাগ করবে। উদাহরণ-মৃতের দুই কন্যা, পিতা ও মাতা আছে। আর ত্যাজ্য সম্পত্তি মাত্র সাত দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। আর যদি তাসহীহ ও ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পরস্পর মুয়াফিক (কৃত্রিম) হয়, তবে প্রত্যেক অংশিদারের তাসহীহ হতে প্রাপ্ত অংশকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উফুকের সাথে গুণ করবে। তারপর তাসহীহ এর উফুক দ্বারা গুণফলকে ভাগ করবে। অতঃপর উভয় নিয়মেই এই ভাগফল সেই অংশিদারদের প্রাপ্ত সম্পত্তি হবে। এ হলো প্রত্যেক অংশিদারের অংশ জানবার নিয়ম।

ব্যাখ্যা ঃ فصل فى القسمة والتركات تركه-এর বহুবচন تركات আর وارث-এর বহুবচন ورثة আর غريم-এর বহুবচন غرماء - غريم শব্দটি পরস্পর বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট, অর্থাৎ-ঋণ গ্রহিতা ও ঋণদাতা। এখানে ঋণদাতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি তাসহীহ ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অংক পরস্পর মুবায়িন (মৌলিক) হয়, তবে তাসহীহ থেকে প্রাপ্ত অংশ দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংককে গুণ করতে হবে। তারপর গুণ ফলকে মূল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করবে। যথা-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬/ ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ–৭ দিনার

পিতা	মাতা	কন্যা	কন্যা
১/৬ / ১ ১/৬	১/৬ / ১ ১/৬	২/৬ / ২ ১/৩	২/৬ / ২ ১/৩

এখানে ২ কন্যা $\frac{২}{৩}$, পিতা $\frac{১}{৬}$, মাতা $\frac{১}{৬}$ পাবে। সুতরাং মাসআলাটির ল, সা, গু হবে ৬। এখানে ত্যাজ্য সম্পত্তি ৭ দীনার ও ল, সা, গু হল-৬, উভয়ের মধ্যে তাবায়ুন (মৌলিক) সম্পর্ক। অতএব প্রত্যেক কন্যা পাবে-৭ $\times$ ২ = ১৪ $\div$ ৬ = ২$\frac{১}{৩}$ দীনার। পিতা ও মাতা প্রত্যেকে পাবে-৭ $\times$ ১ = ৭ $\div$ ৬ = ১$\frac{১}{৬}$ দীনার।

اذاكان بين التصحيح والتركة –যদি তাসহীহ ও ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে মুয়াফাকাত (কৃত্রিম) সম্পর্ক হয়, তবে তার উদাহরণ

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৯/ ত্যাজ্যসম্পত্তির পরিমাণ ১২ দিনার

স্বামী	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	বৈপিত্রেয় ২ বোন
৩	২	২	২
১২ ÷ ৩ = ৪	৮ ÷ ৩ = ২ ২/৩	৮ ÷ ৩ = ২ ২/৩	৮ ÷ ৩ = ২ ২/৩ = ১২ দীনার

মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি ১২-দীনার এবং মূল ল. সা. গু ৬ থেকে আউল হয়ে ৯ হল। আর এই ৯ এবং ১২-এর মধ্যে توافق با لثلث অর্থাৎ- $\frac{১}{৩}$ দ্বারা কৃত্রিম সম্পর্ক। ৯-এর وفق অর্থাৎ উৎপাদক-৩ এবং ১২-এর وفق অর্থাৎ-উৎপাদক-৪। সুতরাং ৯ হতে প্রত্যেক অংশিদার যত পাবে তাকে ১২-এর উফুক (উৎপাদক) ৪ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৯-এর وفق (উৎপাদক) ৩-দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক অংশিদারের অংশ বের হয়ে যাবে। মুমাসালাত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অংশ বের করা সহজ বলে গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেন নাই।

أَمَّا لِمَعْرِفَةِ نَصِيْبِ كُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فِيْ وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلٰى وَفْقِ الْمَسْئَلَةِ إِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْئَلَةِ مُوَافَقَةٌ-

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ فِيْ كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَسْئَلَةِ فَالْخَارِجُ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا فِيْ قَضَاءِ الدُّيُوْنِ فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيْمٍ بِمَنْزِلَةِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْعَمَلِ وَمَجْمُوْعُ الدُّيُوْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيْحِ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ كُسُوْرٌ فَابْسُطِ التَّرِكَةَ وَالْمَسْئَلَةَ كِلْتَيْهِمَا أَيْ اجْعَلْهُمَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ثُمَّ قَدِّمْ فِيْهِ مَا رَسَمْنَاهُ-

অর্থ ঃ কিন্তু অংশিদারদের প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ জানবার নিয়ম এই যে, মূল ল. সা. গু থেকে প্রত্যেক শ্রেণী যা পেয়েছে, তাকে ত্যাজ্য সম্পত্তির অংকের উফুকের দ্বারা গুণ কর, তারপর গুণফলকে মূল ল. সা. গুর উফুক দিয়ে ভাগ কর, যদি সংখ্যা ও ত্যাজ্য সম্পত্তির অংক মুয়াফিক হয়। আর যদি উভয়ের (অর্থাৎ তাসহীহ ও ত্যাজ্য সম্পত্তির অংক) মুবায়িন (মৌলিক) হয়, তবে তাসহীহকে পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির অংক দ্বারা গুণ করবে। তারপর গুণফলকে মূল ল. সা. গু. দিয়ে ভাগ করবে। এরপর ভাগ ফল ঐ শ্রেণীর অংশ হবে, উভয় অবস্থায় (অর্থাৎ মৌলিক ও কৃত্রিম অবস্থায়)। কিন্তু ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনাকে প্রত্যেক অংশিদারের প্রাপ্ত অংশের স্থলে ধরে নিতে হবে এবং সমুদয় পাওনাকে তাসহীহ এর স্থলে ধরতে হবে। আর যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ভগ্নাংশ হয় (অর্থাৎ প্রাপ্ত অংশ প্রাপকদের মাঝে সমানভাবে বন্টন না হয়) তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি ও মূল ল. সা. গু উভয়ের মধ্যেই (মুয়াফাকাত, তাবায়ুন ও তাদাখুল-এর সম্পর্ক হিসাবে) ভগ্নাংশের নিয়ম মতে বন্টন করতে হবে। তারপর আমার (গ্রন্থকারের) পূর্ব বর্ণিত (অংশ ও তাসহীহ সম্পর্কীয় নিয়মানুসারে) যথারীতি ভাগ করে দিবে।

ব্যাখ্যা ঃ اما لمعرفة نصيب كل فريق -ত্যাজ্য সম্পত্তি ও মূল ল. সা. গু এর মধ্যে তাওয়াফুক-এর সম্পর্ক হলে তার উদাহরণ-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৯/ তাওয়াফুক ৩–সম্পদ/ ৩০ টাকা তাওয়াফুক–১০

স্বামী	৪জন সহোদরা বোন	বৈপিত্রেয় ২ বোন
৩	৪	২
১০×৩=৩০ ÷ ৩ =১০	১০×৪=৪০ ÷ ৩ =১৩ ১/৩	১০×২=২০ ÷ ৩ = ৬ ২/৩ = ৩০

এতে ল. সা. গু ৬ ধরে ৯-আউলে পৌছল। আর ত্যাজ্য সম্পদ হল ৩০ টাকা। ৯-আউল ও ৩০-সম্পদের অংকের মধ্যে توافق بالثلث (কৃত্রিম) সম্পর্ক হওয়ায়, তাওয়াফুকের নিয়ামানুসারে ৩০-এর

وفق (উৎপাদক) দশ দ্বারা স্বামীর প্রাপ্ত অংশ ৩-কে গুণ করে গুণ ফল ৩০-কে আউলের উফুক ৩-দিয়ে ভাগ করাতে স্বামীর অংশ দশ বের হল। তারপর ৩০-এর وفق দশ দিয়ে সহোদর ভগ্নির প্রাপ্ত অংশ ৪-কে গুণ করায় ৪০ হল। এরপর আউলের وفق ৩ দিয়ে ভাগ করাতে বোনদের অংশ বের হল ১৩ $\frac{১}{৩}$। এরূপ বৈপিত্রেয় বোনদের প্রাপ্ত অংশ দুইকে ৩০-এর وفق দশ দিয়ে গুণ করে আউলের وفق ৩ দিয়ে ভাগ করাতে ৬ $\frac{২}{৩}$ বের হল। এরূপে প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ বের হবে। অতঃপর উক্ত শ্রেণীর লোকসংখ্যা দিয়ে প্রাপ্ত অংকে ভাগ করলে প্রত্যেকের অংশ বের হবে।

মূল ল. সা. গু. ও ত্যাজ্য সম্পদের মধ্যে تباين (মৌলিক) সম্পর্ক হলে তার উদাহরণ-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৯/ ত্যাজ্য সম্পদ /৩২ টাকা

২বৈপিত্রেয় বোন	৪জন সহোদরা বোন	স্বামী
২	৪	৩
৩২×২=৬৪ ÷ ৯ = ৭ $\frac{১}{৯}$	৩২×৪=১২৮ ÷ ৯ = ১৪ $\frac{২}{৯}$,	৩২ ×৩=৯৬ ÷ ৯ = ১০ $\frac{২}{৩}$

উক্ত মাসআলায় ল. সা. গু. আউল-৯ ও ত্যাজ্য সম্পদ ৩২-এর মধ্যে তাবায়ুন (মৌলিক) সম্পর্ক হওয়াতে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশকে ত্যাজ্য সম্পদ ৩২-দিয়ে গুণ করে সেই গুণ ফলকে আউল ৯ দিয়ে ভাগ করায় প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ বের হল। তারপর তাদের লোকসংখ্যা দিয়ে প্রাপ্ত অংশকে ভাগ করলে প্রত্যেকের অংশ বের হয়ে যাবে।

امافى قضاء الديون -যখন মৃত ব্যক্তির ঋণ ত্যাজ্য সম্পদ হতে বেশী হবে, তখন উল্লিখিত নিয়মে দেওয়া হবে। কিন্তু ত্যাজ্য সম্পদ ঋণের সমান বা বেশী না হলে এরূপ বন্টন হবে না। ঋণ পরিশোধ করতে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে অংশিদারগণ পাবে। নতুবা অংশিদারগণ পাবে না। পাওনাদার বেশী হলে প্রত্যেককে তার হার অনুযায়ী দিতে হবে।

فَصْلٌ فِى التَّخَارُجِ

ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে সরে যাওয়ার বিবরণ

مَنْ صَالَحَ عَلٰى شَىْءٍ مَّعْلُوْمٍ مِّنَ التَّرِكَةِ فَاطْرَحْ سِهَامَهٗ مِنَ التَّصْحِيْحِ ثُمَّ اقْسِمْ مَابَقِىَ مِنَ التَّرِكَةِ عَلٰى سِهَامِ الْبَاقِيْنَ كَزَوْجٍ وَّاُمٍّ وَعَمٍّ فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلٰى مَافِىْ ذِمَّتِهٖ مِنَ الْمَهْرِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَتُقْسَمُ بَاقِى التَّرِكَةِ بَيْنَ الْاُمِّ وَالْعَمِّ اَثْلَاثًا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا سَهْمَانِ لِلْاُمِّ وَسَهْمٌ لِلْعَمِّ اَوْ زَوْجَةٍ وَاَرْبَعَةِ بَنِيْنَ فَصَالَحَ اَحَدُ الْبَنِيْنَ عَلٰى شَىْءٍ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَيُقْسَمُ بَاقِى التَّرِكَةِ عَلٰى خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَهْمًا لِلْمَرْاَةِ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةُ اَسْهُمٍ-

অর্থ ঃ যদি কোন অংশিদার সর্বসম্মতিক্রমে অংশিদারিত্বের অংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বস্তু বা সম্পত্তি নিয়ে আপোষ করে, তবে তাসহীহ থেকে তার অংশ বাদ পড়ে যাবে। তারপর অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তি অন্যান্য অংশিদারগণের মধ্যে তাদের হার অনুসারে ভাগ করবে। যথা-যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামী, মাতা ও চাচা রেখে মারা যায় এবং স্বামী মৃত স্ত্রীর মোহরের দেনার পরবর্তে নিজের প্রাপ্য ওয়ারিছী অংশ দিয়ে আপোষ করে সরে যায়, তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃতের মাতা ও চাচার মধ্যে তাদের অংশের হার অনুসারে তিন ভাগ করে দুই ভাগ মাতা ও এক ভাগ চাচা পাবে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি এক স্ত্রী ও চার পুত্র রেখে মারা গেল, অতঃপর কোন এক পুত্র নির্দিষ্ট কোন বস্তু গ্রহণ করে ওয়ারিছী স্বত্ব থেকে সরে গেল। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদের অংশ হারে ২৫ ভাগ করে ৩-ছেলে ২১-ভাগ ও স্ত্রী ৪-ভাগ পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ فاطرح سهام

১ম উদাহরণ-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল.সা.গু)-৬ টাকা/৩০০/-

স্বামী	মাতা	চাচা
৩	২/২০০	১/১০০

২য় উদাহরণ-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৮/তাসহীহ ৩২/-মাযরূব-৪

স্ত্রী	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
৪/৩২	৭/৩২	৭/৩২	৭/৩২	৭/৩২

যে জিনিষ বা সম্পদ দ্বারা আপোষ হয় তার পরিমাণ বেশী বা কম হোক, তাকে আপোষকারীর প্রাপ্য অংশের সমান বলে মনে করতে হবে। অতঃপর বন্টনের পর প্রাপ্য অংশ বাদ দিতে হবে। যেমন উপরের দুটি মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

২য় মাসআলায় স্ত্রী ও ৪ পুত্র আছে। তাদের মধ্যে কোন এক পুত্র নির্দিষ্ট কোন জিনিষ বা সম্পত্তি নিয়ে আপোষ করে স্বত্বের দাবী ছেড়ে চলে গেল। এই অবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তি ৩২ ভাগের স্থলে ২৫-ভাগ করে প্রতি ছেলে আসাবা হিসাবে ৭-ভাগ করে পাবে। আর স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ হিসাবে ৪-ভাগ পাবে।

باب الرد

বর্ধিত অংশের পুনর্বন্টন

اَلرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَلَا مُسْتَحِقَّ لَهٗ يُرَدُّ عَلٰى ذَوِي الْفُرُوْضِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ اِلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَبِهٖ اَخَذَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ اَلْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَبِهٖ اَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى-١٥

অর্থ ঃ রদ, আউলের বিপরীত। যবিল ফুরূযকে প্রাপ্যাংশ দেবার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী ওয়ারিশ যদি না থাকে, তবে উক্ত বর্ধিত সম্পত্তি ওয়ারিছদের অংশের হার অনুসারে যবিল ফুরুযদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করা হবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে দেওয়া যাবে না। অধিকাংশ আসহাবে কেরামের মত এটাই। আমাদের হানাফী আলেমগণও এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। আর হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন- অতিরিক্ত সম্পদ বাইতুল-মাল অর্থাৎ সরকারী কোষাগারে জমা দিবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রঃ)-এই মত গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ باب الرد-رد শব্দের অর্থ পুনর্বন্টন, এটি আউলের বিপরীত। ফারায়েযের পরিভাষায় আউলের অর্থ অংশিদারদের হার মত অংশ বন্টন করতে গিয়ে মূল ল. সা. গু হতে অংশ বেড়ে যাওয়া। আর যদি অংশিদারদের প্রাপ্য অংশ হতে মূল ল. সা. গু. বেশী হয় তাকে রদ বলে। সুতরাং মূল ল. সা. গু. হতে যা অতিরিক্ত হবে, তা স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য অংশিদারদের মধ্যে তাদের হার মত বন্টন করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের আলেমগণের মত। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামেরও এই মত। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম শাফেঈ' (রঃ)-এর মতানুসারে অতিরিক্ত সম্পদ বাইতুল মালে জমা দিবে (যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু থাকে)।

ثُمَّ مَسَائِلُ الْبَابِ عَلٰى اَقْسَامٍ اَرْبَعَةٍ اَحَدُهَا اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْمَسْئَلَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ رُءُوْسِهِمْ كَمَا لَوْتَرَكَ بِنْتَيْنِ اَوْاُخْتَيْنِ اَوْ جَدَّتَيْنِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ اِثْنَيْنِ وَالثَّانِىْ اِذَاجْتَمَعَ فِى الْمَسْئَلَةِ جِنْسَانِ اَوْ ثَلٰثَةُ اَجْنَاسٍ مِمَّنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ سِهَامِهِمْ اَعْنِىْ مِنْ اِثْنَيْنِ اِذَا كَانَ فِى الْمَسْئَلَةِ سُدُسَانِ اَوْمِنْ ثَلٰثَةٍ اِذَاكَانَ فِيْهَا ثُلُثٌ وَسُدُسٌ-

অর্থ ঃ অতঃপর এ অধ্যায়ের মাসআলাসমূহ চার প্রকার। তন্মধ্যে একটি হল–কোন মাসআলায় এমন একশ্রেণীর লোক থাকে, যাদের উপর রদ হয়। আর যাদের উপর রদ হয় না এমন লোক থাকে না। যথা-(স্বামী-স্ত্রী)। তা হলে লোকসংখ্যা, অর্থাৎ মাথা পিছু হিসাবে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। যেমন কোন ব্যক্তি ২-কন্যা,২-দাদী বা ২-বোন রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় মূল সংখ্যা বা ল, সা, গু ২ হবে। সম্পত্তিও দুই ভাগ করতে হবে।

আর দ্বিতীয় এই যে, যাদের মধ্যে পুনর্বন্টন হয় এই ধরণের দুই বা তিন শ্রেণীর অংশিদার একত্রিত হয় এবং এমন কোন অংশিদার না থাকে, যাদের মধ্যে পুনর্বন্টন (রদ) হয় না। এমতাবস্থায় তাদের অংশের অংক বা সংখ্যা হিসাবে সম্পত্তি ভাগ করা হবে। অর্থাৎ– যদি মাসআলায় ২/৬ দুই সুদূস একত্রিত হয়, তবে দুই দ্বারা ভাগ হবে। আর যদি ১/৩ ও ১/৬ একত্রিত হয় তবে ল, সা, গু হবে ৩।

ব্যাখ্যা ঃ على اقسام اربعة -যাদের উপর রদ করা যায়, তাদেরকে - من يرد على বলে; আর যাদের উপর رد হয় না, তারেদকে من لايرد عليه বলে। রদের মাসআলা সমুহ চার ভাগে বিভক্ত।

১ম ঃ যাদের উপর রদ করা যায়, তারা যদি এক জাতীয় হয় এবং তাদের সাথে ঐ সমস্ত ব্যক্তি না থাকে যাদের উপর রদ করা যায় না, তা হলে রদের লোকসংখ্যা অনুসারে ল, সা গু হবে। যদিও ফারায়েযের নিয়মানুসারে এর চেয়ে বেশী সংখ্যা ল, সা, গু হওয়া উচিৎ ছিল। যথা-

(ক) মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)–২

দাদী	দাদী
১/২	১/২

(খ) মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)–২

বোন	বোন
১/২	১/২

(গ) মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)–২

কন্যা	কন্যা
১/২	১/২

(ঘ) মৃত শরীফ মাসআলা (ল. সা. গু)–১

কন্যা	মামা
১	বঞ্চিত

যদিও ফারায়েযের নিয়মানুসারে (ক) ল. সা. গু ৬ (খ) ল. সা. গু ৩ ও (গ) ল. সা. গু ৩ হওয়া উচিৎ ছিল।

২য় ঃ যদি مـن يـرد عليـه দুই বা ততোধিক শ্রেণীর হয় এবং তাদের সাথে مـن لا يرد عليـه না থাকে, তবে এধরণের ল. সা. গু কয়েক প্রকার হতে পারে এবং ল. সা. গু তাদের অংশ অনুযায়ী হবে। যেমন-(ক) যদি দুই সুদূস-এর ওয়ারিছ হয়, তবে ল. সা. গু-২ হবে যথা-

(ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬/রদ–২

দাদী	এক বৈপিত্রেয় বোন
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

(খ) তিন ল. সা. গু হবে যদি ছুলুছ ও সুদূস-এর অংশিদার হয়। যথা-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬/ রদ–৩

মাতা	দুই বৈপিত্রেয় ভাই
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

أَوْمِنْ أَرْبَعَةٍ إِذَاكَانَ فِيْهَا نِصْفٌ وَّسُدُسٌ أَوْمِنْ خَمْسَةٍ إِذَاكَانَ فِيْهَا ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْنِصْفٌ وَسُدُسَانِ أَوْنِصْفٌ وَّثُلُثٌ وَالثَّالِثُ أَنْ يَّكُوْنَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِيْ عَلٰى رُءُوْسِ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ فَبِهَا كَزَوْجٍ وَّثَلٰثِ بَنَاتٍ وَإِنْ لَّمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوْسِهِمْ فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ وَافَقَ رُءُوْسَهُمُ الْبَاقِيْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَإِلَّا فَاضْرِبْ كُلَّ رُءُوْسِهِمْ فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ-

অর্থ ঃ আর যদি $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ একত্রিত হয় তবে ৪ ল. সা. গু. হবে। আর $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ বা [illegible] বা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{২}{৬}$ কিংবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ একত্রিত হলে ৫ দিয়ে ল. সা. গু হবে।

তৃতীয় হল এই ~~১ম শ্রেণীর~~ (যাদের উপর রদ করা হয়) সাথে ঐ ধরণের লোকও থাকে যাদের উপর রদ করা হয় না, তাহলে যাদের মধ্যে রদ করা হয় না, তাদের নিম্নতর ল. সা. গু দিয়ে বন্টন হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি যাদের মধ্যে পুনর্বন্টন হবে যদি তাদের মধ্যে বন্টন সম্পন্ন হয়ে যায় তবে তা উত্তম। (অর্থাৎ তাদের অংশ দিয়ে দিবে) যথা- স্বামী ও তিন মেয়ে। আর যদি ভাগ মিলে না যায় এবং অবশিষ্ট অংশ ও অংশিদারদের সংখ্যা

পরস্পর মুয়াফিক (কৃত্রিম) হয়, তাহলে অংশিদারদের সংখ্যার উফুক দ্বারা যাদের মধ্যে পুনর্বন্টন না হয় তাদের ল. সা. গু গুণ করবে। যথা-কোন স্ত্রী, স্বামী ও ছয় কন্যা রেখে মারা গেল। আর যদি পরস্পর মুয়াফিক (কৃত্রিম) না হয়, তা হলে অংশিদারগণের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারাই যাদের মধ্যে পুনর্বন্টন না হয় তাদের ল. সা. গু গুণ করবে। অতঃপর গুণ ফলই মাসআলার (ল. সা. গু)-এর তাসহীহ্ হবে। যথা-মৃতের স্বামী ও ৫-কন্যা।

ব্যাখ্যা ঃ (গ) ৪ ল. সা. গু হবে, যদি $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ -এর অংশিদার হয়। যথা–

(১) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬/ রদ–৪

মাতা	কন্যা
$\frac{১}{৩}$	$\frac{৩}{৪}$

(২) মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ রদ–৪

স্বামী	তিন কন্যা
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$

(৩) মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ রদ–৪ তাসহীহ্–২০

স্বামী	পাঁচকন্যা
$\frac{১}{৪}/\frac{৫}{২০}$	$\frac{৩}{৪}/\frac{১৫}{২০}$

৩য় ঃ ১ম শ্রেণীর সাথে (من يرد عليه) যদি من لايرد عليه (যাদের উপর রদ না হয়) শ্রেণীর অংশিদারও থাকে, তা হলে من لايرد عليه শ্রেণীর ছোট মাখরাজ অর্থাৎ তাদের অংশের হরই ল. সা. গু হবে। তারপর অবশিষ্ট অংশ যদি ১ম শ্রেণীর অংশিদারদের মাঝে বন্টন পূর্ণ হয়ে যায়, তা হলে অতি শ্রেয়।

মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ রদ–৪

স্বামী	তিন কন্যা
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$

এখানে স্বামী $\frac{১}{৪}$ ও তিন কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ। এই হিসাবে ল. সা. গু ১২ হলে স্বামী $\frac{৩}{১২}$ ও তিন কন্যা $\frac{৮}{১২}$ পেলে $\frac{১}{১২}$ অবশিষ্ট থাকে। এতে বুঝা গেল মাসআলাটি রদ সম্পর্কীয়। যেহেতু স্বামীর উপর রদ হয় না এই জন্য তার নিম্নতর ল. সা. গু ৪ করা হয়েছে। স্বামীকে $\frac{১}{৪}$ ও তিন কন্যাকে বাকী $\frac{৩}{৪}$ দেওয়া হয়েছে।

আর যদি ১ম শ্রেণীর উপর অংশ না মিলে, তা হলে ১ম শ্রেণীর লোকসংখ্যার উফুক দ্বারা যাদের উপর রদ হয় না, তাদের মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে, যদি সম্পর্ক মুয়াফাকাত (কৃত্রিম) হয়, যথা-

মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ রদ–৪ তাসহীহ্–৮

স্বামী	ছয় কন্যা
$\frac{১\times২}{৪\times২}=\frac{২}{৮}$	$\frac{৩\times২}{৪\times২}=\frac{৬}{৮}$

এখানে ৬-কে ৩ দ্বারা ভাগ করলে ২ হয়। এই দুইকে উফুক ধরা হয়েছে, যদিও এখানে তাদাখুল (অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তি)-এর সম্পর্ক। এই হিসাবে ৮ ল, সা, গু হয়েছে। এ থেকে স্বামী $\frac{২}{৮}$ ও ৬ কন্যা $\frac{৬}{৮}$ পেয়েছে।

وَالرَّابِعُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ الثَّانِىْ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ مَابَقِىَ مِنْ مَّخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ عَلٰى مَسْئَلَةِ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ فَاِنِ اسْتَقَامَ فَبِهَاوَهٰذَا فِىْ صُوْرَةٍ وَّاحِدَةٍ وَهِىَ اَنْ يَّكُوْنَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِىْ بَيْنَ اَهْلِ الرَّدِ اَثْلَاثًا كَزَوْجَةٍ وَاَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ اَخَوَاتٍ لِاُمٍّ-

وَاِنْ لَّمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ جَمِيْعَ مَسْئَلَةِ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ فِىْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ فُرُوْضِ الْفَرِيْقَيْنِ كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ فِىْ مَسْئَلَةِ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ فِيْمَا بَقِىَ مِنْ مَّخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ وَاِنِ انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ فَتَصْحِيْحُ الْمَسَائِلِ بِالْاُصُوْلِ الْمَذْكُوْرَةِ -

অর্থ ঃ ৪র্থ নিয়ম এই যে, যদি দ্বিতীয় প্রকারের (অর্থাৎ من يرد عليه -দুই বা ততোধিক শ্রেণী) সাথে من لايرد عليه থাকে তা হলে من لايرد عليه -এর মাসআলা অনুসারে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা من يرد عليه -এর উপর ভাগ করে দিবে। যদি মিলে যায় তাহলে এটাই তাদের মাখরাজ অর্থাৎ লঘিষ্ঠ সাধারণ হর হবে।। এই মাসআলাটি কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রেই হবে। তা এই যে, স্ত্রীগণ $\frac{১}{৪}$ পাবে। আর অবশিষ্ট অংশ من يردعليه -এর মধ্যে তিন ভাগ হবে। চার দাদী ১ পাবে এবং ছয় বৈপিত্রেয় বোন ২ পাবে। আর যদি ভাগ মিলে না যায় তা হলে من يردعليه -এর সম্পূর্ণ মূল সংখ্যা ল. সা. গু দ্বারা من لايردعليه -এর মূল সংখ্যাকে ল. সা. গু.কে গুণ করবে। তা হলে গুণফল উভয় শ্রেণীর জন্য মুলসংখ্যা ল. সা. গু. হবে। (মাখরাজ অর্থাৎ -লঘিষ্ঠ সাধারণ হর) যথা-চার স্ত্রী, নয় কন্যা, ছয় দাদী বা নানী। অতঃপর যাদের মাঝে পুনঃ বন্টন হয় না, তাদের অংশ দ্বারা من يردعليه -এর অংশকে গুণ করতে হবে এবং من يردعليه -এর অংশ দ্বারা من لايردعليه -এর মাখরাজের অবশিষ্ট অংশকে গুণ করতে হবে। যদি কোন শ্রেণীর অংশ না মিলে ভগ্নাংশ হয়, তা হলে তাসহীহের অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে ল. সা. গু হবে।

(৪) মৃত শাহেদা

মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ রদ–৪ তাসহীহ–৮	
স্বামী	ছয় কন্যা
$\frac{১}{৪}$ / $\frac{২}{৮}$	$\frac{৩}{৪}$ / $\frac{৬}{৮}$

(খ) ৫-দ্বারা মাসআলা হবে, যদি $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{২}{৬}$ কিংবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ এর অংশিদার হয়, যথা-

(১) মৃত শরীফ

মাসআলা (ল.সা.গু)–৬ রদ –৫	
মাতা	দুই কন্যা
$\frac{১}{৫}$	$\frac{৪}{৫}$

(২) মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ রদ–৫		
কন্যা	বৈপিত্রেয় বোন	মাতা
$\frac{৩}{৫}$	$\frac{১}{৫}$	$\frac{১}{৫}$

৩। মৃত শরীফ

মাসআলা (ল. সা. গু.)–৬ রদ–৫	
সহোদরা বোন	২বৈপিত্রেয় বোন
$\frac{৩}{৫}$	$\frac{২}{৫}$

ব্যাখ্যা ঃ وان لم يستقم যদি কন্যার সাথে স্ত্রী জীবিত থাকে, তা হলে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পায় বলে ল. সা. গু ২৪ হবে। এ থেকে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশে-৩ এবং কন্যাগণ $\frac{২}{৩}$ অংশে- ১৬ ও দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশে-৪ পেল সর্ব মোট-২৩ হল। এতে বুঝা গেল মাসআলাটি রদ সম্পর্কিত। এই রদের মাসআলা অনুসারে কন্যাগণ $\frac{২}{৩}$ ও দাদীগণ $\frac{১}{৬}$ পেলে ৫ ল. সা. গু হয়। এই পাঁচের মধ্যে $\frac{১}{৮}$ স্ত্রীকে দেওয়ার পর বাকী অংশ ৭ ভাগ হয় না বলে مذ يرد عليه এর মূল সংখ্যা দ্বারা من لايرد عليه -এর ল. সা. গু ৮ কে গুণ করা হল। গুণ ফল-৪০ হল। এই গুণফল উভয় শ্রেণীর ল. সা. গু. হল। উপরের নিয়ম অনুযায়ী من يردعليه-এর ল. সা. গু দিয়ে من لايرد عليه-এর অংশ-১ কে গুণ করলে ৫ × ১ = ৫ স্ত্রীর অংশ হল। আর رمذ يـ د عليه - এর কন্যাগণের অংশ-৪ দিয়ে مي لايرد عليه -এর অবশিষ্ট-৭কে গুণ করলে ৪ × ৭ = ২৮ গুণফল হল। আর দাদীগণের অংশ-১ দিয়ে ঐ অবশিষ্ট-৭কে গুণ করলে ১ × ৭ = ৭ দাদীর অংশ হল। ৪ স্ত্রীর পাঁচ অংশ, নয় কন্যার -২৮, ছয় দাদীর ৭ অংশ হল। এখন প্রত্যেক শ্রেনীর লোক সংখ্যা ও অংশের মধ্যে تباين সম্পর্ক হওয়াতে সকল শ্রেণীর লোক সংখ্যার সম্পর্ক দেখতে হয়। লোক সংখ্যা পরস্পরের মধ্যে তাওয়াফুকের (কৃত্রিম) সম্পর্ক হওয়াতে-৬, ৯, ৪-এর وفق বের করলে-

```
৩| ৬, ৯, ৪
  ২| ২, ৩, ৪
     ১, ৩, ২
```

উফুক-৩৬ হল। এই ৩৬ দিয়ে মূল সংখ্যা ৪০ কে গুণ করলে ৩৬ × ৪০ = ১৪৪০-তাসহীহ হল। এখন-৩৬ মাযরূব দিয়ে প্রত্যেকের অংশকেও গুণ করতে হবে।

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা.গু)-৮ অবশিষ্ট-৭ রদ-৫ ১ম তাসহীহ-৪০ ২য় তাসহীহ-১৪৪০ মাযরূব-৩৬

৪ স্ত্রী	৯কন্যা	৬ দাদী বা নানী
১	৪	১
৫	২৮	৭
১৮০	১০০৮	২৫২

بَابُ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ

দাদার স্বত্ব বন্টনের বিবরণ

قَالَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَمَنْ تَابَعَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ بَنُو الْاَعْيَانِ وَبَنُوالْعَلَّاتِ لَايَرِثُوْنَ مَعَ الْجَدِّ وَ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَ بِهٖ يُفْتٰى وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ يَرِثُوْنَ مَعَ الْجَدِّ وَهُوَ قَوْلُهُمَاوَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِى رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ وَبَنِى الْعَلَّاتِ اَفْضَلُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ جَمِيْعِ الْمَالِ وَتَفْسِيْرُ الْمُقَاسَمَةِ اَنْ يُّجْعَلَ الْجَدُّ فِى الْقِسْمَةِ كَاَحَدِ الْاِخْوَةِ وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَدْخُلُوْنَ فِى الْقِسْمَةِ مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ اِضْرَارًا لِّلْجَدِّ-

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবগণ বলেছেন যে, দাদার বর্তমানে সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয ভাই-বোন অংশীদার হয় না। এটাই হযরত আবু হানীফা (রঃ)-এর অভিমত। এটির উপরই ফতওয়া। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রঃ) বলেছেন যে, দাদার বর্তমানে সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ওয়ারিছ হবে। এটাই সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)) ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেঈ' (রঃ)-এর অভিমত। আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর মতে সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বর্তমান থাকলে দাদার জন্য দুটি হুকুমের উত্তমটি গ্রহণ করা হবে। উক্ত দুই হুকুমের একটি মুকাসামাহ্, অপরটি সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দেওয়া। মুকাসামার ব্যাখ্যা হল এই যে, বন্টনের সময় দাদাকে এক ভাইয়ের সমান ধরা হবে। আর দাদার ক্ষতি করার জন্যই বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকে সহোদর ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ باب مقاسمة الجد যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন-সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগণ দাদার বর্তমানে ওয়ারিছ হবে। সাহেবাইন, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেঈ (রঃ) উক্ত মতকেই গ্রহণ করেছেন। এই জন্যই লেখক مقاسمة الجد -এর অধ্যায়টি সংযোজন করেছেন। নতুবা দাদার আলোচনা আসতেই পারে না। কারণ দাদা পিতার ন্যায়, যথা–

১। ছেলের কেসাস স্বরূপ পিতাকে কতল করা যায় না, অনূরূপ দাদাকে ও পৌত্রের কেসাস স্বরূপ কতল করা যায় না।

২। পিতার বর্তমানে যেমন ভাই বিবাহের ওলি হতে পারে না, তেমনি ভাই দাদার বর্তমানেও ওলি হতে পারে না।

৩। ছেলের সপক্ষে যেমন পিতার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, তেমনি পৌত্রের সপক্ষেও দাদার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত।

৪। পিতাকে যেমন যাকাত দেওয়া জায়েয নয়, তেমনি দাদাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

উপরোল্লিখিত বিষয়াদিতে দাদা পিতার ন্যায় বলে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই বোনগণ দাদার বর্তমানে বঞ্চিত হবে। কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ সর্ব-সম্মতিক্রমে বঞ্চিত হবে।

নাবালিকা কন্যার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব যেভাবে মাতার উপর $\frac{১}{৩}$ অংশ অনুসারে ও ভাইয়ের উপর $\frac{১}{৩}$ অংশ অনুসারে, তদনুরূপ মাতা ও দাদা বর্তমানে থাকলে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ ও দাদা $\frac{২}{৩}$ অংশ ব্যয় ভার গ্রহণ করতে হবে। দাদাকে ত্যাজ্য সম্পত্তি দেওয়ার বেলায় তাকে এক ভাই হিসাবে গন্য করে বন্টন করতে হবে। দাদার সাথে যদি দাদী থাকে, তবে দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ ও দাদা তার দ্বিগুণ $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। যদি দাদার সাথে এক ভাই থাকে, তবে মুকাসামা অনুসারে দাদা $\frac{১}{২}$ পাবে, আর এটাই $\frac{১}{৩}$ হতে উত্তম। আর যদি দুই ভাই থাকে, তবে দুই ভাই সমান ভাগ পাবে এবং প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর যদি দাদার সাথে তিন ভাই থাকে, তবে দাদা $\frac{১}{৩}$ পাবে। এটাই তার জন্য উত্তম। কেননা মুকাসামা অনুসারে $\frac{১}{৪}$ পায়। অবশিষ্ট অংশ ভাইদের মধ্যে সমান ভাগ হবে।

فَاِذَا اَخَذَ الْجَدُّ نَصِيْبَهٗ فَبَنُوْ الْعَلَّاتِ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْبَيْنِ خَائِبِيْنَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَالْبَاقِيْ لِبَنِيْ الْاَعْيَانِ اِلَّا اِذَا كَانَتْ مِنْ بَنِيْ الْاَعْيَانِ اُخْتٌ وَاحِدَةٌ فَاِنَّهَا اِذَا اَخَذَتْ فَرْضَهَا نِصْفَ الْكُلِّ بَعْدَ نَصِيْبِ الْجَدِّ فَاِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَلِبَنِيْ الْعَلَّاتِ وَاِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ كَجَدٍّ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَاُخْتَيْنِ لِاَبٍ فَبَقِيَ لِلْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ عشر الْمَالِ وَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِيْنَ وَلَوْ كَانَتْ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ اُخْتٌ لِاَبٍ لَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ -

অর্থ ঃ আর দাদা যখন নিজ অংশ নিয়ে যাবে, তখন বৈমাত্রেয় ভাই-বোনেরা কোন প্রাপ্যাংশ ব্যতীত শূণ্য হাতে অংশীদার ভুক্তি হতে সরে দাঁড়াবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি সহোদর ভাই-বোন পাবে। কিন্তু যদি সহোদর বোন একজন থাকে, তবে দাদা স্বীয় অংশ নেওয়ার পর সে তার প্রাপ্য অংশ সমুদয় সম্পদ হতে অর্ধেক গ্রহণ করার পর যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে তবে তা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন পাবে। তা না হলে তাদের জন্য কিছুই নাই।

যথা-দাদা, এক সহোদর বোন, দুইজন বৈমাত্রেয় বোন আছে। অতএব এখানে বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য $\frac{১}{১০}$ অংশ বাকী থাকে এবং ল. সা. গু ২০ দ্বারা তাসহীহ্ হবে। কিন্তু যদি এই মাসআলাতেই বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকে তা হলে তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্যাখ্যা ঃ فاذا اخذ الجد نصيبه الخ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিতের (রাঃ) মাযহাব গ্রন্থকারের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে তিনি তাঁর মাযহাবেরই বর্ণনা করেছেন। সাহোদর ভাই-বোন থাকতে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয়। কিন্তু দাদাকে ভাই হিসাবে ধরে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে সহোদরা ভাই-বোনদের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকেও হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তাতে দাদার অংশ কম হয়ে যাবে। সূতরাং দাদার অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী সহোদর ভাই বোনগণ হবে। আর সহোদর ভাই-বোনদের দরুন বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগণ বঞ্চিত হবে। আর দাদার সাথে যদি সহোদরা বোন একজন এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনও জীবিত থাকে তবে দাদা অংশ নেওয়ার পর সহোদরের অংশ নিবে। তারপর যদি বাকী থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই -বোনেরা নিবে। দাদা, একজন সহোদরা বোন ও দুই জন বৈমাত্রেয় বোন জীবিত থাকাকালীন দাদাকে দুই বোন হিসাবে ধরবে। কেননা দাদা এক ভাইয়ের সমান। এই হিসাবে সর্ব মোট ৫ বোন হয়ে গেল। তাতে ৫ হবে ল. সা. গু। দাদা $\frac{২}{৫}$ পাবে। আর সহোদরা বোন সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক বা $২\frac{১}{২}$ পাবে। $২ + ২\frac{১}{২} = ৪\frac{১}{২}$। অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ দুইজন বৈমাত্রেয় বোন পাবে। তাতে মাসআলা নিম্নরূপ হবে।

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৫ তাসহীহ–১০ তাসহীহ–২০

দাদা	সহোদরা বোন	বৈমাত্রেয়া ২ বোন
$\frac{২}{৫}$ / $\frac{৪}{১০}$ / $\frac{৮}{২০}$	$\frac{২\frac{১}{২}}{৫}$ / $\frac{৫}{১০}$ / $\frac{১০}{২০}$	$\frac{\frac{১}{২}}{৫}$ / $\frac{১}{১০}$ / $\frac{২}{২০}$

افضل الامور الثلثة الخ দাদার জন্য মুকাসামা উত্তম হওয়ার নক্সা–

মৃত শাহেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–২ তাসহীহ–৪

স্বামী	দাদা	ভাই
$\frac{১}{২}$ / $\frac{২}{৪}$	$\frac{\frac{১}{২}}{২}$ / $\frac{১}{৪}$	$\frac{\frac{১}{২}}{২}$ / $\frac{১}{৪}$

উক্ত নক্‌শায় স্বামীকে $\frac{১}{২}$ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্ধেকের অংশিদার হল দাদা ও ভাই। এই মুকাসামায় দাদা $\frac{১}{৪}$ পাবে, আর এই $\frac{১}{৪}$ অংশে সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ হতে বা অবশিষ্টের (স্বামীকে দেওয়ার পর) $\frac{১}{৩}$ অংশ হতে বেশী পেল। কাজেই বুঝা গেল উপরের বর্ণিত নিয়ম দাদার জন্য উত্তম। তা না হলে দাদা সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ বা অবশিষ্ট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পেত।

দাদার জন্য অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাওয়া উত্তম হওয়ার নক্সা-

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১৮

বোন	ভাই	ভাই	দাদী	দাদা
$\frac{২}{১৮}$	$\frac{৪}{১৮}$	$\frac{৪}{১৮}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৩}{১৮}$	$\frac{৫}{১৮}$

উক্ত নক্শায় দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে, এ জন্য ল. সা. গু ৬ ধরে দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দেওয়া হল। অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$-এর $\frac{১}{৩}$ অংশ বের করা সম্ভব নয়। এই জন্য ثلث এর مخرج ৩ দিয়ে اصل مسئله (ল. সা. গু.) কে গুণ করায় ১৮ হল। এই ১৮ হতে দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ-৩ দেওয়ার পর ১৫ অবশিষ্ট রইল। এই অবশিষ্ট ১৫ থেকে দাদা $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে ৫ পেল। ১৫–৫=১০ রইল। তা থেকে প্রতি ভাই ৪ করে -৮ ও বোন-২ পেল। অতএব দাদার জন্য এইরূপ ভাগে সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ হতে মুকাসামাই উত্তম। কেননা অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ ৫। আর সমুদয় সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ-৩। এই মাসআলায় দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে মাসআলা করলে ল. সা. গু ৬ হবে, দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে অংশ দিলে-১ পাবে। বাকি রইল ৫। দাদাকে ভাইয়ের মত ধরলে দাদা, দুই ভাই ও এক বোনে মোট-৭ বোন হল। এই সাতের মধ্যে ৫কে ভাগ করা যায় না বলে এই সাত দ্বারা اصل مسئله (ল. সা. গু.) ৬ কে গুণ করলে ৪২ হয়। এই ৪২ থেকে দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ৭ পেল। বাকি ৩৫ থেকে দাদা ও দুই ভাই প্রত্যেকে ১০ করে ৩০ ও বোন ৫ পেল। সুতরাং ১৮ ল, সা গু ধরে দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ৩ দিলে বাকি ১৫ থেকে ثلث $\frac{১}{৩}$ অনুসারে ৫ পাওয়া উত্তম হল। ৪২ ল. সা. গু ধরে দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ৭ দেওয়ার পর বাকি ৩৫ থেকে ১০ থাকে। এই মাসআলায় ثلث مابقى সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ থেকে উত্তম হল। কেননা দাদা ও দাদীর $\frac{১}{৬}$ অংশ অনুসারে ৬ ল. সা. গু ধরে দাদা-দাদী প্রত্যেকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ১ করে পায়। বাকি ৪ দুই ভাই ও এক বোন মোট ৫ বোনের মধ্যে ভাগ করা যায় না বলে লোক সংখ্যা ৫ দিয়ে اصل مسئله (ল. সা. গু.) ৬ কে গুণ করলে ৩০ হয়। তারপর ৩০ থেকে দাদা-দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ৫ করে পেল। ৩০-১০ = ২০ রইল। বাকি ২০ থেকে দুই ভাই ৮ করে ১৬ এবং বোন ৪ পেল। অতএব

এতে কোন সন্দেহ নাই যে ১৮ ল. সা, গু ধরে সেখান থেকে ৫ পাওয়া উত্তম হল ৩০ ল. সা. গু ধরে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে ৫ পাওয়ার চেয়ে।

সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ উত্তম হওয়ার উদাহরণ ঃ

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১২ তাসহীহ–১৮

দাদা	দাদী	কন্যা	ভাই ভাই
$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{৩}{৬}$ / $\frac{৬}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$

উক্ত মাসআলার نـصـف ও سـدس একত্রিত হওয়ায় ল. সা. গু ৬ হবে। তাতে কন্যা-৩ ও দাদী-১ পাবে। অবশিষ্ট রইল-২। এখন যদি মুকাসামা অনুসারে দাদাকে দেওয়া হয় তবে দাদা অবশিষ্ট ২-এর $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর যদি অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ দেওয়া হয় তবুও দুই এর $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়। আর যদি সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৬}$ দেওয়া হয়, তবে-১ পায়। এটাই দাদার জন্য উত্তম। আর ১ বাকি রইল, এটাই ২-ভাই পাবে। যেহেতু দুই ভাইয়ের মধ্যে ১কে ভাগ করা যায় না, এ জন্য তাদের লোক সংখ্যা দুই দিয়ে اصل مـسـئـلـه (ল, সা, গু). ৬ কে- গুণ করবে, তা হলে ১২ হবে। এটাই তাসহীহ হবে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ যদি সঠিকভাবে বন্টন না হয়, অর্থাৎ ভগ্নাংশ হয়, তবে কি করবে? উত্তরে বলা হবে যে, অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশের মাখরাজ (হর) হল-৩। এই -৩ দ্বারা اصل مـسـئـلـه ৬ কে গুণ করবে, তা হলে ১৮ তাসহীহ মাসআলা হবে।

মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ আউল–১৩

দাদা	স্বামী	কন্যা	মাতা	সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোন
$\frac{২}{১২}$	$\frac{৩}{১২}$	$\frac{৬}{১২}$	$\frac{২}{১২}$	বঞ্চিতা

যদি কোন স্ত্রীলোক, দাদা, স্বামী, কন্যা, মাতা একজন সহোদরা ভগ্নি অথবা একজন বৈমাত্রেয় ভগ্নি রেখে মারা যায়। তাহলে কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশে ৬ পেল আর স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশে ৩ পেল। দাদা $\frac{১}{৬}$ অংশ হিসাবে ২ পেল। আর মাতার জন্য ১ রইল। অথচ মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশে ২ পাবে। অতএব মাতাকে ২-দিলে ল. সা. গু বর্ধিত হয়ে ১৩-দিয়ে আউল হবে। তারপর বোন কিছুই পাবে না। কেননা বোন যেরূপে কন্যার সাথে আসাবা হয় সেরূপ দাদার সাথেও আসাবা হয়। যখন ল, সা, গু আউল হল তখন আসাবার জন্য আর কিছুই রইল না। দাদা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে যবিল ফুরুয হিসাবে, আসাবা হিসাবে নয়। দাদা সম্পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশে ২-পায় ১৩ থেকে।

মুকাসামা অনুসারে যখন স্বামী ১২ থেকে ৩ আর কন্যা-৬ এবং মাতা-২ পেল, তখন দাদা ও বোন অবশিষ্ট এক পেল। তারপর দাদা দুই বোনের সমান ও এক বোন মোট তিন বোন হল। এই এক কে তিন বোনের মধ্যে ভাগ করা যায় না বলে اصل مسئله -১২ কে দিয়ে গুণ করলে ৩৬ হল। তখন কন্যা $\frac{১}{২}$ হিসাবে ১৮ পেল। স্বামী $\frac{১}{৪}$ হিসাবে ৯ পেল। মাতা $\frac{১}{৬}$ হিসাবে ৬ পেল। তারপর অবশিষ্ট ৩ হতে দাদা ২ ও বোন ১ পেল। এরূপেই অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসাবেও দাদা ৩৬ থেকে দুই পায়। এই মাসআলা দ্বারা দেখান উদ্দেশ্য যে, সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয় বোন যদিও দাদা দ্বারা মাহজূব (বঞ্চিত) হয় না, কিন্তু কোন সময় ওয়ারিছ (অংশীদার) ও হয় না।

وَاِنِ اخْتَلَطَ بِهِمْ ذُوْ سَهْمٍ فَلِلْجَدِّ هُنَا اَفْضَلُ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ فَرْضِ ذِىْ سَهْمٍ اِمَّا الْمُقَاسَمَةُ كَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَاَخٍ وَاِمَّا ثُلُثُ مَا بَقِىَ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَاَخَوَيْنِ وَاُخْتٍ وَاِمَّا سُدُسُ جَمِيْعِ الْمَالِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَاَخَوَيْنِ وَاِذَا كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِىْ خَيْرًا لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْبَاقِىْ ثُلُثٌ صَحِيْحٌ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَاِنْ تَرَكَتْ جَدًّا اَوْزَوْجًا وَبِنْتًا وَاُمًّا وَاُخْتًا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلِاَبٍ فَالسُّدُسُ خَيْرٌ لِّلْجَدِّ وَتَعُوْلُ الْمَسْئَلَةُ اِلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ وَلَا شَيْءَ لِلْاُخْتِ-

অর্থ ঃ আর যদি তাদের সাথে যবিল ফুরুয থাকে তা হলে দাদার জন্য যবিল ফুরুযের অংশ দেওয়ার পর তিনটি হুকুম বা পন্থার মধ্যে যেটি উত্তম বিবেচিত হবে তা-ই দাদার জন্য প্রযোজ্য হবে। তিনটি হুকুম বা পন্থা এই-

১। হয়ত মুকাসামা (অর্থাৎ বণ্টনের সময় দাদাকে একজন সহোদর ভাই হিসাবে গণ্য করা) যথা-মৃতের স্বামী, দাদা ও সহোদর ভাই আছে।

২। অথবা (যবিল ফুরুযের অংশ দেয়ার পর) অবশিষ্ট অংশের $\frac{১}{৩}$ এক তৃতীয়াংশ যথা- মৃতের দাদা, দাদী, দুই ভাই ও এক বোন আছে।

৩। কিংবা সমস্ত সম্পদে $\frac{১}{৬}$ এক ষষ্ঠাংশ যথা-মৃতের দাদা, দাদী, এক কন্যা ও দুই ভাই আছে। আর যদি দাদার জন্য অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ ভাল হয় এবং সেই এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ সংখ্যা 'না হয় (অর্থাৎ ভগ্নাংশ হয়) তবে এক তৃতীয়াংশের মাখরাজ (হর-৩) দ্বারা اصل مسئله (ল. সা. গু) -কে গুণ করতে হবে। যথা- যদি কোন এক স্ত্রীলোক তার দাদা, স্বামী, কন্যা, মাতা ও এক সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা যায়, তা হলে এই স্থলে দাদার জন্য এক ষষ্ঠাংশই উত্তম হবে। এই ল. সা. গু ১৩-পর্যন্ত আউল হবে। আর বোনের জন্য কিছুই থাকবে না, (কারণ, যবিল ফুরযকে দেয়ার পর আসাবার জন্য কিছু বাকী থাকে নাই।)

ব্যাখ্যা ঃ যদি ভাই-বোনের সাথে অন্য কোন যবিল ফুরুয থাকে তবে যবিল ফুরূযের অংশ দেয়ার পর দাদার জন্য তিনটি হুকুমের যেটি উত্তম হয় সেই হিসাবেই দাদাকে অংশ দেওয়া উত্তম হবে। সেই তিনটি হুকুম হল এই-

১। মোকাসামা অর্থাৎ দাদাকে এক সহোদর ভাই হিসাবে গণ্য করা।

উদাহরণ ঃ মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-২ তাসহীহ-৪

স্বামী	দাদা	ভাই
$\frac{১}{২}$ / $\frac{২}{৪}$	$\frac{\frac{১}{২}}{২}$ / $\frac{১}{৪}$	$\frac{\frac{১}{২}}{২}$ / $\frac{১}{৪}$

এই মাসআলায় স্বামীকে অর্ধেক হিসাবে এক দেওয়ার পর বাকী এক দাদা এক ভাই হিসাবে দাদা ও ভাইয়ের মধ্যে এক ভাগ করা যায় না বলে তাদের লোক সংখ্যা দুই দ্বারা মূল ল. সা. গু গুণ করায় ৪ দ্বারা তাসহীহ হল। তা থেকে দাদা ১ পেল। তাতে বুঝা গেল দাদা সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ পেল। আর দাদার এই $\frac{১}{৪}$ অংশ, $\frac{১}{৬}$ অংশ ও অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ থেকে বেশী বলে দাদার জন্য এটাই উত্তম।

২। যবিল ফুরুযকে দেওয়ার পর অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ দেওয়া উত্তম।

উদাহরণ ঃ (ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬ তাসহীহ-১৮

দাদা	দাদী	ভাই	ভাই	বোন
$\frac{৫}{১৮}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৩}{১৮}$	$\frac{৪}{১৮}$	$\frac{৪}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$

এই মাসআলায় দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ৫ কে তিন ভাগে করা যায় না বলে মূল ল. সা. গু ৬ কে (তিন) দ্বারা গুণ করে তাসহীহ-১৮ করা হল। দাদীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হিসাবে (১৮ ÷ ৬ = ৩ × ১ = ৩) তিন দেওয়ার পর (১৮-৩ = ১৫) অবশিষ্ট ১৫-এর $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসাবে দাদা ৫ পেল।আর বাকী অংশ দুই ভাই ৪ + ৪ = ৮ ও বোন ২ পেল।

(খ) মোকাসামা মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬ তাসহীহ-৪২

দাদা	দাদী	ভাই	ভাই	বোন
$\frac{১০}{৪২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৭}{৪২}$	$\frac{১০}{৪২}$	$\frac{১০}{৪২}$	$\frac{৫}{৪২}$

(গ) $\frac{১}{৬}$ অংশ হিসাবের উদাহরণ ঃ মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)-৬ তাসহীহ-৩০

দাদা	দাদী	ভাই	ভাই	বোন
$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৫}{৩০}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৫}{৩০}$	$\frac{৮}{৩০}$	$\frac{৮}{৩০}$	$\frac{৪}{৩০}$

এই মাসআলায় দাদা মোকাসামা হিসাবে $\frac{১০}{৪২}$ পায়। তা থেকে অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ $\frac{৫}{১৮}$ ই উত্তম হয়।

৩। (ক) $\frac{১}{৬}$ হিসাবে উত্তম হওয়ার উদাহরণ ঃ

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১২

দাদা	দাদী	কন্যা	ভাই	ভাই
$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{৩}{৬}$ / $\frac{৬}{১২}$	$\frac{১}{১২}$	$\frac{১}{১২}$

(খ) মোকাসামা মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১৮

দাদা ,	দাদী	কন্যা	ভাই	ভাই
$\frac{২}{১৮}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৩}{১৮}$	$\frac{৩}{৬}$ / $\frac{৯}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$

(গ) অবশিষ্টের $\frac{১}{৩}$ অংশ মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১৮

দাদা	দাদী	কন্যা	ভাই	ভাই
$\frac{২}{১৮}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{৩}{১৮}$	$\frac{৩}{৬}$ / $\frac{৯}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$

এখানে মোকাসামা হিসাবে $\frac{২}{১৮}$ ও অবশিষ্ট্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসাবে $\frac{২}{১৮}$ থেকে $\frac{১}{৬}$ হিসাবে $\frac{২}{১২}$ ই উত্তম হল।

$\frac{১}{৬}$ অংশ উত্তম হওয়ার আর একটি উদাহরণ ঃ

(ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ আউল–১৩

মাতা	কন্যা	স্বামী	দাদা	সহোদরা বোন
$\frac{২}{১২}$	$\frac{৬}{১২}$	$\frac{৩}{১২}$	$\frac{২}{১২}$	বঞ্চিতা

(খ) মোকাসামা মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ তাসহীহ–৩৬

মাতা	কন্যা	স্বামী	দাদা	সহোদরা বোন
$\frac{২}{১২}$ / $\frac{৬}{৩৬}$	$\frac{৬}{১২}$ / $\frac{১৮}{৩৬}$	$\frac{৩}{১২}$ / $\frac{৯}{৩৬}$	$\frac{২}{৩৬}$	$\frac{১}{৩৬}$

(গ) অবশিষ্ট্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসাবে মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু)–১২ তাসহীহ–৩৬

মাতা	কন্যা	স্বামী	দাদা	সহোদরা বোন
$\frac{২}{১২}$ / $\frac{৬}{৩৬}$	$\frac{৬}{১২}$ / $\frac{১৮}{৩৬}$	$\frac{৩}{১২}$ / $\frac{৯}{৩৬}$	$\frac{২}{৩৬}$	$\frac{১}{৩৬}$

এই মাসআলায় স্বামী-৩, কন্যা-৬, মাতা-২ পাওয়ার পর এক এর মধ্যে দাদা এক ভাই হিসাবে দুই অংশ ও বোন এক অংশ মোট-৩ অংশ পাবে। এক কে তিন ভাগ করা যায় না বলে মূল ল. সা. গু-১২কে ৩ দ্বারা গুণ করে ১২ × ৩=৩৬ দ্বারা তাসহীহ করে স্বামী-৯, কন্যা-১৮, মাতা-৬, দাদা-২, বোন-১ পেল। মোকাসামা হিসাবে $\frac{২}{৩৬}$ এবং অবশিষ্ট্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসাবে $\frac{২}{৩৬}$ থেকে $\frac{১}{৬}$ হিসাবে $\frac{২}{১৩}$ অংশই উত্তম।

اِعْلَمْ اَنَّ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَجْعَلُ الْاُخْتَ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلِاَبٍ صَاحِبَةِ فَرْضٍ مَعَ الْجَدِّ اِلَّا فِى الْمَسْئَلَةِ الْاَكْدَرِيَّةِ وَهِىَ زَوْجٌ وَاُمٌّ وَجَدٌّ وَاُخْتٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلِاَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يَضُمُّ الْجَدُّ نَصِيْبَهٗ اِلٰى نَصِيْبِ الْاُخْتِ فَيُقْسَمَانِ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ لِاَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لِّلْجَدِّ مِنَ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ الْبَاقِىْ وَاَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُوْلُ اِلٰى تِسْعَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَسُمِّيَتْ اَكْدَرِيَّةً لِاَنَّهَا وَاقِعَةُ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِىْ اَكْدَرِوَقَالَ بَعْضُهُمْ سُمِّيَتْ اَكْدَرِيَّةً لِاَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلٰى زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ مَذْهَبَهٗ وَلَوْكَانَ مَكَانَ الْاُخْتِ اَخٌ اَوْاُخْتَانِ فَلَا عَوْلَ وَلَااَكْدَرِيَّةَ-

অর্থ ঃ প্রকাশ থাকে যে, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয় বোনকে দাদার সাথে যবিল ফুরুয হিসাবে গণ্য করেন না। শুধুমাত্র আকদারিয়া মাসআলায় বোনকে যবিল ফুরূয গণ্য করেছেন। আর তা এই যে, মৃতের স্বামী, মাতা, দাদা ও সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয় বোন আছে। অতঃপর স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ, মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ, দাদা $\frac{১}{৬}$ অংশ ও বোন $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। তারপর দাদা তার অংশ বোনের অংশের সাথে মিলিয়ে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান" এই বিধান অনুযায়ী বন্টন করবে। কেননা, দাদার জন্য এক ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ থেকে মোকাসামাই উত্তম। আর ল. সা. গু. ধরে-৬ আরম্ভ করে ৯ পর্যন্ত আউল হলে ২৭ দ্বারা তাসহীহ হবে। এই মাসআলাকে আকদারিয়া এই জন্য নামকরণ করা হয় যে, এটি বনি-আকদার বংশের একজন মহিলার ঘটনা। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর মাযহাবকে মোকাদ্দার -অর্থাৎ ধূলা মিশ্রিত বা মলিন করে দিয়েছে বলে আকদারিয়া বলা হয়। আর যদি বোনের স্থলে এক ভাই বা দুই বোন থাকে, তবে ল. সা. গু. আউলও হবে না; আকাদরিয়াও হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ اعلم ان زيدبن ثابت (رض) যায়েদ ইবনে ছাবেতের নিকট সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয় বোন দাদার সাথে আসাবা হয়। যবিল ফুরুয হয় না। কিন্তু আকদারিয়া মাসআলায় তিনি সহোদরা ও বৈমাত্রেয় বোনকে যবিল ফুরূয হিসাবে গণ্য করেছেন। কাজেই দাদার সাথে বোন আকদারিয়া মাসআলায় অংশিদার হয়েছে। কেননা দাদাকে ভাই হিসাবে ধরে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করলে দাদার উপকার হয়। কারণ

মোকাসামার দরুন দাদা প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়,আর যদি মুকাসামা না হয় তবে দাদা সমুদয় সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। অতএব $\frac{১}{৬}$ অংশ থেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ বেশী ও উত্তম হওয়া স্পষ্ট।

মৃতা রাশেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ আউল–৯ তাসহীহ–২৭

স্বামী	মাতা	দাদা	সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোন
৩ / ৯	২ / ৬	১ / ৩ / ৮	৩ / ৯ /৪

উপরোক্ত মাসআলায় স্বামী $\frac{১}{২}$ হারে ৩ পেল। মাতা $\frac{১}{৩}$ হারে ২ পেল। দাদা $\frac{১}{৬}$ হারে ১ পেল। সহোদর বোন $\frac{১}{২}$ হারে ৩ পেল। ল. সা. গু ৬ থেকে বেড়ে ৯-পর্যন্ত আউল হল। তারপর দাদার এক ও বোনের তিন একত্র করে ৪ হল। দাদাকে এক ভাইয়ের সমান ধরা হলে ভাই ও বোন মিলে তিন বোন হল। তাদের মধ্যে ৪ কে ভাগ করা যায় না বলে তাদের লোক সংখ্যা-৩ দিয়ে اصل مسئله (আউল-৯) ৯ কে গুণ করলে-২৭ হল। এই-২৭ থেকে দাদার-৩ ও বোনের ৯ মোট ১২কে তাদের মধ্যে ভাগ করলে দাদা এক ভাইয়ের মত হিসাবে-৮ পেল, আর বোন ৪ পেল।

মৃত রাশেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬

স্বামী	মাতা	দাদা	সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই
$\frac{৩}{৬}$	$\frac{২}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	বঞ্চিত

যদি বোনের স্থলে ভাই থাকে তবে মাসআলা আকদারিয়া হয় না। কারণ এ স্থলে ভাই আসাবা। অতএব স্বামী-৩ অংশ, মাতা-২ অংশ, আর দাদা-১ অংশ পাওয়ার পর কিছুই থাকে না। তাই ভাই বঞ্চিত হল। কিন্তু বোনের বেলায় এরূপ হয় না। কেননা, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর নিকট বোনকে যবিল ফুরূয হিসাবে ধরা হয়েছে।

মৃত রাশেদা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাসহীহ–১২

স্বামী	দাদা	মাতা	বোন দুইজন
$\frac{৩}{৬}$ / $\frac{৬}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$	$\frac{১}{৬}$ / $\frac{২}{১২}$

উক্ত মাসআলাতে স্বামী $\frac{১}{২}$ হারে-৩ পেল। দাদা $\frac{১}{৬}$ হারে ১ পেল। মাতা $\frac{১}{৬}$ হারে ১ পেল। দুই বোন আসাবা হিসাবে বাকী ১ পেল। তারপর দুই বোনের মধ্যে একেক ভাগ করা যায় না বলে তাদের লোক সংখ্যা ২ দিয়ে আসল ল. সা. গু ৬ কে গুণ করলে তাসহীহ ১২ হল। প্রত্যেক অংশকে দুই দিয়ে গুণ করায় স্বামী-৬, দাদা-২, মাতা-২ ও দুই বোন-২ পেল। সর্বমোট-১২ হল। এই মাসআলাতে আউল ও আকদারিয়া কোনটাই হয় নাই।

باب المناسخة

মুনাসাখা অধ্যায়

وَلَوْصَارَ بَعْضُ الْاَنْصِبَاءِ مِيْرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ اِمْرَأَةٍ وَاَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ اِبْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَاَخَوَيْنِ فَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنْ تُصَحِّحَ مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الْاَوَّلِ وَتُعْطِى سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيْحِ ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِى وَتَنْظُرَبَيْنَ مَافِىْ يَدِهٖ مِنَ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ ثَلٰثَةُ اَحْوَالٍ فَاِنِ اسْتَقَامَ مَافِىْ يَدِهٖ مِنَ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ عَلَى الثَّانِىْ فَلَا حَاجَةَ اِلَى الضَّرْبِ-

অর্থ ঃ (সম্পত্তি একত্র থাকাবস্থায় ওয়ারিছগণের ক্রমিক মৃত্যুতে তার ক্রমিক বন্টনকে মুনাসাখা বলে) যদি একত্রিত কোন অংশ ভাগ করবার পূর্বেই তা আবার ভাগ করার প্রয়োজন হয়, যথা- কেউ স্বামী, কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল। তারপর সম্পত্তি ভাগ হওয়ার পূর্বেই স্বামী এক স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মারা গেল। আবার বন্টনের পূর্বেই কন্যা মারা গেল, দুই পুত্র, এক কন্যা ও দাদী রেখে। তারপর আবার দাদী তার স্বামী ও দুই ভাই রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় তা বণ্টনের নিয়ম এই যে, প্রথম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাসহীহ করে তার অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ল. সা. গু. তাসহীহ করে ১ম মৃতের তাসহীহ থেকে ২য় মৃত যা পেয়েছে তা এবং ২য় মৃতের তাসহীহ-এর মধ্যে তিনটি অবস্থা খেয়াল রাখতে হবে। ১ম তাসহীহ থেকে যে অংশ হাতে আছে, তা এবং ২য় তাসহীহ-এর মধ্যে যদি مماثلث অর্থাৎ-সম-মানের সংখ্যা হয় তবে আর গুণের প্রয়োজন হবে না।

وَاِنْ لَّمْ يَسْتَقِمْ فَانْظُرْ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ فِىْ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ فِىْ كُلِّ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْئَلَتَيْنِ فَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْاَوَّلِ تَضْرِبُ فِىْ الْمَضْرُوْبِ اَعْنِىْ فِىْ التَّصْحِيْحِ الثَّانِى اَوْفِىْ وَفْقِهٖ وَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِىْ تَضْرِبُ فِىْ كُلِّ مَافِىْ يَدِهٖ اَوْفِىْ وَفْقِهٖ وَاِنْمَاتَ ثَالِثٌ اَوْرَابِعٌ اَوْخَامِسٌ فَاجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْاُوْلٰى وَالثَّالِثَةَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِىْ الْعَمَلِ ثُمَّ فِىْ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ كَذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ–

অর্থ ঃ আর যদি মুমাসালাত (সমমানের সংখ্যা) না হয় তবে দেখতে হবে যে, যদি তারা পরস্পর মূয়াফিক (অর্থাৎ কৃত্রিম) হয়, তবে দ্বিতীয় তাছহীহ্-এর উফুক দ্বারা ১ম তাসহীহ্কে গুণ করবে। আর যদি পরস্পরের মধ্যে তাবায়ুন (মৌলিক) হয় তবে দ্বিতীয় তাসহীহ্-এর পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ১ম তাসহীহ্কে গুণ করবে। সেই গুণফল উভয় মাসআলার মাখরাজ (হর) হবে। তারপর ১ম মৃতের ওয়ারিছগণের অংশসমূহকে মাযরূব অর্থাৎ দ্বিতীয় তাসহীহ্ বা তার উফুকের মধ্যে গুণ করবে। আর দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিছদের অংশসমূহকে দ্বিতীয় মৃতের হাতে যা আছে (অর্থাৎ প্রথম মৃত থেকে প্রাপ্ত) সেই অংশের পূর্ণ সংখ্যা অথবা তার উফুকের মধ্যে গুণ করবে। তারপর এভাবে যদি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ব্যক্তি মারা যায় তা হলে ১ম ও ২য় তাসহীহের গুণফলকে প্রথম ধরে এবং তৃতীয়কে দ্বিতীয় ধরে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী অংক করবে। তারপর চতুর্থ ও পঞ্চমের মধ্যেও এভাবেই শেষ পর্যন্ত অংক করে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ মূনাসাখার অর্থ হল ওয়ারিছগণের অংশ বন্টন হওয়ার পূর্বেই অন্যের নিকট স্থানান্তরিত হওয়া। এখানে ১ম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ থেকে বন্টনের পূর্বেই একের পর এক করে ৩-ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পর ১ম ব্যক্তির বন্টনকার্য হয়েছে। এক মৃত ব্যক্তির স্তরকে এক বতন (بـطـن) বলে। এই হিসাবে এই মাসআলায় ৪-বতন বা ৪-স্তর রয়েছে। মৃতের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে, স্তরের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকবে। ১ম মৃত ব্যক্তির মাসআলাটি যে ল. সা. গু দ্বারা করা হয় এবং তা থেকে ২য় মৃত ব্যক্তি যা পায়, তাকে مـافى الـيـد বলে। মুনাসাখা করার সময় মৃত ব্যক্তির مـافى الـيـد এবং اصـل مـسـئـلـه এর সম্পর্ক দেখা একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয় মৃতের ল. সা. গু. তাসহীহ ও مـافى الـيـد এর মধ্যে যদি মুমাসালাত অর্থাৎ সম-মানের সংখ্যা হয়, তবে গুণ করার প্রয়োজন হয় না। আর যদি উভয় সংখ্যা অর্থাৎ مـافى الـيـد ও ল. সা. গু. তাসহীহের মধ্যে মুয়াফাকাত (কৃত্রিম) সম্পর্ক হয়, তবে ২য় তাসহীহ এর উফূক (উৎপাদক) দ্বারা ১ম তাসহীহকে এবং ১ম মৃতের জীবিত অংশীদারদের অংশের মধ্যে গুণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় মৃতের

مافى اليد উফুক (উৎপাদন) দ্বারা দ্বিতীয় মৃতের অংশীদারদের অংশকে গুণ করতে হবে। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি ব্যক্তি যদি মারা যায়, তা হলে ১ম ও ২য় এর তাসহীহের গুণ ফলকে ১ম ধরে তৃতীয়কে দ্বিতীয় ধরে উপরের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক করবে। তারপর চতুর্থ ও পঞ্চমের ও যত প্রয়োজন এই নিয়মে কাজ করতে থাকবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক – ফারায়েয লেখকগণের কয়েকটি প্রচলিত নিয়ম রয়েছে। তা হল -আউলের মাসআলা হলে তারা "ع" এই চিহ্ন দিয়ে উপরে আউলের সংখ্যা লেখেন। আর রদের মাসআলার এক পার্শ্বে رديه লেখেন, আর তাসহীহ মাসআলার মধ্যে تصه লিখে উপরে তাসহীহের সংখ্যা লেখেন। তারপর مافى اليد লেখবার জন্য مف লিখে উপরে مافى اليد এর সংখ্যাটি লিখে থাকেন। অংশীদারদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের অংশের নীচে U এই চিহ্ন দিয়া মৃত শব্দটি বুঝানো হয়। মৃত ব্যক্তি (অর্থাৎ যার অংশ বন্টন করা হয়, তার নীচে " --- " এই ভাবে ১টি লম্বা রেখা টেনে দেওয়া হয়। ফারায়েয কার্য সমাপ্ত হলে শেষে المبلغ। লিখে তার উপর ১ম মৃতের মাসআলায় তাসহীহের সর্বশেষ সংখ্যাটি লিখেন। আর الاحياء منهم। লিখে নীচে সকল জীবিত অংশীদারদের অংশের সংখ্যা লিখে একত্রে যোগ করা হয়। مافى اليد ও তাসহীহের মধ্যে কোন্ ধরণের সম্পর্ক, তা তাসহীহ ও مافى اليد এর সংখ্যার মাঝে লিখবে। নিম্নে মুনাসাখার এটি নক্সাও দেওয়া হল।

মৃতা সালিমা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪ তাসহীহ–১৬ তাসহীহ–৩২ তাসহীহ–১২৮

স্বামী যায়েদ	কন্যা কারিমা	মাতা আজিমা
১/৪ / ৪/১৬	৩×৩=৯ / ১৬	৩×১ =৩ / ১৬ / ৬/৩২

মৃত যায়েদ — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪ মুমাসালাত–মা–ফিল ইয়াদ–৪

স্ত্রী হালিমা	পিতা আমর	মাতা রহিমা
১/৪ / ২/৮ / ৮/৩২	২/৪ / ৪/৮ / ১৬/৩২	১/৪ / ২/৮ / ৮/৩২

মৃত কারিমা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৬ তাওয়াফুক বিস–সুলুস মা–ফিল ইয়াদ–৯

কন্যা রুকিয়া	পুত্র খালেদ	পুত্র আবদুল্লাহ	দাদী আজিমা
১/৬ / ৩/১৮ / ১২/১৮	২/৬ / ৬/১৮ / ২৪/১২৮	২/৬ / ৬/১৮ / ২৪/১২৮	১/৬ / ৩/১৮

মৃত আজিমা — মাসআলা (ল. সা. গু)–৪ তাবায়ুন –মা–ফিল ইয়াদ–৬+৩=৯

স্বামী আব্দুর রহমান	ভাই আঃ করীম	ভাই আঃ রহিম
১ / ২/ ১৮	১ / ৯	১/৯

জীবিত ওয়ারিছগণ

১।	হালিমা	– ৮	
২।	আমর	– ১৬	মালবাগ-১২৮
৩।	রহিমা	– ৮	(সর্বমোট)
৪।	রুকিয়া	– ১২	
৫।	খালেদ	– ২৪	
৬।	আবদুল্লাহ	– ২৪	
৭।	আঃ রহমান	– ১৮	
৯।	আঃ করিম	– ৯	
		১২৮	

উক্ত মাসআলায় কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ, মাতা $\frac{১}{৬}$ ও স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ হওয়ার কারণে যদি ল. সা গু-১২ ধরে মাসআলাটি করা হয়, তবে কন্যা $\frac{৬}{১২}$ অংশ, মাতা $\frac{২}{১২}$ অংশ ও স্বামী $\frac{৩}{১২}$ অংশ ও পাবে। অবশিষ্ট $\frac{১}{১২}$ অংশ থাকে। কাজেই বুঝা গেল যে মাসআলাটি রদ্দী হয়েছে। এই জন্য- مـن لايـرد عليـه স্বামীর নিম্নতম মাখরাজ-৪ দ্বারা মাসআলা করে স্বামীকে $\frac{১}{৪}$ অংশ দিলে বাকী $\frac{৩}{৪}$ অংশ ও মাতা ও কন্যার মধ্যে পূর্ণ ভাগ করা হয় না। কেননা স্বামী $\frac{১}{২}$ ও মাতা $\frac{১}{৬}$ পেলে ল. সা. গু. -৬ ধরতে হয়। তা থেকে স্বামী-৩ ও মাতা-১ মোট -৪ পেল। অবশিষ্ট-৩ কে তাদের অংশ ৪-এর মধ্যে ভাগ যায় না বলে এই ৪-কে লোক সংখ্যা হিসেবে ধরে এই-৪ দ্বারা اصل مسئلـه ৪-কে গুণ করলে ৪ × ৪= মোট ১৬ হল। এর দ্বারাই ল. সা. গু. -এর তাসহীহ হবে। এই ১৬ থেকে স্বামী $\frac{১}{৪}$ হারে ৪ পাবে। অবশিষ্ট ১২ থেকে কন্যা-৩ অংশে-৯ এবং মাতা-১ অংশে-৩ পেল। তারপর ষোল আনা সম্পদের কে কতটুকু পেল তা জানতে চাইলে তাসহীহ ল. সা. গু. থেকে যে যত সংখ্যা পেয়েছে তাকে তত টাকা ধরে তাসহীহ ল. সা. গু. দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল যা হয় তাই প্রত্যেকের অংশ বলে বুঝতে হবে। যেমন এই মাসআলায় রহিমা তাসহীহ মাসআলা থেকে-৮ পেয়েছে, অতএব এই ৮ কে টাকা ধরে ১২৮ দিয়ে ভাগ করলে এক আনা অর্থাৎ (৬$\frac{১}{৪}$ পয়সা) হয়। সুতরাং রহিমা ষোল আনা থেকে এক আনা (৬$\frac{১}{৪}$ পয়সা) পেল। অথবা তাসহীহ মাসআলাকে সম্পূর্ণ ষোল আনা (অর্থাৎ ১০০ পয়সা) সম্পদ ধরে-১৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল যা হয় তাকে এক আনা (৬$\frac{১}{৪}$ পয়সা) পরিমাণ ধরতে হবে। এই হিসাবে ১২৮ দ্বারা ল. সা. গু. তাসহীহ হয়েছে। এটিকে ১৬ দিয়ে ভাগ করলে ৮ হয়। এই-৮ এক আনা (৬$\frac{১}{৪}$ পয়সা) অংশ হল। যে ১৬-পেয়েছে সে দুই আনা (১২$\frac{১}{২}$ পয়সা) পেয়েছে। যে-১২ পেয়েছে সে দেড় আনা (৯$\frac{৩}{৮}$ পয়সা) পেয়েছে। যে-৯ পেয়েছে সে এক আনা ও এক আনার $\frac{১}{৮}$ অর্থাৎ ৭$\frac{১}{৩২}$ পেয়েছে বলে মনে করতে হবে ইত্যাদি।

بَابُ ذَوِى الْاَرْحَامِ

গর্ভ সম্পর্ক সংক্রান্ত অধ্যায়

ذُوْالرَّحْمِ كُلُّ قَرِيْبٍ لَيْسَ بِذِىْ سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَكَانَتْ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ يَرَوْنَ تَوْرِيْثَ ذَوِى الْاَرْحَامِ وَبِهٖ قَالَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَا مِيْرَاثَ لِذَوِى الْاَرْحَامِ وَيُوْضَعُ الْمَالُ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِهٖ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ رَحِمَهُمَالا اللّٰهُ تَعَالٰى وَذُوْ الْاَرْحَامِ اَصْنَافٌ اَرْبَعَةٌ اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ يَنْتَمِى اِلَى الْمَيِّتِ وَهُمْ اَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَاَوْلَادُ بَنَاتِ الْاِبْنِ-

অর্থ ঃ যুর রাহিম, ঐ সকল নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে বলে, যারা যবিল ফুরূয ও আসাবা নয়। অধিকাংশ সাহাবাগণের (রাঃ) অভিমত যবিল আরহাম ওয়ারিছ হওয়ার পক্ষে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেছেন-যবিল আরহামের কোন ওয়ারিছী স্বত্ব নাই। মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। হযরত ইমাম মালেক (রঃ) ও হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) এই মত পোষণ করেছেন। যবিল আরহাম চার প্রকার-১ম ঃ যাদের সম্পর্ক মৃতের দিকে। তারা হল মৃতের কন্যাদের সন্তানাদি বা মৃতের পুত্রের কন্যাদের সন্তানাদি।

وَالصِّنْفُ الثَّانِى يَنْتَمِى اِلَيْهِم الْمَيِّتُ وَهُمُ الْاَجْدَادُ السَّاقِطُوْنَ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ يَنْتَمِى اِلٰى اَبَوَىِ الْمَيِّتِ وَهُمْ اَوْلَادُ الْاَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْاِخْوَةِ وَبَنُو الْاِخْوَةِ لِاُمٍّ وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ يَنْتَمِى اِلٰى جَدَّىِ الْمَيِّتِ اَوْجَدَّتَيْهِ وَهُمُ الْعَمَّاتُ وَالْاَعْمَامُ لِاُمٍّ وَالْاَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ فَهٰؤُلَاءِ وَكُلُّ مَنْ يُّدْلِىْ بِهِمْ مِّنْ ذَوِى الْاَرْحَامِ رَوٰى اَبُوْسُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ الصِّنْفُ الثَّانِىْ وَاِنْ عَلَوْاثُمَّ الْاَوَّلُ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ الثَّالِثُ وَاِنْ نَزَلُوْاثُمَّ الرَّابِعُ وَاِنْ بَعُدُوْا-

অর্থ ঃ ২য় ঃ ঐ আত্মীয় যাদের দিকে মৃতের সম্পর্ক হয়। তারা হল দাদা-দাদীগণ, যারা মৃতের যবিল ফূরুযের বা আসাবাদের কারণে ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বাদ পড়েছে।

৩য় ঃ ঐ সমস্ত আত্মীয়, যারা মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার সাথে সম্পর্কিত। তারা হল ভগ্নির সন্তানাদি, ভাইয়ের কন্যাগণ, বৈপিত্রেয় ভাইদের পুত্রগণ।

৪র্থ ঃ ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা মৃত ব্যক্তির দাদা-দাদী ও নানা-নানীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা হল ফুফুগণ, বৈপিত্রেয় চাচা, মামাগণ ও খালাগণ। অতঃপর তারা এবং তাদের মধ্যস্থতায় যারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হবে, তাদেরকে যবিল আরহাম বলা যাবে। আর আবু সুলাইমান– মুহাম্মদ ইবনে হাসান থেকে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লিখিত ৪ প্রকারের যবিল আরহাম থেকে ২য় প্রকারের আত্মীয়গণ, মৃত ব্যক্তির অধিকতর ঘনিষ্ঠ, যদিও তারা উপরের দিকের হয়ে থাকে। তারপর ১ম প্রকারের আত্মীয়গণ, যদিও তারা নীচের দিকের হয়ে থাকে। তারপর তৃতীয় স্তরের আত্মীয়গণ যদিও তারা নীচের দিকের হয়ে থাকে। অতঃপর ৪র্থ প্রকারের আত্মীয়গণ, যদিও তারা অনেক দূর সম্পর্কীয় হয়।

وَرَوٰى اَبُوْيُوْسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِىْ ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ كَتَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ وَهُوَ الْمَاخُوْذُ بِهٖ وَعِنْدَ هُمَا الصِّنْفُ الثَّالِثُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ اَبِ الْاُمِّ لِاَنَّ عِنْدَ هُمَا كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اَوْلٰى مِنْ فَرْعِهٖ وَفَرْعُهٗ وَاِنْ سَفِلَ اَوْلٰى مِنْ اَصْلِهٖ-

অর্থ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আর ইবনে সামাআ' মুহাম্মদ ইবনে হাসান থেকে তিনি আবু হানীফা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে; সর্বপ্রকার আত্মীয়-স্বজন থেকে ১ম শ্রেণীর আত্মীয় মৃতের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। তারপর ২য়, তারপর ৩য়, অতঃপর ৪র্থ শ্রেণী, আসাবাদের ধারাবাহিকতা, অনুযায়ী। হানাফী আলেমগণ এটাই গ্রহণ করেছেন। আর সাহেবাইনের নিকট তৃতীয় শ্রেণী– নানার উপর অগ্রগণ্য। কেননা তৃতীয় শ্রেণীর আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেই তার সন্তানাদি থেকে নিকটবর্তী। আর নানার সন্তানাদি যদিও নীচের দিকে হোক না কেন, তার পূর্বপুরুষ থেকে অধিকতর নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা ঃ ذوالرحم الخ -মৃতের আত্মীয়-স্বজন তিন প্রকার। ১ম যবিল ফুরূয, ২য় আসাবা, ৩য় যবিল আরহাম। এই তিন প্রকারের আত্মীয় ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় মৃতের ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হয় না। যবিল ফুরূয ও আসাবা না থাকাকালীন অবস্থায় যবিল আরহামও হানাফী মাযহাব অনুসারে মৃতের সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে। শাফেঈ ও মালেকী মাযহাব অনুসারে যবিল আরহাম ওয়ারিছ হয় না। এ দুমাযহাবের আলেমগণের মতে যবিল ফুরুয ও আসাবা না থাকলে মৃতের সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত হল ইসলামী শাসন ও বাইতুল মাল থাকতে হবে। তাঁরা বলেন–কুরআন মজিদে যবিল আরহামের বিষয় উল্লেখ নাই বলে তারা অংশীদার হতে পারে না। খালা ও ফূফু ওয়ারিছ হওয়া সম্পর্কে হুজুর (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন যে জিব্রাঈল আমীন আমাকে ফূফু ও খালার ওয়ারিছ না হওয়া সম্পর্কে অবগত করেছেন। আর হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন যে, اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض উক্ত আয়াত ওয়ারিছ হওয়ার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর (সাঃ) মদীনায় ১ম অবস্থায় مولى المو الاة কেও ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিছ করেছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মাওলাল মুওয়ালাতকে না দিয়ে যবিল আরহমাকে অংশ দিতেন। হুজুরের (সাঃ) বাণী –

والخال وارث من لاوارث له ও যবিল আরহাম ওয়ারিছ হওয়ার জন্য প্রমাণ স্বরূপ। অর্থাৎ যার কোন ওয়ারিছ নাই, মামা তার ওয়ারিছ হবে। আসাবাদের আলোচনা দ্বারা জানা গেছে যে, মৃতের আত্মীয়দের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই আসাবার মধ্যে গণ্য। যথা–

মৃতের–(ক) পুত্র, পৌত্র ও তৎনিম্নগণ।
(খ) ভাই, ভাইয়ের পুত্র ও তৎনিম্নগণ।
(গ) চাচা ও চাচার পুত্র ও তৎনিম্নগণ।
(ঘ) পিতা, দাদা, পরদাদা সকলেই আসাবা হয়।

আর মৃতের কন্যা ও নাত্নির সন্তানাদী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যত নিম্নেরই হোক না কেন, তারা যবিল আরহামের ১ম স্তরের মধ্যে গণ্য হবে। আর মৃতের দাদা-দাদী ও নানা-নানী যারা جده فاسده তারা যত উর্দ্ধেরই হোক না কেন, যবিল আরহামের ২য় স্তরের মধ্যে গন্য হবে। বোনের সন্তান, চাই পুরুষ হোক বা মহিলা, যে কোন ধরণের ভাইয়ের কন্যা, আর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানগণ ৩য় স্তরের মধ্যে গণ্য। আর ফুফু, বৈপিত্রেয় চাচা, মামা ও খালা, এই সকল আত্মীয় নিজেরা এবং যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তারা যবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত।

كل من يدلى بهم – দ্বারা উল্লেখিত ৪-প্রকরের যবিল আরহামর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়, চাই তাদের সন্তানাদী হোক বা তাদের পূর্ব পুরুষ হোক- বুঝান হয়েছে।

من ذوى الارحام – দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যবিল আরহাম শুধু এই উক্ত ৪-প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উক্ত ৪-প্রকারের অধিকও হতে পারে।

روى ابويوسف (رح) যবিল আরহামের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে আবু হানীফা (রঃ) থেকে দুই ধরণের বর্ণনা আছে। ১ম বর্ণনাকারী আবু সুলাইমান, যার বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব অনুসারে ২য় প্রকারের যবিল আরহাম মৃত ব্যক্তির অধিক ঘনিষ্ঠ। কাজেই দ্বিতীয় প্রকারের আত্মীয় বর্তমান থাকতে অন্য কেউ ওয়ারিছ হবে না। তারা না থাকলে ১ম প্রকারের আত্মীয় ওয়ারিছ হবে।

২য় ধারার বর্ণনাকারী ইমাম আবু ইউসূফ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ। এই বর্ণনায় আসাবাদের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ১ম স্তরের অর্থাৎ মৃতের কন্যার সন্তান বা পুত্রের কন্যার (পৌত্রীর) সন্তান বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ جدفاسد ও جدة سده বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয় স্তরের বর্তমানে তৃতীয় স্তরের যবিল আরহাম অর্থাৎ বোনের সন্তান, ভাইয়ের কন্যাগণ ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানগণ বঞ্চিত হবে। এভাবে তৃতীয় স্তরের দ্বারা ৪র্থ স্তরের অর্থাৎ ফুফু, বৈপিত্রেয় চাচা, মামা, খালা এবং ঐ সকল আত্মীয় যারা এই স্তরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে তারাও বঞ্চিত হবে। আসাবা বিনাফসিহী অর্থাৎ স্বয়ং আসাবাদের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী যবিল আরহামেরও ক্রমবিন্যাস হবে। যেমন আসাবাদের মধ্যে প্রথম পুত্র, তারপর পিতা, অতঃপর দাদা, এরপর ভাই ও তারপর চাচা ওয়ারিশ হয়। আবু সুলাইমান (রঃ)-এর বর্ণনা থেকে ইমাম আবু হানীফা রূজু করেছেন। তাই হানাফী আলেমগণ তার উপর ফতোয়া দেন নাই। আবু ইউসূফ (রঃ) ও হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনার উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

فـصـل فـى الـصـنـف الاول

প্রথম প্রকার

اَوْلٰـهُمْ بِـالْـمِيْـرَاثِ اَقْـرَبُـهُـمْ اِلَى الْـمَيِّتِ كَبِنْتِ الْبِنْتِ فَاِنَّـهَا اَوْلٰى مِنْ بِنْتِ بِنْتِ الْاِبْنِ وَاِنِ اسْـتَـوَوْا فِى الدَّرَجَـةِ فَـوَلَدُ الْـوَارِثِ اَوْلٰى مِنْ وَلَـدِ ذَوِى الْاَرْحَامِ كَبِنْتِ بِنْتِ الْاِبْـنِ فَاِنَّـهَااَوْلٰى مِنْ اِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَاِنِ اسْـتَـوَتْ دَرَجَاتُـهُمْ وَلَـمْ يَكُنْ فِيْـهِمْ وَلَدُ الْـوَارِثِ اَوْكَانَ كُلُّهُمْ يُدْلُوْنَ بِـوَارِثٍ فَـعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ وَالْـحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ يُعْـتَـبَرُ اَبْدَانَ الْـفُرُوْعِ وَيُـقْـسَمُ الْـمَـالُ عَلَيْـهِمْ سَوَاءٌ اِتَّـفَـقَتْ صِـفَـةُ الْاُصُـوْلِ فِى الذُّكُـوْرَةِ وَالْاُنُـوْثَـةِ اَوِاخْـتَـلَـفَتْ وَمُـحَـمَّـدٌ رَحِمَـهُ الـلّٰـهُ تَـعَـالٰى يَـعْـتَـبِرُ اَبْدَانِ الْـفُـرُوْعِ اِنِ اتَّـفَـقَتْ صِـفَـةُ الْاُصُـوْلِ مُـوَافِقَـا لَـهُمَا-

অর্থ ঃ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিক অগ্রাধিকারী ঐ ব্যক্তি যে মৃতের অধিক ঘনিষ্ঠ। যথা-কন্যার কন্যা, পৌত্রীর কন্যা থেকে অগ্রগণ্য (কারণ ১ম টি এক মধ্যস্থায় এবং ২য়টি দুই মধ্যস্থায় মৃতের আত্মীয় হয়েছে। আর যদি একই স্তরের যবিল আরহাম হয়, তবে ওয়রিছের সন্তানাদি যবিল আরহামার সন্তানাদি থেকে উত্তম হবে। যথা-পুত্রের কন্যার কন্যা, কন্যার-কন্যার পুত্র থেকে অধিক উপযুক্ত। কেননা ১মটি ওয়ারিছের সন্তান, আর ২য়টি যবিল আরহামের সন্তান। আর যদি প্রত্যেকেই এক স্তরের হয়। আর তন্মোধ্যে ওয়ারিছের সন্তান না থাকে, অথবা সকল অংশীদারই ওয়ারিছের মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হয়, তা হলে ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) ও হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর মতে সন্তানদের সংখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর সম্পদ তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। তাদের পূর্ব পুরুষগণ স্ত্রী বা পুরুষ হওয়ার ব্যাপারে এক ধরণের হোক বা বিভিন্ন হোক। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) তাদের দুজনের সাথে একমত। যদি সন্তানদের পূর্ব পুরুষগণ স্ত্রী বা পুরুষ হওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরণের হয়, তা হলে সন্তানদের সংখ্যানুপাতে বন্টন হবে।

وَيَعْتَبِرُ الْأُصُوْلَ اِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ وَيُعْطِى الْفُرُوْعَ مِيْرَاثَ الْأُصُوْلِ مُخَالِفًا لَهُمَا كَمَا اِذَا تَرَكَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ عِنْدَهُمَا يَكُوْنُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كَذٰلِكَ لِاَنَّ صِفَةَ الْاُصُوْلِ مُتَّفِقَةٌ وَلَوْتَرَكَ بِنْتَ ابْنِ بِنْتٍ وَابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ عِنْدَ هُمَا الْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوْعِ اَثْلَاثًا بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ ثُلُثَاهُ لِلذَّكَرِ • وَثُلُثُهُ لِلْاُنْثٰى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَ الْاُصُوْلِ اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ اَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِبِنْتِ اِبْنِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اَبِيْهَا وَثُلُثُهُ لِاِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اُمِّهٖ ـ

অর্থ ঃ আর যদি পূর্ব পুরুষগণ (নর-নারী হিসাবে) বিভিন্ন হয়, তা হলে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মূল ব্যক্তিকে বিবেচনা করেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর বিরোধিতা করে পূর্ব পুরুষদের মীরাছ সন্তানদেরকে দিয়ে দেন। যেমন যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় কন্যার এক কন্যা ও এক পুত্র (নাতী-নাতীন) রেখে মারা যায়, তবে উভয় ইমামের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ-এর নিকট সম্পদ উল্লিখিত দুইজনের (নাতী-নাতীনের) মধ্যে "একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোকের সমান" এই নীতি অনুসারে বন্টন হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতেও এভাবে বন্টন হবে। কেননা উভয় যবিল আরহামের পূর্ব পুরুষ এক ধরণের, আর উভয়েই মৃত ব্যক্তির কন্যার সন্তান। আর যদি কেউ তার কন্যার পুত্রের কন্যা (নাতীর কন্যা) এবং কন্যার কন্যার পুত্র (নাতীনের পুত্র) রেখে মারা যায়, তা হলে ইমাম আবু ইউসূফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের নিকট নাতীর কন্যা ও নাতীনের পুত্রের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি তাদের সংখ্যানুযায়ী তিন তৃতীয়াংশ হিসাবে বন্টন হবে। দুই তৃতীয়াংশ নাতীনের পুত্রের আর এক তৃতীয়াংশ নাতীর কন্যা পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর নিকট সমস্ত সম্পত্তি পূর্ব পুরুষদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের দ্বিতীয় সিড়িতে সম্পদ ভাগ করতে হবে। তিন ভাগ করে দুই ভাগ নাতীর কন্যার জন্য যা তার পিতার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এক ভাগ নাতীনের পুত্র পাবে, যা তার মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ فصل فى الصنف الاول রেহেমের সঙ্গে সম্পর্কীত আত্মীয় স্বজন প্রসঙ্গ। মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে প্রথমতঃ অংশীদার যবিল ফুরুয, তারপর আসাবাগণ। আসাবাগণের মধ্যেও সকলে এক সাথে হয় না। যেমন আসাবাদের মধ্যে কে কার পূর্বে হবে তার একটি বিধান রয়েছে। তদ্রূপ যবিল আরহামের মধ্যে কেউ কেউ মৃতের সম্পদের অংশীদার হয়। আবার তাদের মধ্যেও সকলে এক সাথে হয় না। তারও কিছু বিধি-বিধান রয়েছে। صنف اول থেকে তা-ই বর্ণনা করা হচ্ছে। ১ম নিয়ম-যেমনিভাবে আসাবাদের মধ্যে الاقرب فالا قرب -এর স্তর বিন্যাস রয়েছে, যবিল আরহামের বেলায়ও তা বিদ্যমান। অতএব মৃতের এক মধ্যস্থতা সূত্রের আত্মীয়, দুই মধ্যস্থতা সূত্রের আত্মীয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য হবে।

এইরূপ দুই মধ্যস্থতা সূত্রের আত্মীয় তিন মধ্যস্থতা সূত্রের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার পাবে। উক্ত নিয়মে বুঝে নিতে হবে।

২য় নিয়ম এই যে, যে সমস্ত যবিল আরহাম মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির তরফ থেকে হয়, তাদের বর্তমানে অন্যান্য যবিল আরহাম বঞ্চিত হবে। যথা-পুত্রের কন্যার কন্যা, (পৌত্রীর কন্যা) কন্যার কন্যার কন্যার (দৌহিত্রের কন্যা) উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা পৌত্রীর কন্যা হল ওয়ারীছের কন্যা আর দৌহিত্রের কন্যা হল শুধুমাত্র যবিল আরহাম।

৩য় নিয়ম এই যে, সাহেবাইন (রঃ) এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-বলেন-১ম প্রকারের যবিল আরহাম যারা জীবিত আছে তারা যদি একই স্তরের হয় এবং মৃতের সন্তানাদি থেকে কেউ ওয়ারিছ না থাকে অথবা সকলেই একই ওয়ারিছের সন্তান হয়, তা হলে একজন পুরুষ দুজন স্ত্রীলোকের সমান" এই বিধানমতে যবিল আরহামের ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন করা যাবে। তখন এটি দেখার বিষয় নয় যে, তাদের পূর্বপুরুষ পুরুষ ছিল না মহিলা।

যদি মৃতের এক কন্যার একটি কন্যা ও অপর কন্যার একটি পুত্র থাকে, (অর্থাৎ কন্যার পক্ষের নাতী-নাত্নী) তবে ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ নাত্নী ও $\frac{২}{৩}$ নাতী পাবে। কারণ প্রত্যেকের اصل অর্থাৎ মাতা এক ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও اصل এক হলে অন্য ইমামগণের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। আর যদি মৃত ব্যক্তি কন্যার পুত্রের কন্যা (দৌহিত্রের কন্যা) ও কন্যার কন্যার পুত্র (দৌহিত্রীর কন্যা) পুত্র রেখে মারা যায়, তবে ইমাম আবু ইউসূফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের (রঃ)-এর নিকট للذكر مثل حظ الا نثيين এর বিধান অনুসারে পুত্র সন্তান $\frac{২}{৩}$ অংশ ও কন্যা সন্তান $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর নিকট তাদের اصل হিসাবে অংশ বন্টন করা যাবে। অর্থাৎ পুত্র সন্তানটি তার মাতার $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর কন্যা সন্তানটি তার পিতার $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যথা –

(ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু.) -৩

কন্যার কন্যা	কন্যার পুত্র
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

(খ) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু.) -৩

কন্যার পুত্রের কন্যা	কন্যার কন্যার পুত্র
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের মতে।

(ক) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু.) -৩

কন্যার কন্যা	কন্যার পুত্র
$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$

(খ) মৃত শরীফ — মাসআলা (ল. সা. গু.) -৩

কন্যার পুত্রের কন্যা	কন্যার কন্যার পুত্র
$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৩}$

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মত অনুযায়ী

وَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَاكَانَ فِى اَوْلَادِ الْبَنَاتِ بُطُوْنٌ مُخْتَلِفَةٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ اُخْتُلِفَ فِى الْاُصُوْلِ ثُمَّ يُجْعَلُ الذُّكُوْرُ طَائِفَةً وَالْاِنَاثُ طَائِفَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَمَا اَصَابَ الذُّكُوْرَ يُجْمَعُ وَيُقْسَمُ عَلٰى اَعْلَى الْخِلَافِ الَّذِىْ وَقَعَ فِىْ اَوْلَادِهِمْ وَكَذٰلِكَ مَا اَصَابَ الْاِنَاثَ وَهٰكَذَا يُعْمَلُ اِلٰى اَنْ يَّنْتَهِىَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

অর্থ ঃ অনুরূপ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট কন্যার সন্তানগণের মধ্যে যখন বিভিন্ন স্তর হয়, তখন সম্পদ সেই ১ম স্তরের মধ্যে বন্টন হবে, যাদের ২য় স্তরে নারী-পুরুষের বিভিন্নতা ঘটে। অতঃপর বন্টনের পরে (সেই স্তর থেকে) পুরুষের এক শ্রেণী ও নারীদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। তারপর পুরুষগণ যা পেয়েছে তা একত্রিত করা হবে, আর নারীগণ যা পেয়েছে তাও একত্রিত করা হবে। আর ১ম বার যে স্তরে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে (নারী পুরুষের বিভিন্নতা) এভাবে নারীদের স্তরে যেখানে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে সেখান থেকেই বন্টন করবে। এই নিয়মে শেষ স্তর পর্যন্ত বন্টন কার্য সমাধা করবে।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর কথার উপর ফতোয়া তাই গ্রন্থকার তাঁর মাযহাবকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু তাঁর নিকট فـرع -কে اصل হিসাবে মিরাছ দেওয়া হয়, তাই যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং শুধু তার যবিল আরহাম রেখে মারা যায় এবং তাদের কয়েক পুরুষ মারা গিয়ে থাকে এবং তার অংশীদার মেয়ের পক্ষের হয়, তবে ঐ মৃত স্তরসমূহ থেকে সর্বপ্রথম স্তরের দিকে দৃষ্টি করতে হবে যে, তারা সকলেই পুরুষ না নারী। এই হিসাবে তারা তিন প্রকার। (১) সকলেই পুরুষ (২) সকলেই নারী। (৩) কেউ পুরুষ বা কেউ নারী। যদি সকলেই পুরুষ বা নারী হয়, তবে সম্পদ তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা হিসাবে সমানভাবে ভাগ করা হবে। তারপর তাদের পরে যে সকল স্তরে নারী-পুরুষের বিভিন্নতা ঘটে, সেখানে "নারীর দ্বিগুণ পূরুষের" হিসাবে নারীর এক শ্রেণী ও পুরুষের এক শ্রেণী করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন স্তরের উপর তাদের শ্রেণীর অংশ বন্টন করতে থাকবে। আর যদি ১ম স্তরেই নারী-পুরুষ উভয় থাকে তবে "নারীর দ্বিগুণ পুরুষের" এই বিধান অনুসারে বন্টন করে দুই শ্রেণী করে দিবে। নিম্নে এটির নক্সা প্রদত্ত হল ঃ

وعند ابي يوسف مسئله ١٥ عند محمد مسئله ١٥ تصحـ ٦٠

بطن اول — طائفة الابناء ٢٤

بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن

طائفة البنات ٣٦ ٢٤

بطن ثاني

بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت

وجعل بذا البطن الاول والاول الثاني لكان اظهر ١٢

بطن ثالث

بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت ابن

١٢ ١٢ ١٨ ١٨

بطن رابع

بنت بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت ابن بنت بنت بنت

١٢ ٩ ٩ ١٢ ٦

بنت بنت ابن بنت ابن بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت

١٢ ٨ ٤ ٩ ٩ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣

بطن خامس

بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت بنت بنت بنت

١٢ ٨ ٤ ٩ ٣ ٦ ٢ ٦ ٤ ٣ ٢ ١

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)–এ মতে — ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ)–এর মতে

মাসআলা (ল. সা. গু)–১৫ তাসহীহ–৬০ — মাসআলা (ল. সা. গু)–১৫

১। পুত্র পুত্র পুত্র — কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা

পুরুষের শ্রেণী –২৪ — নারীর শ্রেণী–৩৬

২। কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা

পুরুষের শ্রেণী –২৪ — নারীর শ্রেণী–৩৬

৩য় স্তরের ওয়ারিছের সংখ্যার উফুক–৪

৩। পুত্র	কন্যা কন্যা	পুত্র পুত্র পুত্র	কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা	
১২	১২	১৮	১৮	

৪।	কন্যা	২কন্যা	পুত্র	২কন্যা	৩ পুত্র	৩ কন্যা					
	১২	১২	৯	৯	১২	৬					
৫।	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	২কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	২কন্যা
	১২	৮	৪	৯	৯	৩	৬	৩	৩	৩

৬।	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা
	১২	৮	৪	৯	৩	৬	২	৬	৪	৩	২	১

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত মাসআলায় ৬টি বতন (স্তর)আছে। ১ম ৫ বতনই মৃত্যু বরণ করেছে। শুধুমাত্র ষষ্ঠ বতন জীবিত আছে। এতে আবু ইউসূফের মাযহাব মতে মিরাস বন্টন করা খুবই সহজ। কারণ তাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি না করে للذكر مثل حظ الانثيين অনুসারে বন্টন করা হবে। আর তাঁর মাযহাব অনুসারে ১৫ ল. সা. গু হবে। কেননা ষষ্ঠ বতনে ৩ পুত্র ৬ কন্যার সমান, সুতরাং সকলে মিলে ১৫-কন্যা হল। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী ১ম বতনেই للذكر مثل حظ الانثيين এই নিয়মানুসারে বন্টন করা হবে। এই হিসাবে ল. সা. গু ১৫ হবে। নয় কন্যার ৯ অংশ আর তিন পুত্রের ৬ অংশ।

১ম বতন থেকে কন্যাদের দলে ৯-কন্যার এক দল, আর তিন পুত্রের এক দল। ২য় বতনে নারী-পুরুষের কোন বিভিন্নতা নাই। ৩য় বতনে নারীদের দলে ৩-পুত্র ও ৬ কন্যা للذكر مثل حظ الخ হিসাবে-১২ অংশ পেল। আর পুরুষদের দলে এক পুত্র ও দুই কন্যা (১ম বত্বনের ৩-পুত্রের অংশ ছয়কে) للذكر مثل حظ الخ অনুসারে এক পুত্র ৩ পেল। আর দুই কন্যা-৩ পেল। এখন-৯ কন্যা ও ১২ অংশের মধ্যে توافق بالثلث হিসাবে- ১২ এর উফুক- ৪ দিয়ে اصل مسئله ১৫ কে গুণ করলে তাসহীহ ৬০ হল। তন্মধ্যে-২৪ পুরুষ দল ও ৩৬ কন্যার দল পেল। তাতে কন্যার দলের ৩ পুরুষ ১৮ পেল, আর ৬ কন্যা-১৮ পেল। পুরুষের দলে এক পুত্র-১২ পেল। দুই কন্যা-১২ পেল। ৪র্থ বতনে পুরুষের দলে পুত্রের মুকাবেলায় যে কন্যা সে-১২ পেল। আর দুই কন্যার মুকাবেলায় যে ২ কন্যা তারা -১২পেল। নারীর দলের পুরুষদের মুকাবেয়ায় যে এক পুত্র ও দুই কন্যা আছে তাদের মধ্যে পুত্র পেল ৯। আর দুই কন্যা পেল ৯। ৩য় বতনে তিন ক্যার মুকাবেলায় যে তিন পুত্র তারা ১২ পেল। আর তিন কন্যার মুকাবেলায় যে তিন কন্যা, তারা-৬ পেল। ৫ম বত্বনে পুরুষের দলে ১ম কন্যার মুকাবেলায় যে এক কন্যা সে-১২ পেল। আর দুই কন্যার মুকাবেলায় যে এক পুত্র ও এক কন্যা আছে তাদের মধ্যে পুত্র-৮ পেল ও কন্যা ৪ পেল। আর নারীদের দলের পুত্রের মুকাবেলায় যে কন্যা সে-৯ পেল। আর দুই কন্যার মুকাবেলায় যে দুই কন্যা তারা পেল-৯। ৪র্থ বত্বনের তিন পুত্রের মুকাবেলায় ৫ম বতনের এক পুত্র ও দুই কন্যা আছে তাদের মধ্যে পুত্র-৬ পেল। দুই কন্যা তিন তিন করে-৬ পেল। আর ৪র্থ বতনের তিন কন্যার মুকাবেলায় ৫ম বতনের এক পুত্র ও দুই কন্যা আছে তাদের মধ্যে পুত্র ৩ পেল ও দুই কন্যা-৩ পেল।

ষষ্ঠ বতনে (বাম দিক থেকে হিসাব করা হয়েছে) ৩ পুত্রের -৬ অংশ ও নয় কন্যার -৯ অংশ মোট-১৫ অংশ হল। ১ম বতন হতে তিন পুরুষদের এক দল আর-৯ কন্যাদের এক দল ধরা হয়েছে। ২য় বতনে নারী পুরুষের কোন বিভিন্নতা নাই। ৩য় বতনে পুরুষের দলে এক পুত্র ও দুই কন্যা (১ম বতনের তিন পুত্রের অংশ ছয় থেকে للذكر مثل حظ الخ বিধান মতে একপুত্র-৩ ও দুই কন্যা -৩ পেল। আর কন্যার দলের তিন পুত্র ও ছয় কন্যা (১ম বতনের-৯ অংশ থেকে ৯ পেল। এখন ছয় কন্যা ও তিন পুত্র (ছয় কন্যার সমান) মোট-১২ কন্যা হল। উক্ত বারজনের মধ্যে নয় অংশ ভাগ করা যায় না। কিন্তু ১২ জন ও ৯ অংশের মধ্যে توافق بالثلث অনুসারে লোক সংখ্যা-১২ এর وفق ৪ দিয়ে اصل مسئله ১৫ কে

গুণ করে তাসহীহ-৬০ হল। পুরুষের দলের ৬-কে ৪ দিলে গুণ করে-২৪ হল। এই-২৪ থেকে পুত্র-১২ ও দুই কন্যা-১২ পেল। আর কন্যার দলের ৯-কে ৪ দিলে গুণ করে ৩৬ হল। এই ৩৬ থেকে তিন পুত্র-১৮ ও ছয় কন্যা-১৮ পেল। ৪র্থ বত্বনে (৩য় বত্বনের পুত্রের অংশ-১২। তার মুকাবেলায়) এক কন্যা-১২ পেল। আর (৩য় বত্বনের ২ কন্যার মুকাবেলায়) দুই কন্যা-১২ পেল। আর নারীর দলের (৩য় বত্বনের তিনপুত্রের অংশ-১৮ থেকে এক পুত্র-৯ পেল, আর দুই কন্যা-৯ পেল। আর (২য় বতনের-৬ কন্যার-১৮ থেকে তিন পুত্র ১২ ও তিন কন্যা-৬ পেল। ৫ম বত্বনে (৪র্থ বত্বনের এক কন্যার মুকাবেলায়) এক কন্যা-১২ পেল। আর ৪র্থ বত্বনের দুই কন্যার মুকাবেলায়) এক পুত্র -৮ ও এক কন্যা-৪ পেল। (৪র্থ বত্বনের পুত্রের মুকাবেলায়) এক কন্যা - ৯ পেল। (৪র্থ বতনের দুই কন্যার মুকাবেলায়) দুই কন্যা ৯ পেল। (৪র্থ বত্বনের ৩ পুত্রের মুকাবেলায়) এক পুত্র-৬ পেল ও দুই কন্যা তিন করে-৬ পেল। ৪র্থ বত্বনের তিন কন্যার মুকাবেলায়) এক পুত্র-৩ পেল ও দুই কন্যা-৩ পেল।

ষষ্ঠ বতনে (বাম দিক থেকে আরম্ভ) ১ম কন্যার-১২। ২য় কন্যার-৮, ৩য় কন্যার-৪। ৪র্থ কন্যার-৯। ৫কন্যার (৫ বতনের ৫ম ও ষষ্ঠ কন্যা থেকে প্রাপ্ত-৯ থেকে ৩ ও ষষ্ঠ পুত্র-৬ পাবে। ৭ম কন্যা-২, অষ্টম কন্যা-৬, ৯ম পুত্র-৪, প্রথমা কন্যা- ৩, একাদশ পুত্র-২ ও দ্বাদশ কন্যা-১ পাবে।

وَكَذٰلِكَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَأْخُذُ الصِّفَةَ مِنَ الْاَصْلِ حَالَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ وَالْعَدَدِ مِنَ الْفُرُوْعِ كَمَا اِذَا تَرَكَ اِبْنَىْ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ ابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَىْ بِنْتِ ابْنِ بِنْتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

(١)	بِنْتُ	بِنْتِ	بِنْتٍ	(اَلْبَطْنُ الْاَوَّلُ)
(٢)	بِنْتُ	بِنْتِ	اِبْنِ	(اَلْبَطْنُ الثَّانِىْ)
(٣)	بِنْتُ	اِبْنِ	بِنْتٍ	(اَلْبَطْنُ الثَّالِثُ)
(٤)	اِبْنَىْ	بِنْتِ	بِنْتَىْ	(اَلْبَطْنُ الرَّابِعُ)

অর্থ ঃ অনুরূপ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন কালে পূর্ব-পুরুষদের صفت অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে এবং নিম্ন বংশধরদের সংখ্যানুপাতে ধরে থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি কন্যার কন্যার কন্যার দুই পুত্র ও কন্যার কন্যার পুত্রের এক কন্যা ও কন্যার পুত্রের কন্যার দুই কন্যা রেখে মারা গেল। তার নক্সা নিম্নে দেয়া হল ঃ

১ম ঃ	কন্যা	কন্যা	কন্যা	২য় ঃ	পুত্র	কন্যা	কন্যা
		পুত্রের দল-৪			কন্যার দল-৩		
৩য় ঃ	কন্যা	পুত্র	কন্যা	৪র্থ ঃ	২ কন্যা	কন্যা	২পুত্র
	১৬	৬	৬		১৬	৬	৬

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত নক্সায় নর-নারীর বিভিন্নতা ২য় স্তরে হয়েছে। ১ম স্তরে-৩ কন্যা, ২য় স্তরে দুই কন্যা ও এক পুত্র। ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর মতে পূর্ব-পুরুষের লিঙ্গ হিসাবে নিম্ন বংশধরদের সংখ্যা ধরা হয়। এই মাসআলায় নারীর দলে এক কন্যার সর্বশেষ স্তরে ১ কন্যা আছে। কাজেই মোট-৩ কন্যা হল। আর পুরুষের দলে পুত্রের সর্বশেষ স্তরে দুইজন অংশীদার আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে দুই জনকে দুই পুত্র ধরতে হবে। আর দুই পুত্র চার কন্যার সমান। কাজেই ৩+৪ কন্যা হল। উভয় পক্ষের সর্বমোট-৭ কন্যা হল। সুতরাং ল. সা. গু হবে ৭ দ্বারা মাসআলা হবে)। এখন পুরুষের এক শ্রেণী ও নারীর এক শ্রেণী পৃথক ধরা হয়েছে। ৩য় স্তরে কন্যার শ্রেণীতে এক পুত্র ও এক কন্যা আবার এই স্তরের কন্যার ২টি ছেলে এবং এই স্তরের পুত্রের ১টি কন্যা আছে। ৩য় স্তরের এক কন্যার দুই (পুত্র) অংশীদারকে দুই কন্যা ধরা হয়েছে। আর ৩য় স্তরের এক পুত্রকে দুই কন্যার সমান ধরা হয়েছে। অতঃপর সর্বমোট ৪ কন্যা (নারীর দলের) হল। নারীর দলে অংশ ছিল-৩, আর তারা অংশীদার হল ৪ জন। তিন অংশ চার জনের মধ্যে বন্টন করা যায় না বলে লোক সংখ্যা-৪ দিয়ে اصل مسئله -৭ কে গুণ করে ৪ × ৭ = ২৮ দ্বারা (ল. সা. গু) মাসআলা তাসহীহ করা হয়েছে। এই ২৮ থেকে পুরুষের দলের অংশ ছিল-৪। তাকে ৪ দ্বারা গুণ করলে ৪ × ৪ = ১৬ হল পুরুষেরদলের দুই কন্যার অংশ। আর নারীর দলের অংশ ছিল-৩। এটিকে ৪ দ্বারা গুণ করায় ৩ × ৪ = ১২ হল নারীর দলের অংশ। তা থেকে ৩য় স্তরের পুত্রের কন্যা ৬, আর ৩য় স্তরের কন্যার দুই পুত্র পেল-৬।

عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوْعِ اَسْبَاعًا بِاِعْتِبَارِ اَبْدَانِهِمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقْسَمُ الْمَالُ عَلٰے اَعْلَى الْخِلَافِ اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ اَسْبَاعًا بِاِعْتِبَارِعَدَدِ الْفُرُوْعِ فِى الْاُصُوْلِ اَرْبَعَةُ اَسْبَاعِهٖ لِبِنْتَىْ بِنْتِ اِبْنِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ جَدِّهِمَا وَثَلٰثَةُ اَسْبَاعِهٖ وَهُوَ نَصِيْبُ الْبِنْتَيْنِ يُقْسَمُ عَلٰى وَلَدَيْهِمَا اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّالِثِ اَنْصَافًا نِصْفُهٗ لِبِنْتِ اِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اَبِيْهَا وَالنِّصْفُ الْاٰخَرُلِابْنَىْ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اُمِّهِمَا وَتَصِحُّ الْمَسْئَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ جَمِيْعِ ذَوِى الْاَرْحَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى-

অর্থ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট অংশীদারগণের সংখ্যা হিসাবে সম্পদ সাত ভাগ করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট ১ম যে স্তরে বিভিন্নতা (নারী-পুরুষের) হয়েছে, অর্থাৎ ২য় স্তরে নিম্ন বংশধরদের

সংখ্যা হিসাবে সম্পদ ২য় স্তরের মধ্যে সাত ভাগে বন্টন করা যাবে। কন্যার পুত্রের কন্যার দুই কন্যা তাদের নানার অংশ হিসাবে $\frac{৪}{৭}$ পাবে। আর অবশিষ্ট $\frac{৩}{৭}$ অংশ (২য় স্তরের) দুই কন্যা পাবে, যা তাদের বংশধরদের মধ্যে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ ৩য় স্তরে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হবে। কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা তার পিতার অংশ অর্ধেক পাবে। আর ২য় অর্ধেক কন্যার কন্যার কন্যার দুই পুত্র, তাদের মাতার অংশ হিসাবে পাবে এবং ল. সা. গু.-২৮ দ্বারা তাসহীহ হবে। আর সকল যবিল আরহাম সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে যে দুই রেওয়ায়েত আছে তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর বর্ণনাই প্রসিদ্ধ। আর তারই উপর হানাফী মাযহাবের ফতোয়া।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ)-এর মতানুযায়ী যবিল আরহামের সংখ্যানুযায়ী ল. সা. গু ৭ ধরে মাসআলা করে প্রত্যেকের উপর অংশ বন্টন করা হবে। এ জন্য তাসহীর কোন প্রয়োজন নেই। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে কন্যা-৭ থেকে ১$\frac{১}{২}$ পেয়েছিল। আবু ইউসূফ (রঃ)-এর মতে সে ১ পাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতের উপরই ফতোয়া। আর অতি সহজ হওয়ায় বুখারার মাশায়েখগণ আবু ইউসূফ (রঃ)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

فَصْلٌ- عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُوْنَ الْجِهَاتَ فِى التَّوْرِيْثِ غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوْسُفَ يَعْتَبِرُ الْجِهَاتَ فِىْ اَبْدَانِ الْفُرُوْعِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ الْجِهَاتَ فِى الْاُصُوْلِ كَمَا اِذَا تَرَكَ بِنْتَىْ بِنْتِ بِنْتٍ وَهُمَا اَيْضًا بِنْتَا اِبْنِ بِنْتٍ وَابْنَ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

المسئلة عند ابى يوسف من ٣ وعند محمد من ٧ تضرب فى ٤ تصح من ٢٨

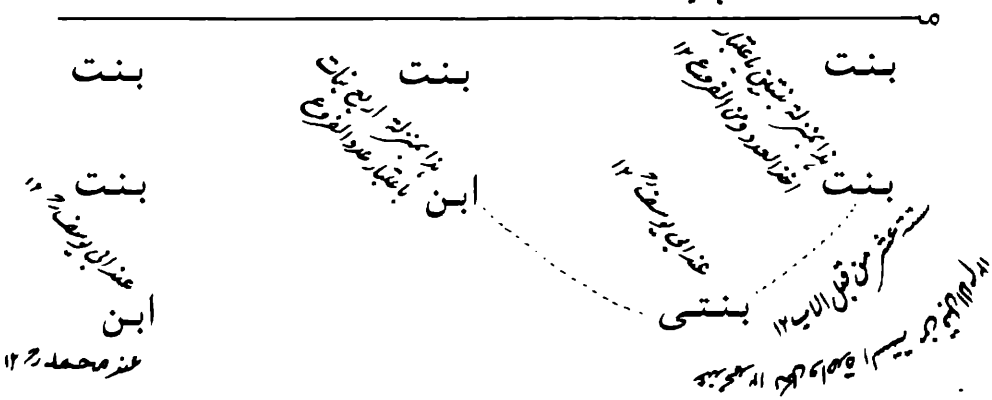

অর্থ ঃ আমাদের হানাফী মাযহাবের আলেমগণ যবিল আরহামের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তায় সম্পর্কের দিক বিবেচনা করেন। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ) বর্তমানে নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের আত্মীয়তার দিকে বিবেচনা করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পূর্ব-পুরুষের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকটা বিবেচনা করেন। যেমন কেউ কন্যার কন্যার দুই কন্যা রেখে মারা গেল। আবার তারা তার (মৃতের) অন্য কন্যার পুত্রের কন্যাও হয় এবং অন্য (৩য় কন্যার) কন্যার কন্যার এক পুত্র রেখে মারা গেল। যেমন নিম্নে দেখান হল-

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে – মাসআলা-৩ তাসহীহ-২৮ মাযরূব-৪

১। কন্যা কন্যা কন্যা

২। তাসহীহ-২৮/ মাযরূব-৪

কন্যা	পুত্র	কন্যা
১ / ৪	৪/১৬	২/৮

৩। পুত্র

হযরত মুহাম্মদ (রাঃ)–এর মতে

মাতার পক্ষ থেকে–৬

আবু ইউসুফ (রাঃ) মতে–১

দুই কন্যা

মুহাম্মদ (রঃ)–এর মতে

পিতার পক্ষ থেকে –১৬

মাতার পক্ষ থেকে–৬

২২

আব ইউসুফ (রঃ)–এর মতে–২

عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰه تَعَالٰى يَكُوْنُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ اَثْلَاثًا وَصَارَكَاَنَّهُ تَرَكَ اَرْبَعَ بَنَاتٍ وَابْنًا ثُلُثَاهُ لِلْبِنْتَيْنِ وَثُلُثُهُ لِلْاِبْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَهْمًا لِلْبِنْتَيْنِ اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ سَهْمًا سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ قِبَلِ اَبِيْهِمَا وَسِتَّةُ اَسْهُمٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهِمَا وَلِلْاِبْنِ سِتَّةُ اَسْهُمٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهٖ –

অর্থ ঃ ইমাম আবূ ইউসূফ (রাঃ)-এর নিকট সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করা হবে। (তা এই নিয়মে)- যথা মৃত ব্যক্তি ৪-কন্যা ও এক পুত্র রেখে মারা গেল। কন্যাদের জন্য $\frac{২}{৩}$ অংশ ও পুত্রের জন্য $\frac{১}{৩}$ অংশ। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে সম্পদ তাদের মধ্যে-২৮ ভাগ করা হবে। দুই কন্যার জন্য $\frac{২২}{২৮}$। তন্মধ্যে $\frac{১৬}{২৮}$ পিতার পক্ষ থেকে আর $\frac{৬}{২৮}$ মাতার পক্ষ থেকে। আর $\frac{৬}{২৮}$ পুত্রের জন্য হবে মাতার পক্ষ থেকে।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ)-এর নিকট সম্পত্তি তাদের (যবিল আরহামদের) মধ্যে তিন ভাগ হবে। কারণ দুই কন্যা দুই দিকের সম্পর্কের অংশীদার যথা-মায়ের পক্ষ থেকে দুই কন্যা ও পিতার পক্ষ থেকে দুই কন্যা সর্ব মোট-৪ কন্যা, আর চার কন্যা দুই পুত্রের সমান। আবার তার সাথে এক পুত্র, সুতরাং অংশীদারের সংখ্যা তিনজন। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ) সম্পত্তিকে তিন ভাগ করে দুই কন্যাকে দুই ভাগ আর এক পুত্রকে এক ভাগ দিয়েছেন।

আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট সম্পত্তি ২য় স্তরে বন্টন হবে। কেননা তাঁর নিকট আত্মীয়তার হিসাব করা হয় বংশের মূলের দিকে, আর সংখ্যা হিসাব করা হয় নিম্নস্তরে (যেহেতু মূলের দিকে আত্মীয়তার হিসাব) এই জন্য এক পুত্রকে দুই পুত্র ধরা হবে। কারণ তার দুটি সন্তান আছে। আর যে কন্যার একটি পুত্র তাকেও এক কন্যা ধরা হবে। অতএব দুই পুত্র-৪ কন্যার সমান আর তিন কন্যা সর্বমোট ৭ কন্যা হল। তাতে অংশীদারের সংখ্যা হল ৭জন। এখন পুত্র (যার দুই দিকে সম্পর্ক) ৪পেল। কন্যা (যার দুই দিকে সম্পর্ক) ২ পেল। পুত্র (যার এক দিকে সম্পর্ক) ১ পেল। তারপর ২য় বতন থেকে নারীকে এক দল ও পুরুষকে এক দল ধরা হল। নারীর প্রাপ্ত অংশ হল-৩। আর পুরুষের প্রাপ্ত অংশ হল-৪। ৩য় স্তরে এসে নারীর সংখ্যা হল-৪। কেননা এক পুত্র দুই কন্যার সমান, আর তাদের প্রাপ্ত-অংশ হল-৩। তিন অংশকে ৪-জনের মধ্যে ভাগ করা যায় না বলে তাসহীহর আবশ্যক হল। এখানে অংশ-৩ ও লোক সংখ্যা-৪ এর মধ্যে তাবায়ূন (অর্থাৎ মৌলিক) সম্পর্ক। তাই লোক সংখ্যা-৪ দ্বারা اصل مسئله ৭ থেকে (ফরায়েযের নিয়মানুসারে) গুণ করলে ২৮ হয়। যখন ২য় স্তরের (বতনের) পুত্রের দলের অংশ-৪ ও কন্যার দলের অংশ-৩ ছিল। এই ৪কে ৪ দ্বারা গুণ করায় পুত্রের দলের অংশ হল-১৬, আর ২য় স্তরের কন্যার দলের অংশ ৩ কে ৪ দ্বারা গুণ করাতে অংশ হল-১২। এই ১২ থেকে ২য় স্তরের দুই কন্যা-৬ করে পেল। ৩য় স্তরের পুত্র তার মাতার অংশ-৬ পেল। আর ৩য় স্তরের প্রতিটি কন্যা ২য় স্তরের পুত্রের অংশ (অর্থাৎ ৩য় স্তরের কন্যার পিতার প্রাপ্ত অংশ-১৬) থেকে ৮ ও মাতার অংশ (অর্থাৎ ২য় স্তরের কন্যার প্রাপ্ত ৬ অংশ) থেকে তিন সর্বমোট ১১ করে পেল।

فصل فی الصنف الثانی

দ্বিতীয় প্রকার

اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَ وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ لِمَنْ كَانَ يُدْلِىْ بِوَارِثٍ فَهُوَ اَوْلٰى كَاَبِ اُمِّ الْاُمِّ اَوْلٰى مِنْ اَبِ اَبِ الْاُمِّ عِنْدَ اَبِىْ سُهَيْلِ الْفَرَائِضِىْ وَاَبِىْ فَضْلِ اِلْخَصَّافِ وَعَلِىِّ بْنِ عِيْسَى الْبَصْرِىْ وَلَا تَفْضِيْلَ لَهٗ عِنْدَ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِىْ وَاَبِىْ عَلِىِ الْبُسْتِىْ وَاِنِ اسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِمْ مَنْ يُّدْلِىْ بِوَارِثٍ اَوْكَانَ كُلُّهُمْ يُدْلُوْنَ بِوَارِثٍ وَاتَّفَقَتْ صِفَةُ مَنْ يُّدْلُوْنَ بِهِمْ وَاتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ فَالْقِسْمَةُ حِيْنَئِذٍ عَلٰى اَبْدَانِهِمْ وَاَنِ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ مَنْ يُّدْلُوْنَ بِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ اِخْتَلَفَ كَمَافِي الصِّنْفِ الْاَوَّلِ وَاِنْ اخْتَلَفَتْ قَرَابَتُهُمْ فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْاَبِ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْاُمِّ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاُمِّ ثُمَّ مَا اَصَابَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَالَوِ اتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ-

অর্থ ঃ দ্বিতীয় প্রকারের যবিল আরহাম (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়) যে পক্ষেরই হোক না কেন (চাই পিতার পক্ষের হোক বা মাতার পক্ষের হোক) যে মৃত ব্যক্তির অতিশয় ঘনিষ্ঠ সে-ই মিরাছ পাওয়ার অগ্রগণ্য। আবূ সুহাইল ফারায়েযী, আবূল ফযল খাচ্ছাফ, আলী ইবনে ঈসা বসরী প্রমুখ ফকীহ্গণের নিকট ঘনিষ্ঠতায় সকলেই সমান স্তরের হলে যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিছের মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত সে-ই অগ্রগণ্য হবে। যথা- নানীর পিতা নানার পিতা থেকে উত্তম। আবু সুলাইমান জুরজানী ও আবু আলী বস্তির নিকট এর (অর্থাৎ ওয়ারিছের মধ্যস্থতার) কোন অগ্রাধিকার নাই। আর যদি যবিল আরহাম সকলেই সমান স্তরের হয় এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ না থাকে, যে ওয়ারিছের মধ্যস্থতায় আত্মীয় অথবা তারা সকলে কোন ওয়ারিছের মধ্যস্থতায় মৃতের আত্মীয় হয় এবং যাদের মাধ্যমে মৃতের আত্মীয় হয়, তারা নর-নারী হিসাবে এক জাতীয় এবং আত্মীয়তার হিসাবেও একই স্তরের হয়, তবে সম্পত্তি তাদের লোক সংখ্যা হিসাবে ভাগ হবে। আর যদি মধ্যস্থতাকারীগণ স্ত্রী-পুরুষ বিভিন্ন হয়, তা হলে যেই স্তরে এই বিভিন্নতা দেখা দিল সেই স্তরেই সম্পত্তি বন্টন করা হবে, যেভাবে প্রথম প্রকারের যবিল আরহামের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আর যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিভিন্ন হয়, তবে পিতার

আত্মীয়গণ পিতার অংশ হিসাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। আর মাতার আত্মীয়গণ মাতার অংশ অনুসারে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ যা পাবে তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে, তাদের আত্মীয়তা এক হলে যেমন হত।

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল যবিল আরহাম যবিল ফুরূয বা আসাবাদের মধ্যস্থতায় আত্মীয় হয়, তারা অন্যান্য যবিল আরহাম থেকে অগ্রগণ্য হয়। এই হিসাবে যদি কোন মৃতের নানার ও নানীর পিতা জীবিত থাকে তবে নানীর পিতা অগ্রগণ্য হবে নানার পিতা থেকে। কেননা নানীর পিতা যবিল ফুরূযের মধ্যস্থতায় আত্মীয়। কারণ, নানী যবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত জাদ্দায়ে সহীহা হিসাবে। কিন্তু আবূ সূলাইমান জূরজানী ও আবু আলী বস্তী বলেন যে, আত্মীয় সমান স্তরের হলে ওয়ারিছের মাধ্যমে হউক বা না হউক কোন পার্থক্য নেই, কেননা তাঁরা বলেন للذكر مثل حظ الانثيين এর বিধানুযায়ী নানার পিতা $\frac{২}{৩}$ অংশ ও নানীর পিতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। তবে যবিল আরহামের ত্যাজ্য সম্পত্তি পাওয়ার অগ্রাধিকার হিসাবে কয়েকটি নিয়ম আছে। যথা-

(ক) নিকটবর্তী আত্মীয় থাকতে দূরবর্তী আত্মীয় মীরাছ পাবে না।

(খ) আত্মীয়গণ স্তর অনুসারে সম-মানের হলে যে ব্যক্তি যবিল ফুরূয বা আসাবার মাধ্যমে আত্মীয়, সে-ই অগ্রগণ্য হবে। কিন্তু للذكر مثل حظ الخ-এর হিসাবে আবু সুলাইমানের বক্তব্যের উপর ফতোয়া। তিনি বলেন-صنف اول অর্থাৎ নিম্নস্তরের আত্মীয়ের মধ্যে যবিল ফুরুয বা আসাবার মধ্যস্থতার আত্মীয় অগ্রগণ্য। صنف ثانى অর্থাৎ উপরের স্তরের আত্মীয়ের মধ্যে للذكر مثل حظ الخ এর হিসাবে অগ্রাধিকার হবে।

(গ) সকল যবিল আরহাম যদি পিতা বা মাতার দিকের আত্মীয় হয়, আর সকলে একই স্তরের হয় এবং নারী-পুরুষ হিসাবেও এক জাতীয় হয়, তা হলে লোক সংখ্যানুপাতে ভাগ হবে এবং প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে।

(ঘ) যদি আত্মীয়তার দিক দিয়ে সকল যবিল আরহাম এক দিকের না হয়, অর্থাৎ কেউ পিতার দিকের আবার কেউ মাতার দিকের, কিন্তু স্তরের দিক দিয়ে সমান হয়, তবে পিতার আত্মীয় $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতার আত্মীয় $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর এই নারী-পুরুষের প্রভেদ যে স্তর হতে সংঘটিত হয় সেখান থেকে পুরুষের অংশ তার নিম্নস্তরের দিকে বন্টন হবে, আর নারীর অংশ তার নিম্নস্তরের দিকে বন্টন হবে।

فصل فى الصنف الثالث

তৃতীয় প্রকার

اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ وَاِنِ اسْتَوَوا فِىْ الْقُرْبِ فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلٰى مِنْ وَلَدِ ذَوِى الْاَرْحَامِ كَبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ وَابْنِ بِنْتِ الْاُخْتِ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلِاَبٍ اَوْ اَحَدُهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاٰخَرُ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَلَوْكَانَا لِاُمٍّ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا اَنْصَافًا بِاِعْتِبَارِ الْاُصُوْلِ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

اَلْمَسْئَلَةُ مِنْ ٣ عِنْدَ اِبِىْ يُوْسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ من ٢

الاخ لام	الاخت لام
ابن	بنت
بنت	ابن
عند ابى يوسف وكذلك عند محمد	عند ابى يوسف

অর্থ ঃ তৃতীয় প্রকার যবিল আরহামের হুকুম ১ম প্রকার যবিল আরহামের ন্যায়, অর্থাৎ যারা মৃতের অধিক ঘনিষ্ঠ তারা অংশীদার হওয়ার বেলায় অগ্রগণ্য। আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুসারে যদি সকলেই সমান স্তরের হয়, তা হলে যবিল আরহামের সন্তান থেকে আসাবার সন্তান অগ্রগণ্য হবে। যথা-ভাইয়ের পুত্রের কন্যা এবং বোনের কন্যার পুত্র। তারা উভয় ভাই বোনই সহোদর বা একজন সহোদর অপরজন বৈমাত্রেয় (এই অবস্থায়) সমস্ত সম্পত্তি ভাইয়ের পুত্রের কন্যার জন্য হবে। কেননা সে আসাবার সন্তান। আর যদি উভয় ভাই-বোনই বৈমাত্রেয় হয়, তবে সম্পত্তি তাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ)-এর নিকট "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" এই বিধান

অনুযায়ী অংশীদারদের সংখ্যা হিসাবে বন্টন হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে সম্পত্তি তাদের মধ্যে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের বিধান মতে আধা-আধি করে ভাগ হবে। নিম্নের নক্সানুসারে।

মৃত ল.সা. গু.–৩

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র
আবু ইউসুফ (রঃ) ও মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে-১	আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে -২ মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে-১

ব্যাখ্যা ঃ যখন ১ম ও ২য় স্তরের যবিল আরহাম ও যবিল ফুরুয ও আসাবা না থাকে, তখন ৩য় স্তরের যবিল আরহাম অংশীদার হবে। ৩য় স্তরের যবিল আরহাম হল ঃ

(১) সহোদরা বোনের পুত্র ও কন্যা

(২) বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র ও কন্যা।

(৩) বৈপিত্রেয় বোনের পুত্র ও কন্যা

(৪) সহোদর ভাইয়ের মেয়ে।

(৫) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে।

(৬) বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র ও কন্যা।

১ম শ্রেণীর যবিল আরহামের ন্যায় ৩য় শ্রেণীতেও মৃতের নিকটবর্তী দূরবর্তীদের থেকে অগ্রগণ্য হবে। আর ভাইয়ের পুত্রগণ আসাবার মধ্যে গণ্য। যদি বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনের সন্তানাদি হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" নীতিতে ভাগ হবে। কেননা যবিল আরহামের অংশীদার হওয়াও আসাবাদের মত।

وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيْهِمْ وَلَدُ عَصَبَةٍ اَوْكَانَ كُلُّهُمْ اَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ اَوْكَانَ بَعْضُهُمْ اَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ وَبَعْضُهُمْ اَوْلَادُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فَاَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُ الْاَقْوٰى وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسِّمُ الْمَالَ عَلَى الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ وَالْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ فَمَا اَصَابَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ فُرُوْعِهِمْ كَمَا فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ كَمَا اِذَاتَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ وَثَلٰثَةَ بَنِيْنَ وَثَلٰثَ بَنَاتِ اَخَوَاتٍ مُّتَفَرِّقَاتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

م المسالة من٤ عند ابى يوسف رح ومن٣ ٩ عند محمد رح

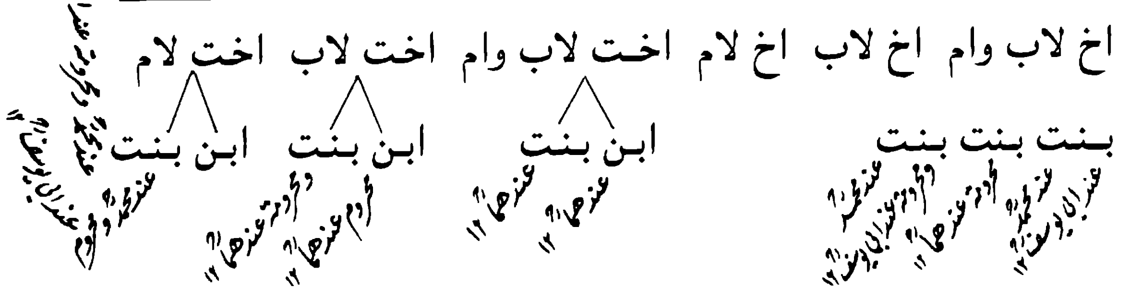

অর্থ ঃ আর যদি নিকটবর্তী আত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও সমান সমান হয় এবং তাদের মধ্যে আসাবার সন্তান না থাকে অথবা সকলে আসাবাগণের সন্তান হয় অথবা কিছু আসাবার সন্তান আর কিছু যবিল ফুরুযের সন্তান হয়, তখন ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে আত্মীয়তার (দিকের) শক্তি হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে বংশধরদের নিম্নস্তরের সংখ্যা ও উচ্চস্তরের লিঙ্গ হিসাবে ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। তারপর প্রত্যেক শ্রেণী (স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে) যা পাবে, তা তার বংশধরদের মধ্যে ভাগ করে দিবে। যেভাবে ১ম প্রকারের যবিল আরহামের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের ভাইয়ের তিনটি কন্যা ও বিভিন্ন প্রকারের বোনের তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে মারা যায়-নিম্নের নক্সা অনুযায়ী ঃ

المسئلة

الاخ لاب وام	الاخ لاب	الاخ لام
ابن	ابن	ابن
بنت	بنت	بنت

اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ ابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَّاُمٍّ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَلَهَا اَيْضًا قُوَّةٌ -

ব্যাখ্যা ঃ وان استووا الخ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে এমন কয়েকজন যবিল আরহাম রেখে যায় যারা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়েও সমান এবং ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়েও সমান হয় এবং তাদের মধ্যে আসাবার সন্তান না থাকে, যেমন ভাইয়ের কন্যার সন্তান ছেলে-মেয়ে অথবা সকলেই আসাবাগণের সন্তান (যেমন সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের দুই পুত্রের দুই কন্যা) অথবা কিছু সংখ্যক আসাবার সন্তান যেমন সহোদর ভাইয়ের কন্যা) আর কিছু সংখ্যক যবিল ফুরূযের সন্তান। (যথা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা) এই অবস্থায় আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট আত্মীয়তার দিকের সম্পর্কের শক্তি হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তার নিকট সহোদর ভাইয়ের কন্যাগণ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা থেকে অগ্রাধিকার লাভ করবে। আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যাগণ অগ্রাধিকার লাভ করবে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যাগণ থেকে।

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতানুসারে (ক) ভাই-বোনদের উপর সম্পদ বন্টন করা হবে তাদের সন্তানাদির সংখ্যানুপাতে। অর্থাৎ যার দুটি সন্তান আছে, তাকে দুই ধরতে হবে। (খ) সহোদর ভাই-বোন বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের উপর অগ্রাধিকার পাবে। অতএব সন্তানদের সংখ্যা হিসাব করে "নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তী বঞ্চিত হবে" এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাই-বোনদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা হবে। তারপর ভাই-বোনদের সম্পদ তাদের সন্তানদের মাঝে বণ্টন করবে। নক্সা সামনে আসছে।

عِنْدَ اَبِیْ یُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی یُقَسَّمُ کُلُّ الْمَالِ بَیْنَ فُرُوْعِ بَنِی
الْاَعْیَانِ ثُمَّ بَیْنَ فُرُوْعِ بَنِی الْعَلَّاتِ ثُمَّ بَیْنَ فُرُوْعِ بَنِی الْاَخْیَافِ لِلذَّکَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ اَرْبَاعًا بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ
تَعَالٰی یُقَسَّمُ ثُلُثُ الْمَالِ بَیْنَ فُرُوْعِ بَنِی الْاَخْیَافِ عَلَی السَّوِیَّةِ اَثْلَاثًا لِاِ
سْتِوَاءِ اُصُوْلِهِمْ فِی الْقِسْمَةِ وَالْبَاقِیْ بَیْنَ فُرُوْعِ بَنِی الْاَعْیَانِ اَنْصَافًا لِاِ
عْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ فِی الْاُصُوْلِ نِصْفُهٗ لِبِنْتِ الْاَخِ نَصِیْبُ اَبِیْهَا وَالنِّصْفُ
الْاٰخَرُ بَیْنَ وَلَدَیِ الْاُخْتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ
وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ۔

অর্থ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট সমস্ত সম্পত্তি সহোদর ভাই-বোনদের বংশধরদের মাঝে, তারপর বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে, অতঃপর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" হিসাবে নিম্ন বংশধরদের সংখ্যানুসারে ভাগ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট প্রথমে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের বংশধরদের মধ্যে প্রত্যেককে সমান অংশে তিন ভাগ করে দিবে। কেননা তারা অংশের দিক দিয়ে সমান। আর বাকী দুই তৃতীয়াংশ উপরের স্তরের আধা-আধি ভাইবোনদের নিম্নস্তরের সংখ্যা হিসাবে ভাগ করা হবে। এর অর্ধেক প্রাপ্য ভাইয়ের কন্যার, সে পিতার অংশ হিসাবে পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক বোনের দুই সন্তানের মাঝে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" নীতিতে লোক সংখ্যা হিসাবে ভাগ করা হবে। আর ল. সা. গু. তাসহীহ হবে ৯ -দ্বারা।

মৃত — ল. সা. গু. -৪ আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে ল. সা. গু.-৩ তাসহীহ-৯ মুহাম্মাদ (রঃ)-এর মতে

সহোদর ভাইয়ের কন্যা	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা	সহোদর বোনের পুত্র	সহোদর বোনের কন্যা	বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র	বৈমাত্রেয় বোনের কন্যা	বৈপিত্রেয় বোনের পুত্র	বৈপিত্রেয় বোনের কন্যা
১	বঞ্চিত	বঞ্চিত	২	১	বঞ্চিত	বঞ্চিত	বঞ্চিত	বঞ্চিত = ৪
৩	বঞ্চিত	১	২	১	বঞ্চিত	বঞ্চিত	১	১ = ৯

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বৈপিত্রেয় বোনের এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত থাকায় বৈপিত্রেয় বোনকে ২ বোন হিসাবে ধরে থাকেন। আর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের এক কন্যা জীবিত থাকায় তাকে একজনই ধরে থাকেন। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অংশীদার হওয়ার বেলায়ও সমান, আবার অংশের (হারের) বেলায়ও সমান। এ জন্য প্রথমে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ সমানভাগে ভাগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশের এক

অংশ (অর্থাৎ অর্ধেক) সহোদর ভাইয়ের পুত্রকে দেওয়া হয়েছে, যা তার পিতার অংশ। বাকী এক অংশকে তিন ভাগ করে ২ ভাগ বোনের পুত্রকে আর এক ভাগ বোনের কন্যাকে দেওয়া হয়েছে।

وَلَوْ تَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ بَنِى اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ-

অর্থ ঃ যদি কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্রের তিন কন্যা রেখে মারা যায়, তা হলে সমস্ত সম্পত্তি সর্ব-সম্মতিক্রমে সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা পাবে। কেননা সে আসাবার সন্তান এবং আত্মীয়তার দিক দিয়ে শক্তিশালী।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি তিন প্রকারের তিন ভাইয়ের তিন পুত্রের তিনটি কন্যা রেখে মারা যায়, তা হলে সর্ব-সম্মতিক্রমে সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হবে। কেননা সে আসাবার সন্তান আবার আত্মীয়তার দিক দিয়েও শক্তিশালী। কেননা মাতা ও পিতা দুই দিক দিয়ে সম্পর্কিত। যথা-

মাসআলা ল. সা. গু-১

মৃত

সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা
১	বঞ্চিতা	বঞ্চিতা

মাসআলা-৬/তাসহীহ-১২/তাসহীহ-২৪

মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে

মৃত

বৈপিত্রেয় বোনের পুত্রের কন্যা	সহোদর বোনের কন্যার কন্যা
১/২/৪	৪/৮/১৬
বঞ্চিতা	১

মাসআলা-১

আবু ইউসূফ (রঃ) -এর মতে

বৈমাত্রেয় বোনের পুত্রের কন্যা ১	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার পুত্র)
১/২	১/২
বঞ্চিতা	বঞ্চিতা

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ)-এর মতে সমস্ত সম্পত্তি সহোদর বোনের কন্যার কন্যা পাবে। কেননা সহোদর বোনের কন্যার কন্যা আসাবার সন্তান এবং আত্মীয়তার হিসাবেও শক্তিশালী। কারণ সে মাতা ও পিতা দুই দিক দিয়েই আত্মীয়। আর মুহাম্মদ (রঃ) উচ্চস্তরের মধ্যে সম্পদ বন্টন করেন। এ জন্য তিনি $\frac{১}{৬}$ অংশ বৈপিত্রেয় বোনকে, $\frac{২}{৩}$ অংশ সহোদর বোনকে আর আসাবা হিসাবে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দিয়েছেন। এখন তাদের অংশ তাদের নিম্নস্তরের বংশধরদেরকে দেওয়া হয়েছে।

فصل فى الصنف الرابع

চতুর্থ প্রকার

اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ اَنَّهٗ اِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ اِسْتَحَقَّ الْمَالَ كُلَّهٗ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ وَاِنِ اجْتَمَعُوْا وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا كَالْعَمَّاتِ وَالْاَعْمَامِ لِاُمٍّ اَوِ الْاَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْاَقْوٰى مِنْهُمْ اَوْلٰى بِالْاِجْمَاعِ اَعْنِىْ مَنْ كَانَ لِاَبٍ وَّاُمٍّ اَوْلٰى مِمَّنْ كَانَ لِاَبٍ وَمَنْ كَانَ لِاَبٍ اَوْلٰى مِمَّنْ كَانَ لِاُمٍّ ذُكُوْرًا كَانُوْا اَوْ اِنَاثًا -

অর্থ ঃ চতুর্থ প্রকারের যবিল আরহামের হুকুম এই যে, যদি তাদের মধ্যে একজন অংশীদার থাকে, তা হলে অন্য কেউ বাধাদানকারী না থাকার কারণে সমস্ত সম্পত্তি সে-ই পাবে। আর যদি অংশীদার অনেক হয় এবং তাদের আত্মীয়তার দিক এক হয় যেমন বৈপিত্রেয় ফুফুগণ, চাচাগণ, মামাগণ ও খালাগণ, তা হলে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার দিক দিয়ে যে শক্তিশালী, সে-ই সর্ব-সম্মতিক্রমে উত্তম হবে। অর্থাৎ-সহোদর ভাই-বোন বৈমাত্রেয় ভাই-বোন হতে উত্তম। আর বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বৈপিত্রেয় ভাই-বোন হতে উত্তম, পুরুষ হোক বা নারী হোক।

وَاِنْ كَانُوْا ذُكُوْرًا اَوْ اِنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ كِلَاهُمَا لِاُمٍّ اَوْخَالٍ وَخَالَةٍ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَّاُمٍّ اَوْلِاَبٍ اَوْلِاُمٍّ وَاِنْ كَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُخْتَلِفًا فَلَا اِعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ كَعَمَّةٍ لِاَبٍ وَّاُمٍّ وَخَالَةٍ لِاُمٍّ اَوْخَالَةٍ لِاَبٍ وَّاُمٍّ وَعَمَّةٍ لِاُمٍّ فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْاَبِ وَهُوَنَصِيْبُ الْاَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْاُمِّ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاُمِّ ثُمَّ مَااَصَابَ كُلَّ فَرِيْقٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوِ اتَّحَدَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ -

অর্থ ঃ আর যদি তারা নারীও হয়, পুরুষও হয় এবং আত্মীয়তার দিক দিয়েও সমান হয়, তবে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" নীতিতে হবে। যথা চাচা ও ফুফু উভয়ই বৈপিত্রেয় অর্থাৎ পিতার বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। অথবা মামা ও খালা উভয়ই সহোদর অর্থাৎ মাতার সহোদর ভাই-বোন অথবা উভয়ই বৈমাত্রেয় কিংবা বৈপিত্রেয়। আর যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিভিন্ন ধরণের হয়, তা হলে আত্মীয়তার সম্পর্কের শক্তি বিবেচনা করা যাবে না। যেমন সহোদরা ফুফু ও বৈপিত্রেয় খালা অথবা সহোদরা খালা এবং বৈপিত্রেয় ফুফু। তা হলে পিতার আত্মীয়ের জন্য $\frac{২}{৩}$ অংশ। এটাই পিতার অংশ। আর $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতার আত্মীয়ের জন্য, এটাই মাতার অংশ। তারপর প্রত্যেক শ্রেণী যা পাবে তা সেই শ্রেণীর প্রত্যেকের মধ্যে বন্টন করা যাবে প্রত্যেকের আত্মীয়তা এক হলে যেরূপ হত।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে-মৃতের আসাবাদের যেরূপ ক্রমবিন্যাশ, যবিল আরহামদেরও ঠিক সেরূপ ক্রমবিন্যাস। মৃতের কন্যার সন্তানাদি ও পৌত্রির সন্তানদেরকে صنف اول বা যবিল আরহামের ১ম শ্রেণী বলে। جدفاسد ও جدة فاسده-এর সন্তানাদিকে যবিল আরহামের ২য় শ্রেণী বলে। বোনের সন্তানাদি ও ভাইয়ের কন্যার সন্তানদেরকে যবিল আরহামের ৩য় শ্রেণী বলে। আর মৃতের বৈপিত্রেয় চাচা ও ফুফুগণ এবং মামা ও খালাগণকে যবিল আরহামের ৪র্থ শ্রেণী বলে। চাচা ও ফুফুগণ সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যা-ই হোক তারা পিতার দিকের আত্মীয়। এইরূপ মামা ও খালাগণ তাই সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যা-ই হোক তারা মাতার দিকের আত্মীয়। বৈপিত্রেয় চাচাগণই যবিল আরহামের মধ্যে গণ্য। কেননা সহোদর ও বৈমাত্রেয় চাচাগণ আসাবাদের মধ্যে গণ্য। চাচা, ফুফু, মামা ও খালা এই সকলের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে, তবে সে-ই ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে। আর যদি বেশী জীবিত থাকে, আর এক দিকের আত্মীয় হয় যথা-দুই ফুফু, তবে যে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়, সে-ই ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে। যথা-একজন পিতার সহোদরা বোন, আর একজন বৈমাত্রেয় বোন, তবে সহোদরা বোনই ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। আর নর-নারীর পার্থক্য থাকলে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" নীতিতে বন্টন হবে। আর যদি আত্মীয়তার দিক বিভিন্ন হয়, তবে সম্পর্কের শক্তির দিক বিবেচনা করা হবে না। সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার বেলায় নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর যদি আত্মীয়তায় নিকটবর্তী হওয়ার দিক দিয়ে সমান হয়, তবে পিতার দিকের আত্মীয় $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতার দিকের আত্মীয় $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যথা ফুফু পিতার দিকের আত্মীয়, আর খালা মাতার দিকের আত্মীয়।

فصل فى اولادهم

তাদের সন্তানাদি

اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَمَنْ كَانَتْ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فَهُوَ اَوْلٰى بِالْاِجْمَاعِ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلٰى كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ-

অর্থ ঃ চতুর্থ প্রকারের যবিল আরহামের সন্তানাদির হুকুম ১ম প্রকারের যবিল আরহামের হুকুমের মতই অর্থাৎ অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে মৃতের অতি নিকটবর্তী আত্মীয়ই উত্তম, যে দিকেরই হোক না কেন। আর যদি অতি নিকটবর্তী হওয়ার দিক দিয়েও সকলে সমান হয় আবার সম্পর্কের দিক দিয়েও সমান হয়, তবে যার সম্পর্কের দিক অধিক শক্তিশালী, সে-ই সর্ব-সম্মতিক্রমে অগ্রগণ্য হবে। আর যদি আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতায় সমান হয় এবং

আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকও এক হয়, তবে আসাবার সন্তানই উত্তম হবে। যথা চাচার কন্যা ও ফুফুর পুত্র, উভয়ই সহোদর হউক বা বৈমাত্রেয় হউক, সম্পত্তি সমস্তই চাচার মেয়ের হবে। কেননা সে আসাবার সন্তান।

وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاٰخَرُ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلٰى خَالَةٍ لِاَبٍ مَعَ كَوْنِهَا وَلَدَ ذِمِىْ رَحْمٍ هِىَ اَوْلٰى بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْخَالَةِ لِاُمٍّ مَعَ كَوْنِهَا وَلَدَ الْوَارِثَةِ لِاَنَّ التَّرْجِيْحَ لِمَعْنًى فِيْهِ وَهُوَ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ اَوْلٰى مِنَ التَّرْجِيْحِ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ وَهُوَ الْاِدْلَاءُ بِالْوَارِثِ-

অর্থ ঃ আর যদি চাচা বা ফুফুর একজন সহোদর অপরজন বৈমাত্রেয় হয়, তবে সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির হবে। এটি ظاهر الرواية -এর মতে। এখানে বৈমাত্রেয় খালার সাথে কিয়াস করা হয়েছে। সে যবিল আরহামের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়তার দিকের সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার কারণে বৈপিত্রের খালা হতে উত্তম ; অথচ সে ওয়ারিছের সন্তান। কেননা অগ্রাধিকার যে কারণে হয়েছে, তা হল আত্মীয়তার শক্তিশালী সম্পর্ক। তা উত্তম হল ওয়ারিছের দ্বারা সম্পর্কিত হওয়ার অগ্রাধিকার হতে।

ব্যাখ্যা ঃ ৪র্থ শ্রেণীর যবিল আরহামের অংশীদার অর্থাৎ খালা,মামা, চাচা ও ফুফু তাদের বর্ণনার সাথে তাদের সন্তানাদি গণ্য বলে বুঝা যায় না। এই কারণে তাদের বর্ণনা তাদের নির্দেশাবলীর সাথে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যবিল আরহামের সন্তানদের ব্যাপারে ৮টি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। যদি অংশিদারগণের স্তর বিভিন্ন হয়, তবে যে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সে অগ্রাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বর্তমান থাকাকালে দূরবর্তী ব্যক্তি বঞ্চিত হবে। যেমন ফুফুর কন্যা, ফুফুর পৌত্র ও পৌত্রী থেকে অগ্রাধিকার পাবে।এইরূপ খালার কন্যা খালার পৌত্র ও পৌত্রী থেকে অগ্রাধিকার পাবে। চাই ঘনিষ্ঠতা পিতার পক্ষ থেকে হোক বা মাতার পক্ষ থেকে হোক।

২। যদি স্তরের দিক দিয়ে সমান হয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়েও সমান হয়, তবে যার সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে। সম্পর্কে শক্তিশালী হওয়ার দিক দিয়েও যদি সমান হয়, তবে অংশ সমান সমান বন্টন হবে। যেমন সহোদর ফুফুর সন্তান, বৈমাত্রেয় ফুফুর সন্তান থেকে অগ্রগণ্য হবে। আর যদি এক ফুফুর কয়েক সন্তান থাকে তবে সকলের অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে।

৩। যদি স্তরের মধ্যেও সমান, আবার আত্মীয়তার বেলায়ও সমান হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যবিল আরহামের সন্তান, আবার কেউ আসাবার সন্তান, তবে আসাবার সন্তান অগ্রাধিকার পাবে। যথা-চাচার কন্যা ফুফুর পুত্রের উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা চাচার কন্যা আসাবার কন্যা।

৪। যদি সকলেই যবিল আরহামের সন্তান, আর আত্মীয়তার দিক দিয়ে বিভিন্ন হয়, অর্থাৎ কিছু পিতার দিকের আত্মীয় আবার কিছু মাতার দিকের আত্মীয়। এই অবস্থায় পিতার নিকটস্থ আত্মীয় $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। আর বাকী $\frac{১}{৩}$

অংশ মাতার নিকটস্থ আত্মীয় পাবে। এমতাবস্থায় আত্মীয়তায় নিকটবর্তীর শক্তি ও আসাবার সন্তান হওয়ার যুক্তি বিবেচিত হবে না।

৫। যদি যবিল আরহামের সন্তানগণ নৈকট্যের দিক দিয়ে সমান, কিন্তু তাদের পূর্ব পুরুষদের নর-নারী হওয়ার বেলায় বিভিন্ন হয়। এমতাবস্থায় যে স্তরে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্তরের নিয়ম অনুযায়ী নর-নারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে পুনরায় প্রত্যেকের অংশ তাদের বংশধরদের দিকে স্থানান্তরিত করা হবে।

৬। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট পূর্ব-পুরুষদের মাঝে নিম্ন পুরুষদের হিসাব করা হবে।

৭। নিম্ন বংশধরদের মধ্যে পূর্ব-পুরুষদের দিক বিবেচনা করা হবে।

৮। নিম্ন পুরুষদের মধ্যে পূর্ব-পুরুষদের দিকের বিবেচনা করা হবে।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِاَبٍ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَلٰكِنِ اخْتَلَفَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِم فَلَا اِعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصَبَةِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلٰى عَمَّةٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ كَوْنِهَا ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ وَوَلَدَ الْوَارِثِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ هِىَ لَيْسَتْ بِاَوْلٰى مِنَ الْخَالَةِ لِاَبٍ اَوْلِاُمٍّ لٰكِنَّ الثُّلُثَيْنِ لِمَنْ يُّدْلِىْ بِقَرَابَةِ الْاَبِ فَتُعْتَبَرُ فِيْهِمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ-

অর্থ ঃ কারোও কারোও মতে বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। কেননা সে আসাবার সন্তান। যদি ঘনিষ্ঠতায় বরাবর হয়, কিন্তু আত্মীয়তার দিক বিভিন্ন হয়, তবে এরূপ অবস্থায় না আত্মীয়তার শক্তি বিবেচনা করা হবে, না আসাবার সন্তান হওয়ার দিক। জাহেরুর রিওয়ায়াত মতে সহোদরা ফুফু দুই দিকের আত্মীয়তা ও ওয়ারিছের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার উপর কিয়াস করে তিনি বৈমাত্রেয় খালা ও বৈপিত্রেয় খালা থেকে উত্তম নয়, বরং পিতার দিকে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক সে-ই $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। অতঃপর তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার শক্তিই বিবেচনা করা হবে।

ثُمَّ وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَالثُّلُثُ لِمَنْ يُّدْلِىْ بِقَرَابَةِ الْاُمِّ وَتُعْتَبَرُفِيْهِمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ – ثُمَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ مَااَصَابَ كُلَّ فَرِيْقٍ يُقَسَّمُ عَلٰى اَبْدَانِ فُرُوْعِهِمْ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْجِهَاتِ فِى الْفُرُوْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ اِخْتَلَفَ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ وَالْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ كَمَافِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ هٰذَا الْحُكْمُ اِلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَيْهِ وَخُؤُوْلَتِهِمَا ثُمَّ اِلٰى اَوْلَادِهِمْ ثُمَّ اِلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَىْ اَبَوَيْهِ وَخُؤُوْلَتِهِمَا ثُمَّ اِلٰى اَوْلَادِهِمْ كَمَافِى الْعَصَبَاتِ–

অর্থ ঃ তারপর আসাবার সন্তান। মাতার দিকে যার সম্পর্ক সে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। আর তাদের মধ্যে আত্মীয়তার শক্তিরও বিবেচনা করা হবে। আর ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ)-এর নিকট প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ যা পাবে তা সেই শ্রেণীর শেষ স্তরের বংশধরের দিকের (নর-নারীর) লোক সংখ্যা হিসাব করে তাদের মাথা পিছু ভাগ করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর নিকট ১ম যে স্তরে নর-নারীর পার্থক্য হযেছিল সেই স্তরে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। আর লোক সংখ্যা ও (নর-নারীর) দিক হিসাব করা হবে, اصل। অর্থাৎ যে স্তরে পার্থক্য হয়েছে তাতে, যেমন যবিল আরহামের ১ম শ্রেণীর মধ্যে হয়েছে। তারপর এই হুকুম হবে অর্থাৎ ঐ হুকুম যা বর্ণনা হয়েছে মৃতের চাচা, ফুফু মামা, ও খালা এবং তাদের সন্তানাদির ব্যাপারে মৃতের মা বাপের চাচা, ফুফু মামা এবং খালার মধ্যে, তারপর তাদের সন্তানাদির ব্যাপারে অতঃপর (তাদের অবর্তমানে) এই হুকুম পরিবর্তন হবে মৃতের দাদার চাচা ফুফু, মামা ও খালা এবং তাদের সন্তানাদির ব্যাপারে মৃতের মা বাপের চাচা, ফুফু, মামা এবং খালার মধ্যে তারপর তাদের সন্তানাদির ব্যাপারে। অতঃপর (তাদের অবর্তমানে) এই হুকুম পরিবর্তন হবে মৃতের দাদার চাচা, ফুফু, মামা ও খালার সন্তানাদির ব্যাপারে, তারপর তাদের সন্তানাদির ব্যাপারে যেমন আসাবাদের ব্যাপারে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ যখন কিছু সংখ্যক যবিল আরহামের সন্তান পিতার পক্ষ হতে, আর কিছু সংখ্যক মাতার পক্ষ হতে হয়, আর তারা সমান স্তরের হয়, তখন আত্মীয়তায় শক্তিশালী ও আসাবার সন্তান হওয়ার যুক্তি দেওয়া যাবে না। বরং ঐ সময় পিতার পক্ষের নিকটস্থ আত্মীয়ের সন্তানগণ $\frac{২}{৩}$ অংশ ও মাতার পক্ষের নিকটস্থ আত্মীয়ের সন্তানগণ $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। তাদের ধারাবাহিকতা মতে যদি মৃতের চাচা, ফুফু, খালা ও মামা না থাকে বা তাদের সন্তানাদি না থাকে, তবে মৃতের পিতা-মাতার চাচা, ফুফু, খালা ও মামার দিকে পরিবর্তন হবে। তারা বর্তমান না থাকলে মৃতের দাদা-দাদী ও নানা-নানীর দিকে স্থানান্তরিত হবে।

فصل فى الخنثى

খোজা-এর পরিচ্ছেদ

لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ اَقَلُّ النَّصِيْبَيْنِ اَعْنِىْ اَسْوَأَ الْحَالَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهِ وَهُوَقَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى كَمَا اِذَا تَرَكَ اِبْنًاوَبِنْتًا وَخُنْثٰى لِلْخُنْثٰى نَصِيْبُ بِنْتٍ لِاَنَّهٗ مُتَيَقِّنٌ وَعِنْدَ الشَّعْبِىِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلْخُنْثٰى نِصْفُ نَصِيْبَيْنِ بِالْمُنَازَعَهِ وَاخْتَلَفَافِىْ تَخْرِيْجِ قَوْلِ الشَّعْبِىِّ-

অর্থ ঃ খুনসায়ে মুশকিলের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যার অংশ কম হবে তাই তার অংশ বলে গণ্য হবে। এটিই আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণের অভিমত। আর এটাই অধিকাংশ সাহাবাগণের মত এবং এটির উপরই ফতোয়া। যেমন যদি কোন ব্যক্তি এক পুত্র এক কন্যা ও এক খোজা পুত্র রেখে মারা যায়, তখন খোজার জন্য এক কন্যার অংশ রাখা হবে। কেননা এই অংশ সন্দেহহীন। আর ইমাম শা'বী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতানুসারে পরস্পর বিরোধিতার কারণে খোজা নরের অর্ধেক ও নারীর অর্ধেক পাবে।

قَالَ اَبُوْيُوْسُفَ لِلْاِبْنِ سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ سَهْمٍ وَلِلْخُنْثٰى ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ- لِاَنَّ الْخُنْثٰى يَسْتَحِقُّ سَهْمًا اِنْ كَانَ ذَكَرًاوَنِصْفَ سَهْمٍ اِنْ كَانَ اُنْثٰى وَهٰذَا مُتَيَقَّنٌ فَيَاْخُذُ نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ اَوِالنِّصْفَ الْمُتَيَقَّنَ مَعَ نِصْفِ النِّصْفِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ فَصَارَتْ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ وَمَجْمُوْعُ الْاَنْصِبَاءِ سَهْمَانِ وَرُبُعُ سَهْمٍ لِاَنَّهٗ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ وَالْعَوْلَ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ - اَوْنَقُوْلُ لِلْاِ بْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ وَلِلْخُنْثٰى نِصْفُ النَّصِيْبَيْنِ وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْمٍ -

অর্থ ঃ ইমাম শা'বীর কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-বলেন উক্ত মাসআলায় পুত্রের এক অংশ আর কন্যার জন্য তার অর্ধেক, আর খোজার জন্য এক অংশের $\frac{৩}{৪}$ অংশ। কেননা খোজা যদি পুরুষ

হত, তবে এক অংশ পেত। আর যদি মেয়ে হত, তবে এক অংশের অর্ধেক পেত। আর এটা হল নিশ্চিত। অতএব খোজা উভয় অংশের অর্ধেক পাবে, যা এক অংশের $\frac{৩}{৪}$ অথবা খোজা এক অংশের অর্ধেক পাবে যা নিশ্চিত। আর তার সাথে অর্ধেকেরও অর্ধেক নেবে যা নিয়ে বিরোধিতা। অতএব খোজার জন্য $\frac{৩}{৪}$ অংশ হয়ে গেল। আর মোট অংশ হল দুই ভাগ ও এক ভাগের $\frac{১}{৪}$ অংশ। কেননা তিনি আউল ও অংশ উভয়ের প্রতি বিবেচনা করেন।আর উপরের মাসআলার ল. সা. গু.-৯ দ্বারা তাসহীহ হবে। অথবা আমরা বলব যে, পুত্রের জন্য দুই অংশ ও কন্যার জন্য এক অংশ এবং খোজার জন্য $১\frac{১}{২}$ দেড় অংশ (পূর্ণ এক অংশ ও এক অংশের অর্ধেক)।

ব্যাখ্যা ঃ للخنثى الخ যে ব্যক্তির পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টা থাকে এবং উভয় লিঙ্গ দ্বারাই পেশাব বের হয় অথবা কোন লিঙ্গই না থাকে এবং নাভী দ্বারা পেশাব বের হয় তাকে خنثى مشكل বা জটিল খোজা বলে। অর্থাৎ এমন খোজা যাকে স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই বলা যায় না। এই ধরণের খোজার নিম্নতম অংশ প্রাপ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুকালে তার স্বামী, এক সহোদরা বোন ও এক বৈমাত্রেয় খোজা রেখে মারা যায়, তবে স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ সহোদরা বোন $\frac{১}{২}$ অংশ, আর বৈমাত্রেয় খোজা। (যখন স্ত্রী ধরা হবে) $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করিবার জন্য। এমতাবস্থায় ল. সা. গু-৬ হতে ৭-দ্বারা আউল হবে। কিন্তু যদি খোজাকে পুরুষ ধরা হয়, তখন সে আসাবা হয়ে যাবে। তখন আসাবার জন্য অংশ বাকী থাকে না বলে বঞ্চিত হবে। এই জন্য اقل النصيبين কে اسوء الحالين বলা হয়েছে। কেননা পুরুষের অবস্থা হতে নারীর অবস্থা নিম্নতম।

بالمنازعة-এ জন্য বলা হয়েছে যে, খোজা বেশী অংশের অধিকারী হওয়ার জন্য নিজেকে পুরুষ বলে দাবী করে, আর অন্য অংশীদারগণ স্ত্রী বলে কম অংশ দিতে চায়।

মাসআলা (ল. সা. গু–৬) আউল–৭

মৃত	স্বামী	সহোদরা বোন	বৈমাত্রেয় খোজা স্ত্রী
	$\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{৬}$

মাসআলা (ল. সা. গু)–২

মৃত	স্বামী	সহোদরা বোন	বৈমাত্রেয় খোজা (পুরুষ)
	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	বঞ্চিত

মাসআলা (ল. সা. গু)–৪

মৃত	পুত্র	কন্যা	খোজা (স্ত্রী)
	$\frac{২}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَأْخُذُ الْخُنْثٰى خُمُسَيِ الْمَالِ اِنْ كَانَ ذَكَرًا وَرُبُعَ الْمَالِ اِنْ كَانَ اُنْثٰى فَيَأْخُذُ نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ وَذٰلِكَ خُمُسٌ وَثُمُنٌ بِاِعْتِبَارِ الْحَالَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ مِنْ ضَرْبِ اِحْدَى الْمَسْئَلَتَيْنِ وَهِيَ الْاَرْبَعَةُ فِي الْاُخْرٰى وَ وَهِيَ الْخَمْسَةُ ثُمَّ فِي الْحَالَيْنِ فَمَنْ كَانَ لَهٗ شَيْءٌ مِّنَ الْخَمْسَةِ فَمَضْرُوْبٌ فِي الْاَرْبَعَةِ وَمَنْ كَانَ لَهٗ شَيْءٌ مِّنَ الْاَرْبَعَةِ فَمَضْرُوْبٌ فِي الْخَمْسَةِ فَصَارَتْ لِلْخُنْثٰى مِنَ الضَّرْبَيْنِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْاِبْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةُ اَسْهُمٍ -

অর্থ ঃ (ইমাম শা'বীর কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন-খোজা যদি পুরুষ হয় তবে ত্যাজ্য সম্পত্তির $\frac{২}{৫}$ অংশ পাবে, আর যদি নারী হয় তবে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। অতএব খোজা ঐ দুই অংশের অর্ধেক পাবে এবং তা (অর্থাৎ দুই অংশের অর্ধেক) হল $\left(\frac{২}{৫} \div ২\right) + \left(\frac{১}{৪} \div ২\right) = \frac{১}{৫} + \frac{১}{৮} = \frac{১৩}{৪০}$ অবস্থা হিসাবে। এই অবস্থায় ৪০ দ্বারা তাসহীহ হবে। এই ৪০ই হল উভয় মাসআলার সমষ্টি। একটিকে অপরটির সাথে গুণ করবে। তার একটি হল-৪ আর অপরটি হল-৫। তারপর এই গুণফলকে দুই অবস্থায় আবার গুণ করলে-৪০ হয়। ৫ থেকে যে যা পাবে তাকে-৪ দ্বারা এবং ৪-থেকে যে যা পাবে তাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করা হবে। অতঃপর উভয় গুণ দ্বারা খোজার অংশ-১৩, পুত্রের অংশ ১৮ এবং কন্যার অংশ-৯ হবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মুহাম্মদের (রঃ) মতানুসারে উল্লিখিত অবস্থায় খোজাকে যদি পুত্র ধরা যায়, তবে মাসআলায় দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়, তাতে "নারীর দ্বিগুণ পুরুষের জন্য" নীতি অনুসারে ল. সা. গু ৫ হবে। তা থেকে খোজা ২ অংশ পাবে। আর যদি খোজাকে কন্যা ধরা যায় তবে পুত্র দুই অংশ, আর দুই কন্যা দুই অংশ হিসাবে ৪- ল. সা. গু হবে। ৪-দ্বারা ল. সা. গু হলে খোজা ১ পাবে। তাতে খোজা উভয় অংশের অর্ধেকের অধিকারী হওয়াতে খোজা $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং $\frac{১}{৪}$ এর অর্ধেক পাবে। এটাকেই গ্রন্থকার অষ্টমাংশ বলেছেন। কেননা এক অষ্টমাংশ এক চতুর্থাংশের অর্ধেক। পাঁচ থেকে পঞ্চমাংশ এবং আট থেকে অষ্টমাংশ বের হয়, আর ৫-কে ৮-দ্বারা গুণ করলে-৪০ হয় বলেই গ্রন্থকার تصح من اربعين বলেছেন।

মাসআলা (ল. সা. গু-৫)

মৃত	পুত্র	কন্যা	খোজা পুরুষ
	$\frac{২}{৫}$	$\frac{১}{৫}$	$\frac{২}{৫}$

খোজাকে পুরুষ ধরিলে ৫–ল. সা. গু. হবে। আর খোজাকে স্ত্রী ধরলে ৪–ল. সা. গু. হবে। আর خنثى مشكل ধরলে ৪০–দ্বারা ল. সা. গু. হবে।

(ক) মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু–৪) তাসহীহ–২০

পুত্র	কন্যা	খুনসা মুশকিল
$\frac{২}{৪}$ / $\frac{১০}{২০}$	$\frac{১}{৪}$ / $\frac{৫}{২০}$	$\frac{১}{৪}$ / $\frac{৫}{২০}$

(খ) মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু–৫) তাসহীহ–২০

পুত্র	কন্যা	খুনসা মুশকিল
$\frac{২}{৫}$ / $\frac{৮}{২০}$	$\frac{১}{৫}$ / $\frac{৪}{২০}$	$\frac{২}{৫}$ / $\frac{৮}{২০}$

খোজাকে মুশকিল ধরে প্রত্যেক অবস্থায় অর্ধেক দিলে ৪০ ল. সা. গু. হবে। এই ৪০ থেকে পুত্র ১০ + ৮ =১৮ কন্যা ৫ + ৪ =৯ খোজা ৫ + ৮ =১৩ অংশ পাবে। আর খোজাকে স্ত্রীর অর্ধেক ও পুরুষদের অর্ধেক ধরে মাসআলা করলে নিম্নরূপ হবে।

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু) –৯

পুত্র	কন্যা	খোজা মুশকিল
১ = ৪	$\frac{১}{২}$ = ২	$\frac{৩}{৪}$ = ৩ = ৯

فصل فى الحمل

গর্ভ পরিচ্ছেদ

اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ لَيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ثَلٰثُ سِنِيْنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ وَعِنْدَ الزُّهْرِىْ سَبْعُ سِنِيْنَ وَاَقَلُّهَا سِتَّةُ اَشْهُرٍ وَيُوَقَّفُ لِلْحَمْلِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ اَوْاَرْبَعِ بَنَاتٍ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ وَ يُعْطٰى لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ اَقَلُّ الْاَنْصِبَاءِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُوَقَّفُ نَصِيْبُ ثَلٰثَةِ بَنِيْنَ اَوْثَلٰثِ بَنَاتٍ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ رَوَاهُ عِنْهُ لَيْثُ ابْنُ سَعْدٍ-

অর্থ ঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নিকট গর্ভধারণের চরম সীমা ২ বছর। লাইস ইবনে সা'দের (রঃ)-নিকট তিন বছর। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর নিকট ৪ বছর।আর ইমাম শিহাবুদ্দীন যুহরীর নিকট ৭ বছর। আর গর্ভধারণের সর্ব নিম্নকাল ৬ মাস। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতে গর্ভের সন্তানের জন্য চার পুত্র বা চার কন্যার অংশ থেকে যা বেশী হবে, তা স্থগিত রাখতে হবে। আর অন্য অংশীদারগণকে নিম্নতম অংশ দিয়ে দিতে হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদের (রঃ) মতে তিন পুত্র বা তিন কন্যার মধ্যে যাদের অংশ অধিক হবে, তা গর্ভের সন্তানের জন্য রেখে দিতে হবে। লাইস ইবনে সা'দ (রঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) থেকে এটাই বর্ণনা করেছেন।

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرٰى نَصِيْبُ ابْنَيْنِ وَهُوَقَوْلُ الْحَسَنِ وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامٌ وَرَوَى الْخَصَّافُ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهُ يُوقَّفُ نَصِيْبُ ابْنٍ وَاحِدٍ اَوْبِنْتٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَيُؤْخَذُ الْكَفِيْلُ عَلٰى قَوْلِهٖ فَاِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِتَمَامِ اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ اَوْاَقَلَّ مِنْهَا وَلَمْ تَكُنْ اَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ يَرِثُ وَيُوْرَثُ عَنْهُ وَاِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِاَكْثَرِمِنْ اَكْثَرِمُدَّةِ الْحَمْلِ لَايَرِثُ وَلَايُوْرَثُ وَاِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهٖ وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِلِسِتَّةِ اَشْهُرٍ اَوْ اَقَلَّ مِنْهَا يَرِثُ–

অর্থ ঃ তার অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, দুই পুত্রের (বা দুই কন্যার অংশ উভয়ের মধ্যে যা অধিক হয়) অংশ রেখে দিতে হবে। এটি হাসান বসরীর (রঃ) বক্তব্য। আর ইমাম আবু ইউসুফের (রঃ) দুই রেওয়ায়েতের একটি এই বলে হিশাম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর খাচ্ছাফ (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক পুত্র বা এক কন্যার অংশ (যা উভয়ের মধ্যে অধিক হয়, রেখে দিতে হবে) এটির উপরই ফতোয়া। ইমাম আবু ইউসুফের (রঃ) এক উক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ থেকে একজন জিম্মাদার ঠিক করতে হবে। (এক ব্যক্তি একজন গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা গিয়েছে।) তারপর যদি গর্ভস্থ সন্তান মৃত ব্যক্তির হয়ে থাকে এবং উর্দ্ধতম সময় শেষ হওয়ার সময় স্ত্রী সন্তান প্রসব করে থাকে অথবা ঐ সময়ের কমের মধ্যে সন্তান প্রসব করে থাকে এবং স্ত্রী তার ইদ্দত (শোকের নির্দ্ধারিত সময়) শেষ হওয়ার কথা অস্বীকার করে তা হলে সন্তান (জন্ম হওয়ার পর) ওয়ারিছ হবে। আর জীবিত জন্ম হওয়ার পর মারা গেলে, অন্যরাও তার ওয়ারিছ হবে। আর যদি সর্বোচ্চ সময় শেষ হওয়ার পর সন্তান জন্ম হয়, তবে সন্তান মৃতের ওয়ারিছ হবে না এবং অন্য কেউ তারও ওয়ারিছ হবে না। আর যদি গর্ভ অন্যের দ্বারা হয়ে থাকে এবং সন্তান ছয় মাস বা এর চেয়ে কম সময়ে ভূমিষ্ট হয় তবে সন্তান (উক্ত মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিছ হবে।

وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ لِاَكْثَرِمِنْ اَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لَا يَرِثُ فَاِنْ خَرَجَ اَقَلُّ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ لَايَرِثُ وَاِنْ خَرَجَ اَكْثَرُهٗ ثُمَّ مَاتَ يَرِثُ فَاِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُسْتَقِيْمًا فَالْمُعْتَبَرُ صَدْرُهٗ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ الصَّدْرُ كُلُّهٗ يَرِثُ وَاِنْ خَرَجَ مَنْكُوْسًا فَالْمُعْتَبَرُسُرَّتُهٗ - اَلْاَصْلُ فِىْ تَصْحِيْحِ مَسَائِلِ الْحَمْلِ اَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْئَلَةُ عَلٰى تَقْدِيْرَيْنِ اَعْنِىْ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّهٗ اُنْثٰى ثُمَّ تُنْظَرُبَيْنَ تَصْحِيْحَى الْمَسْئَلَتَيْنِ فَاِنْ تَوَافَقَا بِجُزْءٍ فَاضْرِبْ وَفْقَ اَحَدِهِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ وَاِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ فَالْحَاصِلُ تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ ثُمَّ اضْرِب نَصِيْبَ مَنْ كَانَ لَهٗ شَئٌ مِّنْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهٖ فِىْ مَسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهٖ اَوْفِىْ وَفْقِهَا-

অর্থ ঃ আর যদি ইদ্দতের (শোক প্রকাশের) কম সময়ে অর্থাৎ ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে সন্তান প্রসব হয়, তবে ওয়ারিছ হবে না। যদি সন্তানের কম অর্ধেক (জীবিতাবস্থায়) বের হয়ে তারপর মারা যায় তবে ওয়ারিছ হবে না। আর যদি অর্ধেকের বেশী (জীবিতাবস্থায়) বের হয়ে তারপর মারা যায় তা হলে ওয়ারিছ হবে। যদি সন্তান সোজাভাবে বের হয়ে বক্ষস্থল (জীবিতাবস্থায়) বের হয় তবে ওয়ারিছ হবে। আর যদি উল্টা অর্থাৎ প্রথমে পা বের হয় তবে নাভীস্থল পর্যন্ত জীবিতাবস্থায় বের হলে ওয়ারিছ হবে, নতুবা ওয়ারিছ হবে না। গর্ভস্থ সন্তানের সম্পত্তি বন্টনের মাসআলার তাসহীহ নির্ণয়ের মূলনীতি এই যে, গর্ভজাত সন্তানকে একবার ছেলে ধরে আর একবার মেয়ে ধরে পৃথকভাবে মাসআলা করতে হবে। তারপর মাসআলা দুইটি ল. সা. গু. তাসহীর সম্পর্ক দেখতে হবে। যদি সম্পর্ক মুয়াফিক হয় তবে একটার উফুক দ্বারা অপরটাকে গুণ করতে হবে। আর যদি সম্পর্ক তাবায়ুন হয় তবে একটার সংখ্যাদ্বারা অপরটাকে গুণ করতে হবে। অতঃপর গুণফলই ল. সা. গু. তাসহীহ হবে। তারপর ছেলে ধরে মাসআলা করায় যে যা পেয়েছে তাকে মেয়ে ধরে মাসআলা করায় তাসহীহ বা উফুক দ্বারা গুণ করবে। আর মেয়ে ধরে মাসআলা করায় যে যা পেয়েছে তাকে ছেলে ধরে মাসআলা করার তাসহীহ বা উফুক দ্বারা গুণ করবে, যেরূপ খোজার মাসআলা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের নিকট গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় ২-বছর হওয়ার ব্যাপারে দলীল হযরত আয়শা (রাঃ) -এর হাদীছ। তিনি বলেন– সন্তান তার মাতৃগর্ভে ২ বছরের অধিক অবস্থান করে না। ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় ৪-বছর। কোন জটিল রোগের কারণে জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে, যথা-যাহ্হাক নামক এক ব্যক্তি স্বীয় মাতৃগর্ভে ৪-বছর থাকার পর জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের সময় তাঁর সামনের দুটি দাঁত গজেছিল। ভূমিষ্ট হওয়ার পর তিনি হেসে ছিলেন বলে তার নাম যাহ্হাক রাখা

হয়েছিল। আর গর্ভধারণের সর্ব নিম্নকাল ছয় মাস হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর কালাম حمله وفصاله ثلثون شهرا বিদ্যমান। কেননা সন্তারে গর্ভধারণের সময় হতে দুধ ছাড়া পর্যন্ত ৩০ মাস। আর দুধ পানের সময় হল (২-বছর বা) ২৪ মাস। ৩০-মাস থেকে ২৪-মাস দুধ পানের সময় বাদ দিলে গর্ভের নিম্নতমকাল ছয় মাস থাকে।

قوله نصيب اربعة بنين الخ - শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ নখঈ বলেছেন- কুফাতে ইসমাঈল নামক এক ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভে একত্রে ৪টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে ৪টি সন্তান মাতৃগর্ভে থাকতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন,-মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের জন্য ৪টি পুত্রের অংশ স্থগিত রাখতে হবে। আর যদি ৪টি পুত্রের অংশ থেকে ৪টি কন্যার অংশ অধিক হয়, তবে ৪টি কন্যার অংশ স্থগিত রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি মাতা, পিতা ও গর্ভবর্তী স্ত্রী রেখে মারা গেল। তার গর্ভে ৪টি ছেলে ধরা হলে মাসআলা-ল. সা. গু. ২৪ হবে। মাতা $\frac{৪}{২৪}$ পিতা $\frac{৪}{২৪}$ স্ত্রী $\frac{৩}{২৪}$ আর অবশিষ্ট $\frac{১৩}{২৪}$ পুত্ররা পাবে। আর যদি গর্ভে ৪-কন্যা ধরা হয়, তবে ৪-কন্যা $\frac{২}{৩}$ অংশ ১৬ পাবে বলে ল. সা. গু-২৭ দ্বারা আউল হবে। এতে ৪ পুত্রের তুলনায় ৪ কন্যার অংশ বেশী হয়ে যায়।

يوخذ الخ - গর্ভস্থ সন্তান যদি হানাফী মায্হাব অনুসারে দুই বছরের মধ্যে, আর শাফেঈ মাযহাব অনুসারে ৪ বছরের মধ্যে ভূমিষ্ট হয় তবে মৃতের ওয়ারিছ হবে। আর যদি ২ বছর বা ৪ বছর অতিক্রম হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে ওয়ারিছ হবে না। এই সন্তানের মৃত্যুর পর মৃতের আত্মীয়গণও উক্ত সন্তানের ওয়ারিছ হবে না।

যদি সন্তানের কম অর্ধেক বের হয়, অতঃপর মারা যায়, তবে ওয়ারিছ হবে না। আর যদি অর্ধেকের বেশী বের হয়,তারপর মারা যায়, তবে ওয়ারিছ হবে। যদি সন্তান সোজাভাবে বের হয় জীবিত অবস্থায়, তবে সম্পূর্ণ সীনা বের হয়ে থাকলে ওয়ারিছ হবে। আর যদি উল্টা (প্রথম পা) বের হয় (জীবিত অবস্থায়) তবে নাভি পর্যন্ত হিসাব যোগ্য হবে।

গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলার তাসহীহ (বিশুদ্ধ নিয়ম) নির্ণয়ে اصل বা মূলনীতি হল এই যে, দুই নিয়মে মাসআলা করবে। একবার সন্তানকে পুত্র ধরে, আরেকবার সন্তানকে কন্যা ধরে তাসহীহ্ করবে। তারপর দুটি মাসআলার তাসহীহ্ দ্বয়ের পরস্পর সম্পর্ক ঠিক করবে। অতঃপর মাসআলা দুটি যদি কোন অংশ দ্বারা মুয়াফিক (কৃত্রিম) হয়, তবে এক সংখ্যার উফুক দিয়া অন্য সংখ্যাকে গুণ করবে। আর যদি উভয় মাসআলার মধ্যে তাবায়ুন (মৌলিক) সম্পর্ক হয়, তবে এক সংখ্যা দ্বারা অপর সংখ্যা গুণ করবে। এই গুণফলই মাসআলার তাসহীহ হবে। তারপর পুরুষ ধরে মাসআলা করায় যা হয়েছে তাকে মেয়ে ধরে মাসআলা করার তাসহীহ বা উফুক দ্বারা গুণ করবে।

وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ مَّسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهٖ فِيْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهٖ اَوْفِيْ وَفْقِهَا
كَمَا فِي الْخُنْثٰى ثُمَّ انْظُرْ فِي الْحَاصِلَيْنِ مِنَ الضَّرْبِ اَيُّهُمَا اَقَلُّ يُعْطٰى
لِذٰلِكَ الْوَارِثِ وَالْفَضْلُ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا مَوْقُوْفٌ مِّنْ نَّصِيْبِ ذٰلِكَ الْوَارِثِ
فَاِذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ فَاِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجَمِيْعِ الْمَوْقُوْفِ فَبِهَا وَاِنْ كَانَ
مُسْتَحِقًّا لِلْبَعْضِ فَيَاْخُذُ ذٰلِكَ وَالْبَاقِيْ مَقْسُوْمٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَيُعْطٰى لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ مَاكَانَ مَوْقُوْفًا مِّنْ نَّصِيْبِهٖ كَمَا اِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَّاَبَوَيْنِ
وَامْرَاَةً حَامِلًا فَالْمَسْئَلَةُ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ
وَمِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّهٗ اُنْثٰى فَاِذَا ضَرَبَ وَفْقَ اَحَدُ هُمَا فِيْ
جَمِيْعِ الْاٰخِرِ صَار الْحَاصِل مِائَتَيْنِ وَستة عشراذ عَلٰى تَقْدِيْرِ ذُكُوْر ته

অর্থ ঃ আর কন্যা ধরে মাসআলা করায় যা হয়েছে, তাকে পুরুষ ধরে মাসআলা করার তাসহীহ বা উফুক দিয়ে গুণ করবে, যে রকম খুনসা (খোজা) মাসআলায় করা হয়েছে। তারপর উভয় গুণফলের মধ্যে দেখবে কোন অবস্থায় অংশীদারগণ কম পেয়েছে। সেই কম অংশই ওয়ারিসগণকে দেওয়া হবে। এই দুই মাসআলার পার্থক্যে যা বেশী হবে, তা ওয়ারিছদের অংশ থেকে স্থগিত রাখা হবে। তারপর যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তখন ঐ সন্তান যদি সমস্ত সম্পদের যোগ্য হয়,তা হলে তাকে দেওয়া হবে। আর যদি কিছু অংশের যোগ্য হয়, তবে তাকে প্রাপ্য অংশ দেওয়া হবে। আর অবশিষ্ট অংশ অন্য অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারপর প্রত্যেক অংশীদারকে তার অংশ থেকে যা স্থগিত রাখা হয়েছিল তা ফেরৎ দেওয়া হবে। যেমন কোন ব্যক্তি এক কন্যা, মাতা, পিতা ও একজন গর্ভবর্তী স্ত্রী রেখে মারা গেল। এখন গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা ধরলে ২৭-দ্বারা মাসআলা (আউল) হবে। তারপর যখন এই মাসআলাদ্বয়ের একটার উফুক দিয়ে অপরটাকে গুণ করা হবে, তখন গুণফল ২১৬ হলে এটাই হবে দুই মাসআলার তাসহীহ বা ল. সা. গু. সন্তানকে পুত্র ধরার অবস্থায় স্ত্রী ২৭ পাবে। পিতা মাতা প্রত্যেকে ৩৬ করে পাবে, আর সন্তানকে কন্যা ধরার বেলায় স্ত্রী ২৪ পাবে। পিতা মাতা প্রত্যেকে ৩২ করে পাবে। অতএব স্ত্রীর অংশ ২৭ থেকে ২৪ বাদ দিয়ে ৩ স্থগিত রাখা হবে। আর পিতা-মাতা প্রত্যেকের অংশ ৩৬ থেকে ৩২ বাদ দিয়ে ৪ স্থগিত রাখা হবে। আর কন্যাকে ১৩ অংশ দেওয়া হবে। কেননা স্থগিত (সংরক্ষিত) অংশ চারি পুত্রের অংশের সমান তা এই কন্যার অংশের সাথেই রয়েছে। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অভিমত।

ব্যাখ্যা ঃ যেমন কোন ব্যক্তি তার মাতা, পিতা, একটি কন্যা ও গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা গেল। এখন গর্ভস্থ সন্তানকে পুত্র ধরলে ২৪-দ্বারা মাসআলা হবে। কেননা স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ, মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ, পিতা $\frac{১}{৬}$ আংশ পাবে। তাতে স্ত্রী–৩, মাতা-৪, পিতা-৪ পেল। আর অবশিষ্ট-১৩ রইল। এই অবশিষ্ট-১৩এর $\frac{১}{৩}$ অংশ কন্যাকে দিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ রাখতে হবে। তারপর গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা ধরে মাসআলা করলেও-২৪ দিয়ে মাসআলা হবে। তখন দুই কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ হবে-১৬। তা থেকে জীবিত মেয়ে-৮ পাবে, আর বাকি-৮ গর্ভস্থ কন্যার জন্য থাকবে। তখন মাসআলা-২৪ থেকে ২৭ দ্বারা عول হবে। ১ম মাসআলা হল-২৪ দ্বারা। আর ২য় মাসআলা হল ২৭ দ্বারা। এই দুই মাসআলার সম্পর্ক- $\frac{১}{৩}$ দ্বারা توافق হল। ২৪- এ উফুক-৮, আর ২৭-এর وفق হল-৯। এখন যে কোন সংখ্যাকে অপর সংখ্যার وفق দ্বারা গুণ করলে গুণফল-২১৬ হবে। এই ২১৬ দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলা তাসহীহ হবে।

১। গর্ভস্থ সন্তানকে ছেলে ধরলে মাসআলা নিম্নরূপ হবে।

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু.) ২৪ তাসহী-২১৬/মাযরূব-৯

৪-গর্ভস্থসন্তান (পুরুষ) কন্যা	মাতা	পিতা	স্ত্রী
১৩	৪×৯=৩৬	৪×১ =৩৬	৩×৯=২৭
$১১\frac{৫}{৯}$ + $১\frac{৪}{৯}$ = ১৩	২৪×৯=২১৬	২৪×৯ =২১৬	২৪×৯=২১৬

$১১\frac{৫}{৯} + ১\frac{৪}{৯} = ১৩$

১০৪ + ১৩ = ১১৭

১১৭ + ৩৬ + ৩৬ + ২৭ = ২১৬

২। গর্ভস্থ সন্তানকে নারী ধরলে একাধিক কন্যা হয়, অতএব গর্ভস্থ কন্যাগণও জীবিত কন্যাগণ সহ $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু.) ২৪ আউল-২৭/ তাসহীহ/২১৬/মাযরূব-৮

৪-গর্ভস্থসন্তান (সন্তান) কন্যা	মাতা	পিতা	স্ত্রী
১৬	৪/৩২	৩/২৪	৪/৩২
$১২\frac{৪}{৫}$ + $৩\frac{১}{৫}$ (১২৮)			

$১০২\frac{৪}{৫} + ২৫\frac{৩}{৫}$

১২৮ + ৩২ + ৩২ + ২৪ = ২১৬

গর্ভস্থিত সন্তান পুত্রও হতে পারে কিংবা কন্যাও হতে পারে। যেহেতু পুত্র হলে এক প্রকার, আর কন্যা হলে অন্য **প্রকার হয় এই** জন্য দুইটি বন্টন-নামা করে দেখানো হয়েছে। ১ম বন্টন-নামার ল. সা. গু. হল-২৪ দিয়ে, আর **২য় বন্টন-নামার عول হওয়া ল. সা. গু হল ২৭** । ২৪ ও ২৭-এর মধ্যে توافق সম্পর্ক। এইজন্য একটার وفق দিয় **অপরটিকে গুণ করলে-২১৬ হয়। এই ২১৬ই হল উভয় মাসআলার** তাসহীহ।

ফারায়েযের নিয়ম অনুসারে ১ম মাসআলার অংশীদারদের অংশকে ২য় মাসআলার وفق দ্বারা গুণ করলে প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশ বের হয়। স্ত্রী ৩ × ৯ = ২৭। মাতা ৪ × ৯ = ৩৬, পিতা ৪ × ৯ = ৩৬ পেল। গর্ভস্থ ৪ পুত্রের সমান ৮ কন্যা, আর জীবিত এক কন্যা মোট-৯ কন্যা হল, তাদের ছিল-১৩। তাকে ৯ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকের অংশ হল ১৩ ÷ ৯ = ১$\frac{৪}{৯}$। ১৩ থেকে ১ $\frac{৪}{৯}$ বাদ দিলে গর্ভস্থিত সন্তানের অংশ হল ১১ $\frac{৪}{৯}$। কন্যার অংশ ১ $\frac{৪}{৯}$ وفق -৯ দিয়ে গুণ করলে ১ $\frac{৪}{৯}$ × ৯ =১৩ হল কন্যার অংশ। আর ১১$\frac{৫}{৯}$ × ৯ = ১০৪ হল গর্ভস্থিত সন্তানের। দ্বিতীয় বন্টন নামায় অংশীদারদের অংশকে ১ম বন্টন-নামার وفق -৮ দিয়ে গুণ করলে স্ত্রী ৩ × ৮ = ২৪ পেল। পিতা ৪× ৮ = ৩২, মাতা ৪× ৮ = ৩২, কন্যা ৩$\frac{১}{৫}$ × ৮ = ২৫ $\frac{৩}{৫}$। গর্ভস্থ সন্তান ১২ $\frac{৪}{৫}$ × ৮=১০২ $\frac{২}{৫}$ পেল। ২য় বন্টনে বর্তমান অংশীদারগণ হিসেবে মতে কম পায়। তাই কম দেওয়া হয়েছে। আর গর্ভস্থ সন্তান বেশী পায়, তাই বেশী দেওয়া হয়েছে।

وَاِذَا كَانَ الْبَنُوْنَ اَرْبَعَةً فَنَصِيْبُهَا سَهْمٌ وَاَرْبَعَةُ اَتْسَاعِ سَهْمٍ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ مَضْرُوْبٌ فِىْ تِسْعَةٍ فَصَارَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهِىَ لَهَا وَالْبَاقِىْ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ مِائَةٌ وَّخَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَاِنْ وَلَدَتْ بِنْتًا وَّاحِدَةً اَوْ اَكْثَرَ فَجَمِيْعُ الْمَوْقُوْفِ لِلْبَنَاتِ وَاِنْ وَلَدَتْ اِبْنًا وَّاحِدًا اَوْ اَكْثَرَ فَيُعْطٰى لِلْمَرْاَةِ وَالْاَبَوَيْنِ مَاكَانَ مَوْقُوْفًا مِّنْ نَّصِيْبِهِمْ فَمَا بقى نضم اليه ثلثة عشر ويقسم بين الاولاد وان ولدت ولدا ميتا فيعطى للمرأة والابوين ماكان موقوفا من نصيبهم وَلِلْبِنْتِ اِلٰى تَمَامِ النِّصْفِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَّتِسْعُوْنَ سَهْمًا وَالْبَاقِىْ لِلْاَبِ وَهُوَ تِسْعَةُ اَسْهُم لِاَنَّهٗ عَصَبَةٌ -

অর্থ ঃ যখন পুত্র সন্তান চারজন হবে, তখন জীবিত কন্যার অংশ মাসআলা ২৪ থেকে প্রাপ্ত অংশ ১$\frac{৪}{৯}$ হবে। তাকে ২৭-এর وفق ৯ দিয়ে গুণ করলে ১ $\frac{৪}{৯}$ × ৯ = ১৩ পাবে। এই ১৩ কন্যার অংশ। আর বাকী ১১৫ সংরক্ষিত। তারপর যদি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সমস্ত সংরক্ষিত অংশ কন্যা সন্তানগণ পাবে। আর যদি এক বা একাধিক পুত্র সন্তান প্রসব করে, তবে স্ত্রী, পিতা-মাতা থেকে যা সংরক্ষিত ছিল তা ফেরৎ দিয়ে দিবে। অবশিষ্ট অংশ কন্যার অংশ ১৩-এর সাথে যোগ হয়ে সন্তানদের মাঝে হার মত বন্টন হবে। আর যদি

মৃত সন্তান প্রসব করে, তা হলে স্ত্রী ও পিতা-মাতার অংশসমূহ থেকে যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল,তা স্ত্রী ও পিতা-মাতাকে ফেরৎ দিতে হবে। আর কন্যাকে এই পরিমাণ ফেরৎ দিবে যাতে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক হয় এবং তা হল ৯৫। কাজেই ৯৫ + ১৩ = ১০৮ হল। (২১৬-এর অর্ধেক) অবশিষ্ট ৯ পিতা পাবেন। কেননা পিতা আসাবা।

ব্যাখ্যা ঃ গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা ধরে স্ত্রী ও মাতা -পিতার অংশ দেওয়া হয়েছে। প্রসবের পরে জানা গেল যে, গর্ভস্থ সন্তান কন্যা। সুতরাং স্ত্রী ও মাতা-পিতাকে তাদের অংশ দেওয়ার পর যতটুকু অংশ অতিরিক্ত রইল, তা কন্যাদের অংশ। গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা ধরলে মাতা-পিতা ও স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর ১২৮থাকে। তা কন্যাদের অংশ। আর যদি পুত্র সন্তান প্রসব করে তা হলে স্ত্রীর অংশ থেকে ৩, মাতার অংশ থেকে ৪ পিতার অংশ থেকে ৪ রাখা হয়েছিল। তা তাদেরকে ফেরৎ দিতে হবে। অতঃপর-১১৭ বাকি থাকবে। আর এই ১১৭-এর সাথে-১৩ যোগ করলে সর্ব মোট-১৩০ হবে। তা সন্তানদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আর যদি স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করে, পুত্র হোক বা কন্যা, তা হলে স্ত্রীর অবশিষ্ট ৩ অংশ স্ত্রীকে, আর পিতা-মাতার-৮ অংশ পিতা-মাতাকে ফেরৎ দিতে হবে। তারপর সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক কন্যাকে এভাবে দিতে হবে যে, পূর্বে তাকে-১৩ দেওয়া হয়েছিল। তা ব্যতীত এখন-৯৫ দিতে হবে। কাজেই তার অংশ ৯৫ + ১৩=১০৮ হবে। এই ১০৮ হল ২১৬-এর অর্ধেক। আর এই ১০৮-এর সঙ্গে স্ত্রীর অংশ-২৭, মাতার অংশ-৩৬, পিতার অংশ-৩৬ যোগ করলে ২০৭ হয়। আর ২১৬ থেকে ২০৭ বাদ দিলে-৯ অবশিষ্ট থাকে। এই-৯ পিতা পুনরায় পাবে। কেননা মৃত এক কন্যার সাথে পিতা জীবিত থাকলে পিতা যবিল ফুরুয ও আসাবা উভয়ই হয়। সুতরাং পিতা ৩৬ + ৯=৪৫ পাবে। গর্ভস্থ সন্তানের জন্য যদি কেবলমাত্র একটি পুত্রের অংশ সংরক্ষিত রাখা হয়, তা হলে উল্লিখিত অবস্থায় কন্যাকে-৩৯ দেওয়া হবে। তারপর পুত্র সন্তান প্রসব করার বেলায় মাতা, পিতা ও স্ত্রীর সংরক্ষিত অংশ ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু কন্যা সন্তান প্রসব করলে ফেরৎ দিতে হবে না।

فَصْلٌ فِى الْمَفْقُوْدِ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির প্রসঙ্গ

اَلْمَفْقُوْدُ حَيٌّ فِيْ مَالِهِ حَتّٰى لَايَرِثَ مِنْهُ اَحَدٌ وَمَيِّتٌ فِيْ مَالِ غَيْرِهِ حَتّٰى لَايَرِثَ مِنْ اَحَدٍ وَيُوَقَّفُ مَالُهُ حَتّٰى يَصِحَّ مَوْتُهُ اَوْتَمْضِىَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ وَاخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَفِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَنَّهُ اِذَالَمْ يَبْقَ اَحَدٌمِّنْ اَقْرَانِهِ حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مِائَةٌ وعشر ون منة من يوم ولد فيه المفقود وقال محمد رحمه الله تعا لح مائه وَّعَشَرَسِنِيْنَ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِائَةٌ وَّخَمْسُ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تِسْعُوْنَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى-

অর্থ ঃ নিরুদ্দেশ ব্যক্তি তার স্বীয় সম্পদের ক্ষেত্রে জীবিত। তাই অন্য কেউ তার সম্পত্তির অংশীদার হবে না। কিন্তু অন্যের সম্পদের ক্ষেত্রে মৃত। তাই সে কারো সম্পত্তিতে অংশিদার হবে না। তার মৃত্যুর সঠিক খবর অথবা নির্দিষ্ট সময় অতীত না হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত সম্পদ স্থগিত রাখা হবে। নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে নানা ধরণের বর্ণনা রয়েছে। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে যদি তার সমবয়স্ক কেউ জীবিত না থাকে, তবে তাকে মৃত বলে আদেশ দেওয়া হবে। হাসান ইবনে যিয়াদ আবু হানীফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন– নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মদিন থেকে ১২০ বছর পর্যন্তই সেই নির্দিষ্ট সময়। আর ইমাম মুহাম্মদের (রঃ) মতে ১১০ বছর এবং ইমাম আবু ইউসূফের (রঃ) মতে ১০৫ বছর। আর কেউ কেউ ৯০ বছর বলেন। এই কথার উপরই ফতোয়া।
আবার কেউ কেউ বলেন-৭০ বছর। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন-৪ বছর। তার দলীল হযরত ওমরের (রাঃ) -এর উক্তি তিনি বলেন

ايماامرأة فقدزوجهافلم تدر اين هوفا نها ننتظر اربع سنين

আকাবেরগণ ইমাম মালেকের (রঃ) এই বক্তব্যকে বিশেষ আবশ্যকতা হিসাবে সময়ের (যুগের) পরিপ্রেক্ষিতে ও ফেৎনার দিকে লক্ষ্য করে শুধু মাত্র বিবাহের বেলায় এই মত গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ المفقود -মাফকুদ এমন নিখোঁজ ব্যক্তিকে বলে যার আত্মীয়-স্বজন শত চেষ্টা করেও তার কোন খোজ পায় না। তার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সে কারও ত্যাজ্য সম্পদের অংশীদার হবে না, আবার অন্য কেউও তার সম্পত্তির অংশীদার হবে না। নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার সম্পত্তি সংরক্ষিত থাকবে। তার স্ত্রী তার অপেক্ষায় থাকবে। যথা সম্ভব তার হক নষ্ট হবে না। নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ) বর্ণনা করেন উক্ত সময় জন্মের ১২০ বছর পর। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মতে ১১০ বছর। ইমাম ইউসুফ (রঃ) মতে ১০৫ বছর। কেউ কেউ বলেন ৯০ বছর। গ্রন্থকারের বর্ণনানুসারে ৯০ বছরের উপর হানাফী মাযহাবের ফতোয়া।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَالُ الْمَفْقُوْدِ مَوْقُوْفٌ اِلٰى اِجْتِهَادِ الْاِمَامِ وَمَوْقُوْفُ الْحُكْمِ فِيْ حَقِّ غَيْرِهٖ حَتّٰى يُوَقَّفُ نَصِيْبُهٗ مِنْ مَّالِ مُوْرِثِهٖ كَمَا فِى الْحَمْلِ فَاِذَامَضَتِ الْمُدَّةُ فَمَالُهٗ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهٖ وَمَاكَانَ مَوْقُوْفًا لِاَجْلِهٖ يُرَدُّ اِلٰى وَارِثِ مُوْرِثِهِ الَّذِىْ وُقِّفَ مَالُهٗ وَالْاَصْلُ فِىْ تَصْحِيْحِ مَسَائِلِ الْمَفْقُوْدِ اَنْ تُصَحِّحَ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى تَقْدِيْرِ حَيَاتِهٖ ثُمَّ تُصَحِّحَ عَلٰى تَقْدِيْرِ وَفَاتِهٖ وَبَاقِى الْعَمَلِ مَاذَكَرْنَا فِى الْحَمْلِ-

অর্থ ঃ আবার কেউ কেউ বলেন– নিরুদ্দেশের সম্পদ খলীফার গবেষণার উপর স্থগিত থাকবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির তার অংশ অন্যের (নিকট পাওনা) হকের বেলায় স্থগিত থাকবে। এমনকি তার মুরছে (অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকেও হুকুম স্থগিত রাখা হবে। যেমন গর্ভজাত সন্তানের বেলায় (মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে স্থগিত রাখা হয় অতঃপর যখন নির্দিষ্ট সময় অতীত হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করা হবে; তখন তার সম্পদ বর্তমান অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তার জন্য (অপর পক্ষে থেকে) যে সম্পদ স্থগিত রাখা হয়েছিল তা ঐ ব্যক্তির অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে যাদের অংশ থেকে স্থগিত রাখা হয়েছিল। নিখোজ ব্যক্তির মাসআলা শুদ্ধ করার নিয়ম এই যে, তাকে জীবিত মনে করে তার মীরাস দাতার মাস-আলা তাসহীহ করবে। তারপর তাকে মৃত মনে করে ২য় বার মাসআলা তাসহীহ করবে। তারপর গর্ভস্থ সন্তানের সমাধান অনুসারে কাজ করবে।

(ক) নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত ধরে

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু.) ৬ আউল-৭/ তাসহীহ-৫৬

স্বামী	নিখোঁজ ভাই মৃত	বোন	বোন
৩/৬ / ২৪/৪৮		২/৬ / ১৬/৪৮	২/৬ / ১৬/৪৮

(খ) নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত ধরে-

মৃত — মাসআলা (ল. সা. গু.) ২ আউল-৮/ তাসহীহ-৫৬

স্বামী	নিখোঁজ ভাই মৃত	বোন	বোন
১/৪/২৮	২/১৪	১/৭	১/৭

الاصل في تصحيح। একজন স্ত্রীলোক মারা গেল। তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বামীও দুই বোন বর্তমান আছে, এবং এক ভাই নিখোঁজ। এমতাবস্থায় নিখোঁজ ভাইকে মৃত ধরে স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ, দুই বোনকে

$\frac{২}{৩}$ অংশ দিলে ৬ দ্বারা মাসআলা আরম্ভ করে সাতে عول হবে। আর নিখোঁজ ভাইকে জীবিত মনে করলে স্বামী $\frac{১}{২}$ পাবে। বাকী $\frac{১}{২}$ দুই বোন ও এক ভাই পাবে। প্রথমতঃ মাসআলা-২ দ্বারা হবে। স্বামী ১ পেল। বাকী-১। দুই বোন ও এক ভাইয়ের লোক সংখ্যা হল ৪ জন। এ জন্য اصل مسئله ২ কে ৪ দিয়ে গুণ করলে ৪ × ২ = ৮ আট দ্বারা তাসহীহ হবে। অতএব স্বামী পাবে-৪ এক ভাই-২, দুই বোন-২ পাবে। এ দ্বারা বুঝা যায়, নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু বোনদের জন্য উত্তম। কারণ ৭ দ্বারা মাসআলা হলে প্রত্যেক বোনের অংশ-২ মিলবে।

فصل فى المرتد

ধর্মত্যাগী প্রসঙ্গ

اِذَامَاتَ الْمُرْتَدُ عَلٰى اِرْتِدَادِهٖ اَوْقُتِلَ اَوْلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحَكَمَ الْقَاضِىْ بِلِحَاقِهٖ فَمَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ اِسْلَامِهٖ فَهُوَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ يُوْضَعُ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ هُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيْعًالِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ-

وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكَسْبَانِ جَمِيْعًا يُوْضَعَانِ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا اكْتَسَبَهٗ بَعْدَ اللُّحُوْقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَفَيْئٌ بِالْاِجْمَاعِ وَكَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيْعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِيْنَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ اَصْحَابِنَاوَ اَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ اَحَدٍ لَامِنْ مُّسْلِمٍ وَلَامِنْ مُّرْتَدٍّ مِّثْلِهٖ وَكَذٰلِكَ الْمُرْتَدَّةُ اِلَّا اِذَا ارْتَدَّ اَهْلُ نَاحِيَةٍ بِاَجْمَعِهِمْ فَحِيْنَئِذٍ يَّتَوَارَثُوْنَ-

অর্থ ঃ ধর্মচ্যুত ব্যক্তি যদি তার ধর্মত্যাগ করা অবস্থায় মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, অথবা সে দারুল হরবে চলে যায় এবং কাজী (বিচারক) তার দারুল হরবে যাওয়াকে স্বীকার করে থাকে তা হলে মুসলমান থাকা অবস্থায় সে যাহা উপার্জন করেছিল তা তার মুলমান ওয়ারছিদের জন্য হবে। আর ধর্মত্যাগ করা কালীন যা অর্জন করেছে, তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হবে। এটা ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মত। আর সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থায় অর্জিত সম্পদ মুসলমান ওয়ারিছদের জন্য অর্থাৎ মুসলমান ওয়ারিছগণ পাবে।) আর ইমাম শাফেঈ'র (রঃ) নিকট উভয় অবস্থায় অর্জিত সম্পদই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। সে ব্যক্তি দারুল হরবে প্রবেশ করার পর যা উপার্জন করেছে তা সর্বসম্মতিক্রমে ফাই (অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। ধর্মত্যাগকারিণী মহিলার সমস্ত উপার্জনই আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুসলমান ওয়ারিছদের জন্য হবে। ধর্মত্যাগী ব্যক্তি

কারো ওয়ারিছ হয় না। মুসলমান হতেও না বা অপর কোন ধর্মত্যাগী হতেও না। ধর্মত্যাগী মহিলার অবস্থাও তাই। হাঁ, যদি কোন স্থানে সকল ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হয়ে যায় তা হলে তারা একে অন্যের ওয়ারিছ হবে।

ব্যাখ্যা ঃ عند ابى حنيفة (رح) – ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) মতে ধর্মচ্যুত ব্যক্তি যখন মারা যায় বা নিহত হয় অথবা দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং কাজী তার দারুল হরবে যাওয়াকে স্বীকার করে নেন তখন তার মুসলমান থাকাকালীন অর্জিত সম্পদ তার মুসলমান ওয়ারিছদের জন্য হবে। কেননা মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হওয়া মৃত্যুর ন্যায়। মুসলমানের মৃত্যুর পর যেমন মুসলমান ওয়ারিছ হয়, তেমনি মুসলমান থাকা অবস্থায় অর্জিত সম্পদও মুসলমানই পাবে। অমুসলমানের সম্পদ যেমন মুসলমান পায় না তদ্রূপ মুরতাদ থাকাকালীন সম্পদও পেতে পারে না।

عندهما -সাহেবাইনের মতে মুরতাদের উভয় অবস্থায় অর্জিত সম্পদ মুসলমান ওয়ারিছদের জন্য হবে। আর ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে মুরতাদের উভয় অবস্থায় অর্জিত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। কেননা মুরতাদের সমস্ত সম্পদ فئ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। আর সমস্ত فئ -এর মালিক রাষ্ট্রীয় কোষাগার। কাফেরদের যে সমস্ত সম্পদ বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে আসে তাকে فئ বলে।

মুরতাদ হরবী হওয়ার পর যা কিছু অর্জন করে তা হরবীর সম্পদ। মুসলমান হরবীর সম্পদের ওয়ারিছ হতে পারে না। কাজেই তা ফ্ল হিসাবে পরিগণিত হবে।

المرتدة – ধর্মত্যাগিণীর সমস্ত সম্পদের অংশীদার তার মুসলমান ওয়ারিছগণ হবে। চাই ধর্মত্যাগের সময় অর্জিত হোক বা দারুল হরবে প্রবেশ করার পরে অর্জিত হোক। কেননা আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে ধর্মত্যাগিণীকে কতল করা যাবে না বরং পুনরায় মুসলমান হওয়ার বা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে যাবৎজীবন কারাদন্ড দেয়া যেতে পারে। কেননা হুজুর (সঃ) মহিলাগণকে কতল করতে নিষেধ করেছেন। যখন ধর্মত্যাগের দরুন ধর্মত্যাগিণীর নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, তখন তার সম্পদের নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি হবে না। তাই তার মুসলমান ওয়ারিছগণ মীরাছ পাবে। তবে মুরতাদ হওয়ার দরুন বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে স্বামী তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না।

ইসলামী বিধানমতে ধর্মচ্যুত হওয়া জঘন্য অপরাধ। আর মীরাস পুরস্কার স্বরূপ, তাই অপরাধী পুরস্কারের যোগ্য হতে পারে না। তাই মুরতাদও মীরাছ পাবে না। যদি কোন স্থানের সকল অধিবাসী মূরতাদ হয়ে যায় (আল্লাহ না করুন) তবে একে অন্যের মীরাছ পাবে। কেননা সেই স্থান দারুল হরবের ন্যায় হয়ে গেল। সেই স্থানের পুরুষগণকে কতল এবং মহিলা ও শিশুদেরকে কয়েদ করা হবে।

حكم الاسارى

যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ

حُكْمُ الْاَسِيْرِ كَحُكْمِ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمِيْرَاثِ مَا لَمْ يُفَارِقْ دِيْنَهٗ فَاِنْ فَارَقَ دِيْنَهٗ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ فَاِنْ لَّمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهٗ وَلَا حَيَاتُهٗ وَلَامَوْتُهٗ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الْمَفْقُوْدِ–

অর্থ ঃ যুদ্ধবন্দীদের হুকুম অন্য মুসলমানদের হুকুমের ন্যায়-যে পর্যন্ত নিজ সে ধর্ম ত্যাগ না করে। আর যদি সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তা হলে সে মুরতাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু যদি তার ধর্ম ত্যাগ করা বা জীবিত থাকা বা মারা যাওয়া সম্বন্ধে জানা না যায় তবে তার হুকুম নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ন্যায় হবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে মুসলমান অন্য মুসলমানের হাতে বন্দী হয়, তাকে اسير বলে। কয়েদী হওয়ার কারণে সম্পত্তির ভাগ-বন্টনের বেলায় কোন প্রভেদ নাই। কেননা মুসলমান যেখানেই থাকুক, মুসলমানই থাকে। এই অনুসারে জীবনের আবশ্যকীয় হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যেমন যুদ্ধবন্দী হওয়ার কারণে স্ত্রী তালাক হয় না। যদি তার জীবিত থাকা, মারা যাওয়া বা মুরতাদ হওয়া সম্বন্ধে জানা না যায়, তার সম্পদ বন্টন করা যাবে না। তার স্ত্রীরও অন্যত্র বিবাহ হবে না।

حكم الغريق والحريق والهديم

পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তির বর্ণনা

إِذَا مَاتَتْ جَمَاعَةٌ وَلَا يُدْرٰى أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا جُعِلُوْا كَأَنَّهُمْ مَاتُوْا مَعًا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ الْأَمْوَاتِ مِنْ بَعْضٍ هٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِلَّا فِيْ مَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِّنْ صَاحِبِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ-

অর্থ ঃ যদি কতিপয় লোক মৃত্যু বরণ করে এবং তাদের মধ্যে কে প্রথম মারা গিয়েছে তা জানা না যায়, তা হলে মনে করতে হবে সকলেই একত্রে মারা গিয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকের সম্পদই তাদের জীবিত ওয়ারিছগণ পাবে, এবং তারা একে অন্যের ওয়ারিছ হবে না। এটাই হানাফী, মালেকী ও শাফেঈগণের পছন্দনীয় অভিমত। তবে হযরত আলী (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তাদের একে অপরের ওয়ারিস হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের সঙ্গী হতে ওয়ারিছ সূত্রে পেয়ে থাকে, তবে তাতে অংশীদার হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ غريق এর বহুবচন غرقى ডুবে যাওয়া মৃত ব্যক্তি حريق এর বহুবচন حرقى অগ্নিদগ্ধ মৃত। هديم এর বহুবচন حدمى। ভারি জিনিষের চাপা পড়ে মৃত যথা-ছাদ, উঁচু দেয়াল। যে সকল লোক নৌকা, ষ্টীমার ডুবে যাওয়ার কারণে মারা গিয়েছে; অথবা একই সাথে আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়েছে; অথবা ছাদের নিচে পড়ে মারা গেছে অথচ কে আগে, কে পরে মারা গিয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই, এমতাবস্থায় হানাফী আলেমগণের মতে তারা একে অপরের ওয়ারিছ হবে না। এবং তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদের জীবিত ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন হবে। ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম শাফে'ঈর (রাঃ) -এরও একই মত। হযরত আলী (রঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, একসঙ্গে মৃত্যু বরণকারীরা একে অপরের ওয়ারিছ হবে। কিন্তু তাতে অপর কোন ব্যক্তি ওয়ারিছ হবে না।

-(সমাপ্ত)-